Proceedings Of The Tripura Legislative Assembly Assembled Under The Provisions Of The Government Of Union Territories Act.

2ND APRIL, 1964.

The House met in the Assembly Chamber, Agartala at 11 A. M. on Thursday, the 2nd April, 1964.

PRESENT

Shri Upendra Kumar Roy, Speaker in the Chair, one Minister, one Deputy Minister, Deputy Speaker and seventeen members.

Mr. Speaker:—I hope the Hon'ble members have got the list of business for to-day. First item of business of the House is Oath or Affirmation of Allegiance. Any member who has not made an oath may kindly do so. Our next item is question. To-day in the list of business is the following starred questions to be answered by the Chief Minister or in his absence by the other Minister authorised by the Chief Minister.

Starred question No. 2 asked by Sri Bulu Kuki, M. L. A. I call on Sri Bulu Kuki, Member to please call out the number of his question. The answer is to be given by the Minister concerned orally.

Sri Bulu Kuki :—Starred question No. 2.

Sri Manindralal Bhowmik (Deputy Minister) :—Hon'ble Speaker, Sir, I have been authorised by the Chief Minister to reply to the starred question. So I seek your confirmation.

Mr. Speaker :—Yes.

Sri Manindralal Bhowmik :—Starred question No. 2 asked by Sri Bulu Kuki.

Question :	Reply :
a) Whether it is a fact that in the name of Jhumia Rehabilitation in Amarpur Division, some Jhumias have been given one kani or two kanis of low land while they were entitled to get 5 kanis of low land under the Rehabilitation Scheme ;	No.
(b) if so, whether the Govt. would give them the rest amount of land under the Jhumia Rehabilitation Scheme ;	Does not arise.
(c) whether it is a fact that some plots of land given to the Jhumias for their rehabilitation are lying within the forest reserve area ;	No.
(d) if so, what steps the Govt. would take thereon ;	Does not arise.
(e) how many Jhumia families have been given rehabilitation in the plots of land deserted by the muslims in Amarpur Division ?	Sixteen Jhumia and landless tribal families have been allotted plots of land that had been under illegal occupation.

Sri Sunil Ch. Dutta :—Hon'ble Speaker, Sir, we have not received copies of questions. It is a custom that when the Minister answers we go through the questions.

Sri Bulu Kuki :—Hon'ble Speaker, Sir, আমি কোন written answer পাইনি।

Mr. Speaker :—Any supplementary ?

Sri Bulu Kuki :—No.

Mr. Speaker :—Supplementary may be asked by any of the members either of the opposition or of the Govt. party.

Shri Aghore Deb Barma :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে প্রশ্নের একটা written copy আছে। Answer-এরও একটা written copy থাকার কথা। তা'হলে আমাদের supplementary question জিজ্ঞাসা করতে সুবিধা হত।

Mr. Speaker :—No, no answer copy is supplied in the floor. Hon'ble Members are to be prepared about what will be answers and what will be supplementaries. There is no supplementary. Then we pass on to the next item.

Our next item is intimation regarding President's assent to the Appropriation Bill, 1964 (Bill No. 1 of 1964) and Appropriation (Vote on Account) Bill, 1964 (Bill No. 2 of 1964). The Appropriation Bill, 1964 (Bill No. 1 of 1964) and Appropriation (Vote on account) Bill, 1964 (Bill No. 2 of 1964) have received the Assent of the President on the 26th March, 1964.

This is for information of Hon'ble Members.

The next item is announcement regarding formation of Committees for the year 1964-65. I may tell the Hon'ble members that there is reason for the formation of two other Committees.

(i) In exercise of the powers conferred by Rule 201 of the Rules of Procedure and Conduct of Business, I do constitute the Committee on Government Assurance and do hereby nominate the following members to be members of the Committee on Government Assurance.

COMMITTEE ON GOVERNMENT ASSURANCE :

1. Shri Umesh Lal Singh, Chairman
2. Shri Karunamoy Nath Choudhury,
3. Shri Nishikanta Sarkar,
4. Shri Abdul Wazid,
5. Shri Aghore Deb Barma,
6. Shri Dinesh Deb Barma.

(ii) In exercise of the powers conferred by Rule 279 of the Rules of Procedure and Conduct of Business, I do constitute the "Committee on Absence of Members from the Sittings of the House" in the line suggested in Lok Sabha Rule 325 and do hereby nominate the following Members to be members of the Committee.

COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS FROM THE SITTINGS OF THE HOUSE :

1. Shri Ershad Ali Choudhury, Deputy Speaker, Chairman
2. Shri Sunil Chandra Dutta,
3. Shri Rajkumar Kamaljit Singh,
4. Shrimati Renu Chakraborty,
5. Shri Atiqul Islam,
6. Shri Sunil Kumar Choudhury.

Mr. Speaker :—Now we pass on to the next item.

GOVERNMENT BUSINESS

FINANCIAL.

Voting on Demands for grants.

To-day on the List of Business 5 Demands viz. Demand No. 21-Community Development Projects, National Extension Service and Local Development Works, No. 24-Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial), No. 37-Capital Outlay on Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial), No. 27-Famine Relief and No. 13-Miscellaneous Departments are to be disposed of.

Members have received the list of business along with the Appendix showing Demands to be moved by the Minister and the Cut Motions to be moved by the Members. Now the Finance Minister will move his demands standing in his name one by one. when I call a particular Demand and as soon as the Finance Minister has moved his demands I shall take all the Cut Motions tobe moved and there will be discussion on the demands and the Cut Motions. Thereafter when the debate is closed I shall dispose them one after another by voice vote.

I may also inform the Hon'ble Members that I have decided to request the Finance Minister to move the Demand Nos. 24 and 37 i. e. Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial) and Capital Outlay on Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial) together and I shall have one general debate on these two demands as

they are of allied nature ; of course at the time of putting the motions I shall dispose of the demands separately.

Now, I call on Hon'ble Finance Minister to move his Demand No. 21-Community Development Projects, National Extension Service and Local Development Works.

M. L. Bhowmik (Deputy Minister) :—Hon'ble Speaker, Sir, I am authorised by the Minister concerned to move the Motion.

Mr Speaker :—Yes.

Shri M. L Bhowmik (Deputy Minister) :—Demand for grant No. 21-Major Head 37-Community Development Projects, National Extension & Local Development Works.

Hon'ble Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 25,45,000/- (inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill 1964), be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1965 in respect of Demand No. 21-Community Development Projects, National Extension Service & Local Development Works.

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সমগ্র ত্রিপুরার আয়তন হচ্ছে ৪,১১৬ বর্গমাইল। সেখানে আমাদের বর্ত্তমানে ১৪টি block আছে এবং একটি block শীঘ্রই এইমাসে open করা হচ্ছে। প্রথম পরিকল্পনার শেষে আমাদের এই রাজ্যে মাত্র তিনটি block ছিল। এখন আমাদের block-এর সংখ্যা ৯টি, including one Special Multipurpose block and the remaining blocks will be taken up in April, 1964. এই যে আমাদের Community Development-এর কর্ম্মসূচী, National Extension-এর কর্ম্মসূচী এবং Local Development-এর কর্ম্মসূচী তা আমরা গ্রহণ করেছি, ত্রিপুরার সামগ্রিক কল্যাণের দিকে দৃষ্টি রেখে, বিশেষ করে শিল্প, যোগাযোগ, জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রভৃতির দিকে দৃষ্টি রেখেই আমাদের উন্নয়ন কর্ম্মসূচী চলেছে। আমাদের ১ম পঞ্চবার্ষিকী যে পরিকল্পনা সে পরিকল্পনাতে Community Development-এর জন্য ১৫ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হয়, ২য় পরিকল্পনাতে ৬০,৬৭০০০৲ টাকা ধরা হয়েছে। তার মধ্যে ৫৯ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছে। তারপর Planning Commission ৯০ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেছেন। তার মধ্যে আমাদের বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে ২৫,৪৫,০০০৲ হাজার টাকার provision করা হয়েছে, তারমধ্যে ১৮,৪৫,০০০৲ হাজার টাকা under plan-এ খরচ হয়ে যাবে এবং ৭ লক্ষ under non-plan খরচ হবে। এই যে আমরা Multipurpose Block open করেছি, যেটা প্রথম অমরপুরে হয়, সেই Multipurpose Block-এর কি উদ্দেশ্য তা আমাদের House-এর সদস্যদের মোটামুটি জানা আছে বোধ হয়। Elwin Committee তার কার্য্যপদ্ধতি দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন এবং তাঁর ইচ্ছা ছিল যে, এই Multipurpose Block যেটা খোলা হয়েছে ভবিষ্যতে এর Multipurpose Block নাম না দিয়ে Tribal Welfare Block নাম দিলেই তার কাজ ভাল চলবে। কারণ অমরপুরে আমরা দেখেছি যে উপজাতিদের মধ্যে প্রায় ১৫।১৬টি পরিবারের কৃষকদের আমরা সাহায্য করতে পেরেছি এবং রাস্তাঘাট উন্নয়নের জন্য, এক পল্লী থেকে অন্য পল্লীতে যাবার জন্য তাদের আমরা

grant দিয়েছি এবং তাদের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য ring-well Tube-well এর ব্যবস্থা করেছি। তাদের শিক্ষার জন্য আমরা স্থানে স্থানে স্কুল স্থাপন করেছি।

তাদের স্বাস্থ্যের উন্নয়নের জন্য বিশেষ করে পানীয় জল সরবরাহের জন্য Ring well, Tube well এর ব্যবস্থা করেছি তাদের শিক্ষার জন্য আমরা সেখানে স্কুল স্থাপন করেছি এইভাবে দেখা যাচ্ছে তাদের সাইকোলজিকেল change এসেছে। জনসাধারণের শিক্ষার মান উন্নয়ন করতে হবে, অর্থনৈতিক মান উন্নয়ন করতে হবে। দেশকে উন্নত করতে হলে শিল্পের প্রথমতঃ weaving এর বিশেষ উন্নতির প্রয়োজন। সুতরাং দেখতে হবে যাতে Training Centre খুলে বা financial grant দিয়ে এই শিল্পের উন্নতি করা যেতে পারে এবং তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এইভাবেই সেখানে ক্রমে এগিয়ে চলেছি, আপনারা লক্ষ্য করে থাকবেন যে আমরা এই খাতে জনস্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য রেখে drinking water supply এর জন্য এক লক্ষ টাকা বরাদ্দ রেখেছি। যে কাজটা এক সময়ে আঞ্চলিক পরিষদে শুরু হয়েছিল তা থেকে এই কার্য্যক্রম পরিচালিত হত। এখানে যে Development organisation আছে তাদের উপর এই কার্য্যক্রমটি ন্যস্ত করা হয়েছে। তাছাড়া Pilot Project Schemeএ man-power যাতে কাজে লাগানো যায় তার জন্য ২ লক্ষ ২০ হাজার টাকা ব্যবস্থা করেছি। এবং Pilot Project Scheme-এ যে সব জায়গা আমরা নিয়েছি সেটা ১ম হচ্ছে Jirania, তারপর Panisagar and Belonia. এই Pilot Project এর উদ্দেশ্য হচ্ছে rural man powerকে কাজে লাগানো। আমাদের কৃষকদের agricultural session বাইরে কর্মসংস্থান করে দেওয়া হচ্ছে। এবং তার মাধ্যমে যাতে জীবিকা অর্জ্জন করতে পারে তার জন্য ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তাদের কাজের সুবিধার জন্য, রাস্তার জন্য, তাদের irrigation facility এর জন্য channel, কৃষিকাজের সাহায্যের জন্য tank ইত্যাদি দেওয়ার জন্যে ২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এইভাবে আমরা তাদের সাহায্য করছি। কাজেই এই যে উন্নয়ন কর্ম্মসূচী যার জন্য আমরা এই বাজেটে বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরের জন্য যেটা বরাদ্দ রেখেছি, সেটা অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত এবং সময়োপযোগী। কাজেই এই যে বরাদ্দকৃত অর্থ যাতে আমাদের ত্রিপুরার জনসাধারণের বিশেষ করে কৃষকদের এবং উপজাতীয়দের প্রভৃত মঙ্গলের জন্য ব্যয়িত হয় এবং তাদের অর্থনৈতিক মান উন্নত হয়. সামাজিক মান উন্নত হয়, শিক্ষার দিকে অগ্রসর হতে পারে, শিল্পের দিকে অগ্রসর হতে পারে সে দিকে লক্ষ্য রেখে আমরা চলেছি। আশা করি House এই বিষয়ে সহযোগিতা করে যাতে এই উন্নয়ন কার্য্যসূচী সাফল্যমণ্ডিত হয় তার জন্য সকলেই সহযোগিতা করবেন।

Mr. Speaker—I would now call on Shri Aghore Deb Barma.

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :-

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের Deputy Mintster, Mr. Bhowmik এই Demand সম্বন্ধে বলতে গিয়ে যে চিত্র House এর সামনে তুলে ধরেছেন তাতে মনে হয় এই scheme এর মারফত যে ২ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছে তার মাধ্যমে জনসাধারণের সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজ শেষ হয়ে গেছে, তাদের অনেক উন্নতি, অগ্রগতি হয়েছে এই চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। এই সম্পর্কে আমার Cut Motion এর বিষয়বস্তু হল যে "That the provision for Community development schemes is inadequate". এই Schemeএ যে ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছে

এটা প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয়। এটাই আমার বক্তব্য। আজকে স্বীকার করি ১ম, ২য় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা করে বা scheme, plan non-plan করে সমস্ত খাতে ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছে—তার মধ্যে একথা নিশ্চয়ই আমি স্বীকার করব। অনেক টাকা ব্যয় করা হচ্ছে অস্বীকার করার কোন কারণ নেই; কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যে যে সমস্ত Community Block, N.V. S.Block প্রভৃতি উন্নয়নমূলক Project গঠিত হয়েছে তার মাধ্যমে কাজ হচ্ছে কিনা। গ্রামাঞ্চলে জনসাধারণের অর্থনৈতিক মান, জীবিকার মানের অবস্থা যদি চিন্তা করে দেখি একথা মনে করার কি কোন কারণ আছে যে, তাদের অর্থনৈতিক মান, শিক্ষার মান উন্নত হয়েছে। কতকগুলো staff নিয়োগ করা হয়েছে, B.D.O. এর quarter হয়েছে, Motor হয়েছে—একথা আমরা স্বীকার করি। এটা হওয়া দরকার -এটাও আমি স্বীকার করছি। কিন্তু সে purpose serve করতে পেরেছে কিনা এই সমস্ত টাকার অংক দিয়ে জনসাধারণের অর্থ-নৈতিক মান উন্নয়ন করতে পেরেছে কিনা আমাদের লক্ষ্য কতটুকু সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে তা বিচার বিবেচনা করা দরকার। আমরা যদি বিভিন্ন Blockএ Jirania, Panisagar, Amarpur Block এর কথা চিন্তা করি তবে দেখতে পাই দিনের পর দিন সেখানকার জনসাধারণ দুঃখ দারিদ্র্যে ডুবে যাচ্ছে। অর্থনৈতিক মান, নৈতিক মান প্রভৃতি নিম্নগামী হয়ে চলেছে। উন্নয়নের কোন চিহ্ন সেখানে দেখতে পাচ্ছি না। প্রথমত: Block Development এর Offices রাস্তার পাশে quarter দালান দেখতে পাই তার পাশে যাদের উদ্দেশ্যে এই department করা হয়েছে, Officer নিয়োগ করা হয়েছে তাদের দিকে যদি লক্ষ্য করি দেখতে পাই তাদের ঘর ভেঙ্গে গেছে এবং নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার উপক্রম। এই হচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্যে ঘটনা। আজকে একটা কথা এখানে বলা হয়েছে—জল সরবরাহের কথা। যদি আমরা চিন্তা করি—আমি এই কথাই স্বীকার করব rural area বা গ্রামাঞ্চলে যে সমস্ত block এ পানীয় জল সরবরাহের জন্য অনেক টাকা খরচ করা হয়েছে। কেন টাকা খরচ করা হয়েছে। মানুষকে সুযোগ সুবিধা দেওয়ার জন্য কি টাকা খরচ করা হয়েছে? কিন্তু আজকে সেই tubewell, ringwell দেখতে পাই সব অকেজো হয়ে আছে, মানুষ পানীয় জল খেতে পারছে না।

Time 11-30 A M to 11-38 A M

ব্লকের মারফত পানীয় জল সরবরাহ করার জন্য অনেক টাকা খরচ করা হয়েছে। মানুষকে জল সরবরাহ করার জন্য টাকা খরচ করে tubewell, ringwell গুলি যা আমরা করেছি তার প্রায় সবগুলিই নষ্ট হয়েছে। যেমন পানিসাগর ব্লক, জিরানিয়া ব্লকের মধ্যে যে সব tubewell, rigwell করা হয়েছে তার শতকরা ৯৯টি অকেজো অবস্থায় পড়ে আছে। অমরপুর, সাবরুম এলাকায় Tribal Welfare Scheme হতে যে সমস্ত tubewell, ringwell করা হয়েছে তা সবগুলি এই অবস্থায় আছে। এই সমস্ত টাকাগুলি যে purpose এ খরচ করা হয়েছে সেই purpose serve হচ্ছে কিনা আমাদের সেদিকে কোন লক্ষ্য নাই। আজকে কোন কোন গ্রাম অঞ্চলে আমরা দেখতে পাই সেখানে যে জনসাধারণ আছে তারা জলের অভাবের জন্য নিজেদের টাকা দিয়ে এসব Tubewell গুলি মেরামত করতে চায় কিন্তু সেখানে কোন technician পাওয়া যায় না। আমরা যে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করছি জনসাধারণের উপকার করার জন্য সেই সমস্তগুলি তাহাদের উপকারে আমরা লাগাইতে পারছিনা। আর আমি ring-well

সম্পর্কে কয়েকটা ঘটনার কথা বলব। পুরাণ আগরতলার চৌদ্দ দেবতার বাড়ীর নিকটে একটা কুয়া আছে। সেই কুয়াটার কোন সংস্কার না হওয়াতে জল পাওয়া যায় না। এইরকম আরও কুয়া আছে, tubewell আছে মেরামতের অভাবে সেগুলি নষ্ট হয়ে গিয়েছে, এর নজীর অনেক দেওয়া যায়। গ্রামের জনসাধারণের অর্থ-নৈতিক মানের উন্নতি করতে হলে চাই রাস্তাঘাট। আমরা রাস্তাঘাট করার জন্য অনেক টাকা খরচ করেছি Block Development Scheme এবং অন্যান্য scheme এর মারফত। কিন্তু সেইসব রাস্তাগুলি মানুষের চলার উপযোগী আছে কিনা সেটা আমরা দেখিনা।

অনেক ক্ষেত্রে আমি দেখেছি রাস্তাগুলি চলার উপযুক্ত নয়। গত Bye-election আমি অমরপুরে গিয়েছিলাম। সেখানে দেখেছি বহু রাস্তার উপর জঙ্গল হয়ে গিয়েছে এবং সেইগুলি মানুষের ব্যবহারের উপযোগী নয়। অথচ এই রাস্তাগুলির জন্য আমরা লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করেছি; মানুষের উপকারের জন্য, মানুষের উন্নয়নের জন্য এই টাকাগুলি খরচ করা হয়েছে। তারপরে আর একটা আছে man-power utilisation। গ্রাম অঞ্চলের যে লোক আছে তাদের আমরা কাজে লাগাব সেই উদ্দেশ্যেই এই ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে। একটা সাধারণ কথা আছে পাকিস্তান ও হিন্দুস্থান হওয়ার পরে আমাদের যে সকল জায়গা পাকিস্থান অন্যায়ভাবে দখল করেছিল যেমন জলাইয়া; সেই জায়গাতে এবং অন্য জায়গায়ও আমি দেখেছি গ্রামাঞ্চলের লোকেরা অনাহারে দুর্ভিক্ষে পীড়িত হয়ে মানুষ তাদের আহার জোগানোর জন্য বিপন্ন হয়ে সেখানে কাজ করতে যায়। কিন্তু তাদেরকে একটা পয়সাও দেওয়া হয় না। এইভাবে man powerকে কাজে লাগানোর অর্থ কি? তাই দেখে আমাদের মাননীয় Deputy Minister Mr. Bhowmik তাঁর বক্তৃতায় আমাদের সামনে গ্রাম অঞ্চলের একটি সুন্দর চিত্র তুলে ধরেছেন। অথচ আমরা দেখি rural areaতে অবস্থা বা চিত্র অন্য রকম। সেখানে হাজার হাজার মানুষ খেতে পায়না, বেকার, দিন মজুরী করে পরিশ্রম দিয়েও টাকা উপার্জ্জন করে খেতে পারে সে অবস্থাও তাদের নেই। অতএব বাজেটে যে অর্থ বরাদ্দ ধরা হয়েছে তাহা প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট বলতে পারিনা। গ্রাম অঞ্চলের যে চিত্র তিনি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন— তা প্রকৃত চিত্র নয় এসব মানুষের সামাজিক উন্নতি ও অর্থনৈতিক উন্নতি, তাদের জীবনের মান উন্নত করতে হলে আরও অর্থের বরাদ্দ দরকার। অবশ্য আমাদের Ruling Party যে চিত্র তুলে ধরেছেন তারা তা দেখে বুক চাপড়িয়ে বলতে পারেন ত্রিপুরার অবস্থা দিনের পর উন্নত হচ্ছে, মানুষের অর্থ-নৈতিক মান বা নৈতিক মান দিনের পর দিন উন্নততর হয়েছে। অথচ আমরা দেখি মানুষের অভাব অনটন দিনের পর দিন বাড়ছে। তাই বাজেটে এই demandএ যে অর্থ ধরা হয়েছে তা যথেষ্ট নয়; তা আরও বাড়ানো দরকার।

National Extension Service or Social Service, মানুষের নৈতিক মানকে উন্নত করবে। আর একটা উদাহরণ আমি এখানে রাখবার চেষ্টা করব। যে সমস্ত social service এর organiso আছে বা তাদের centre আছে তার মধ্যে একটি পুরাণ আগরতলাতে। গত মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে শিশু প্রদর্শনী হয়, তাতে তিনশত শিশু উপস্থিত হয়েছিল এবং শিশুদের সাথে তাদের অভিভাবকগণও সেখানে উপস্থিত ছিল। Block এর কর্ম্ম-কর্ত্তাদের নির্দ্দেশমতই তারা সেখানে দশটার সময় উপস্থিত হয়েছিল কিন্তু social organisor যে ভদ্রমহিলা যিনি সমস্ত

এলাকার মানুষকে সকাল দশটায় আসবার নিমন্ত্রণ করেছিলেন, চিঠিও দিয়েছিলেন। তিনি নিজেই সেখানে উপস্থিত ছিলেন বৈকাল ৩টার সময়। তারপর সেখানে শিশু প্রদর্শনী হয় এবং অনেক রাত্রে সে function শেষ হয়। এত সময় পর্য্যন্ত এই তিনশত শিশু সেখানে পড়ে থাকে, সেখানে তাদের কোন দুধের ব্যবস্থা, খাওয়ার ব্যবস্থা কিছুই ছিলনা। এইভাবে এই শিশুগুলি সারাদিন সেখানে পড়ে থাকে ; তারপর function শেষ হলে তাদের মা-বাপের সাথে এতদূরে যেতে হয়। সেই মালদাই বাজার, চম্পকনগর, জয়েন্দ্রজয়নগর হতেও এই শিশুরা এসে ছিল। বহুদূরের লোক সেখানে উপস্থিত ছিল। কিন্তু সমাজের উন্নয়ন, সমাজের নৈতিক মান উন্নত করতে হলে যাদের উপরে এইসব কাজের ভার দেওয়া হয়েছে, তাদের নৈতিক জ্ঞান পর্য্যন্ত নেই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে মন্ত্রী মণ্ডলীর কাছে আমি এই অনুরোধ রাখব জনসাধারণের নৈতিক মান উন্নত করার জন্য যেখানে এদের নিযুক্ত করা হয়েছে সেখানে তাদের যাতে নিজেদের নৈতিক জ্ঞানটুকু থাকে বা উপযুক্ততা থাকে সেইদিকে যেন লক্ষ্য রাখা হয়। এই বলেই আমি আমার বক্তৃতা এখানেই শেষ করছি।

Date—2/4/64

Time—11-38 A.M.

Mr. Speaker—I would now call on Shri Umesh Lal Singh,

শ্রীউমেশ লাল সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আজকে আমাদের সম্মুখে মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে Demand for grant for Community Development Projects, National Extension Service & Local Development Works পেশ করেছেন তাতে আমি মনে করি বাজেটে যে অর্থ বরাদ্দ দেখতে পাই, ২৫,৪৫০০০ টাকা রাখা হয়েছে তাহা যথেষ্ঠ। তাই আমি এ বাজেটকে সমর্থন করছি এবং বিরোধীপক্ষ আনীত motion for reduction of grants এর বিরোধিতা করছি। এই বাজেটের সমালোচনা করতে গিয়ে সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা দেখতে পাই কোন অংশই ত্রিপুরা Community Development থেকে বাদ পড়েনি। ত্রিপুরার সাড়ে এগার লক্ষ লোকের উন্নয়নের যে সমস্যা সেই কাজটা কিছু একটা নগন্য কাজ নয়। Community Block আমরা করেছি এবং আরও করার প্রস্তাব আছে। এই সমস্ত Block এর মাধ্যমে যে তিনটী বিষয়ে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে তা হল Co-operative, Education এবং গ্রাম পঞ্চায়েত। এই তিনটি বিষয়ের মাধ্যমে গ্রামের লোক বিশেষভাবে উন্নতি লাভ করতে পারে। তার দিকে লক্ষ্য রেখে Community Project এর বিভিন্ন রকমের কাজ আমরা রেখেছি। ভারতবর্ষের মধ্যে বিভিন্ন রকমের অঞ্চল আছে। মরুভূমি অঞ্চলের ভূমি এক রকম, পার্ব্বত্য অঞ্চলের ভূমি অন্য রকম। আমাদের ত্রিপুরা Hilly অঞ্চল এবং সেই হিসাবে আমাদের এখানকার কাজ শুরু হয়েছে। সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্যকে কয়েকটি বিভাগে ভাগ করে সেই অনুসারে কাজ আরম্ভ করা হয়েছে। এ রকম চারটি বিভাগে কাজ শুরু হয়েছে। আরও একটা অতিরিক্ত বিভাগে কাজ আরম্ভের ব্যবস্থা বাজেটে রাখা হয়েছে।

জনসাধারণের স্বাস্থ্যের উন্নতির দিকেও আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে এবং তার জন্য Primary Health Centre, Dispensary প্রভৃতি করা হয়েছে এবং Health visitor ও ডাক্তার রাখার ব্যবস্থা

করা হয়েছে। শিক্ষার দিক দিয়েও আমরা দেখতে পাই সমাজ উন্নয়ন বিভাগের মারফতে বালোয়ারী শিক্ষার ব্যবস্থা, সমাজ শিক্ষার ব্যবস্থা এইগুলি রাখা হয়েছে। আর একদিকে কৃষির উন্নতির জন্য আমাদের বিভিন্ন রকমের পন্থা অবলম্বন করতে হয়েছে। কৃষির উন্নতির জন্য কৃষকরা যাতে উন্নত ধরণের বীজ পেতে পারে Social worker, গ্রামসেবক বা গ্রাম সেবিকাদের তার জন্যই সেখানে রাখা হয়েছে।

আমাদের এখানে জলের ব্যবস্থাও করা হয়েছে এবং এজন্য tubewell, ringwell, irrigation এর ব্যবস্থা এখানে করা হয়েছে। গ্রামবাসীদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা যা'তে উন্নত হতে পারে সেই জন্য Community Project এর মারফত এসব ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। বিভিন্ন রকমের গ্রামীন জীবন-যাত্রার মধ্যে গ্রামবাসীদের অর্থ-নৈতিক উন্নয়নের ব্যবস্থা যাতে হতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

তারপর চামড়া যাতে ভাল রকম আমাদের কাজে লাগানো যায় এবং সার ইত্যাদি যাতে উৎপাদন করা যায় এ সমস্ত কাজের জন্য ব্যবস্থা আছে। কিন্তু গ্রামবাসীগণ যাতে উন্নতি লাভ করতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখা এবং সাহায্য করা আমাদের নেতাদেরও কর্ত্তব্য এবং তাদের সাংসারিক জীবন যাতে উন্নত হতে পারে সেজন্য তাদের উৎসাহিত করারও প্রয়োজন। সাধারণতঃ আমরা দেখি যে মাটি কাটার ব্যবস্থা ইত্যাদি সেখানে রয়েছে। কিন্তু সবকিছুতে চাই নিজেদের উন্নতির জন্য সকলকে সচেষ্ট হওয়া। এক সরকার শুধু করেই যাবে, আর যাদের জন্য করবে তাদের কোন মাথাব্যথা থাকবেনা, সহযোগিতা থাক্‌বেনা, এটা হতে পারেনা। গ্রামবাসীরা সরকারের এবং সরকারও গ্রামবাসীদের। তবে মানুষ যদি হাতাহাতি করে, মিলেমিশে কাজ করতে না পারে তা'হলে সরকারও সেখানে অকেজো হয়ে পড়ে। যে সমস্ত জায়গায় Block office রয়েছে সেখানে ঘর রয়েছে, বাড়ী রয়েছে। সেগুলি শুধু officeএর symbol। সেখানে কোন রাজপ্রাসাদ তৈরী হয়নি। যারা সেখানে কাজ করেছে তারাই টাকা পয়সা পেয়েছে। যারা কাজ করেনি তারা টাকা পয়সা পায়নি। তবে এটাও দেখতে হবে যে কর্ম্মচারীদের যদি কাজ করবার ব্যবস্থা না থাকে তা'হলে তারা সেখানে কাজ করতে পারেনা। কাজেই এটা একটা অপব্যয় হ'তে পারেনা। সুতরাং জনসাধারণের সঙ্গে যদি প্রত্যক্ষ সংযোগ না থাকে তা'হলে ধর্মনগর থেকে যিনি এসেছেন, তিনি অসুবিধা ভোগ করবেন। সুতরাং তাকে কাজ করতে হলে তাকে কাজ করবার সুবিধা দিতে হবে এবং জনসাধারণের সংগে মিশিবার সুবিধা দিতে হবে। আমরা অমাবশ্যার পরে চাঁদকে দেখি। কিন্তু তাতে তেমন তেমন জ্যোৎস্না হয় না। কিন্তু ২য়া ও ৩য়ার চাঁদে আরো বেশী আলো দেখতে পাই। এইরকমভাবে Community Development Projectএ যে সমস্ত ঘরের দরকার হয়েছে আমাদের কাজের জন্য, শুধু সেগুলিই করা হয়েছে। একদিন আমাদের সমাজের উন্নয়নের জন্য এগুলি কাজ করে যাবে। কাজেই অর্থের অপচয় হয়েছে এটা আমরা বলতে পারিনা। কাজেই আমাদের যে কাঠামো রয়েছে সেটা তাদের বক্তব্যের বিপরীত। প্রতি বৎসরই কাজ চালিয়ে যাচ্ছে আমাদের এই blockগুলি। আমরা আস্তে আস্তে দেখতে পাই যে blockগুলি stage by stage উন্নত হয়ে যায় এবং যখন দরকার হবে তখন আমাদের সরকারী অফিসের সংগে

মিশে যাবে। সেই অবস্থাটা অবশ্য আমাদের একটু দূরে আছে বটে, কারণ আমাদের দেশের সমস্ত লোক আজও সচেতন হয়ে উঠেনি। কাজেই এই ২৫,৪৫,০০০ হাজার টাকার ব্যয় বরাদ্দকে আমি সমর্থন জানাচ্ছি এবং এটা উপযুক্ত হয়েছে।

Mr. Speaker—I would now call on Shri Dinesh Deb Barma.

শ্রীদীনেশ দেববর্ম্মা :—

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এখানে Demand No. 2-এ Community Development Project, National Extension Service & Local Development Works সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে এই বাজেটের সমর্থনে এখানে অনেক আলোচনা হয়েছে। অবশ্য আমি এটা অস্বীকার করি না যে অনেক কিছু সরকার করেছেন। আজ দেশের উন্নয়নমূলক, জাতির উন্নয়নমূলক, সমাজের উন্নয়নমূলক কাজ করা আমাদের একান্ত প্রয়োজন। তারজন্য দেশের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মত বড় বড় পরিকল্পনা একটা, দুইটা, তিনটা শেষ হ'তে চলেছে। Block Office করা হয়েছে, Rural Water Supply-র ব্যবস্থা করা হয়েছে, Interior-এ রাস্তাঘাট ইত্যাদি হয়েছে। কিন্তু উন্নতি কতটুকু হয়েছে? আজকে Tube-well, Ring-well, রাস্তা প্রভৃতির কথা যদি আপনারা একটু তলিয়ে দেখেন তাহলে নিশ্চয়ই সে সম্বন্ধে আপনাদের অন্যরকম ধারণা হবে। আমি যখন গত আঞ্চলিক পরিষদের অধিবেশনে দাবী করেছিলাম যে এই Tube-well, Ring-well remove করা দরকার এবং অমুক গ্রাম থেকে অমুক গ্রামে transfer করা দরকার তখন অনেক Member আমার বক্তব্য শুনে হেসেছিলেন। আজ যদি এই Tube-well গুলি অকেজো থাকে তা'হলে আমি কি বলতে পারি না "এগুলি কি চেহারা দেখাবার জন্য আছে?" অমরপুরে যে Development Office করা হয়েছে, সেখানে বিস্তীর্ণ জমির মধ্যে তারকাটা লাগিয়ে বিরাট বিরাট Post বসান হয়েছে। কিন্তু যেখানে এই সমস্ত করা হয়েছে সেই তারকাটার ভিতরে আড়াই কানি, তিন কানি জমি ধান হওয়ার মত জায়গায় "দল" সৃষ্টি হয়ে আছে। এটা সরানোর কি পরিকল্পনা হয়েছে জানি না। কারণ মাঘ মাসেও যেখানে উরু পর্য্যন্ত দল থাকে সেখানে আর কি পরিকল্পনা করা যেতে পারে। প্রথমে Development Deptt. করা হয়। তারপর তার under-এ একটি করে Block Development Committee করা হয় বিভিন্ন গ্রামের মাতব্বরদের নিয়ে। কিন্তু তারা করে কি? দুইমাসে একবার meeting এ বসে কিছু হাসাহাসি করে চলে আসে। সেখানে কোন suggestion দেওয়ার কোন প্রয়োজন থাকে না। কারণ B. D. O. সাহেব এমন একটি proforma তৈরী করে আনেন যে সেখানে আর কোন প্রস্তাব, Test Relief প্রভৃতির প্রস্তাব ঢুকাবার মত কোন উপায় থাকে না? কাজেই আজ যদি কেউ কোন পরিকল্পনা নিয়ে উপস্থিত হয়, তা'হলে B. D. O. সাহেব বলেন V.L.W-র কাছে যাও। সমস্ত scrutiny করে V.L.W-রা। কাজেই আমার প্রশ্ন হচ্ছে, এইখানে লক্ষ লক্ষ টাকা ত্রিপুরার জন্য খরচ করা হচ্ছে এবং এবারেও ২৫,৪৫,০০০৲ হাজার টাকার পরিকল্পনা করা হয়েছে। আমি বলতে পারি পানিসাগর Block এলাকায় হালাম গ্রাম আছে। সেই গ্রামের দিকে তাকালেই আমরা Block-এর কাজকর্ম্মের অবস্থা বুঝতে পারি। জিরানিয়া এলাকায় Block Development-এর ঘর উঠেছে, সেলেমা এলাকায় Block Development-এর Office ঘর উঠেছে। কিন্তু সেই গ্রামগুলির দিকে যদি তাকান তা'হলে

খুব বেশী আশান্বিত হওয়ার কোন কারণ নাই। সেখানে public যদি কোন উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা নিয়ে যায় তা'হলে সেটা গ্রহন করা হয় না। আমি এই বাজেটে দাবী সম্বন্ধে বলছি যে হরিদাস চৌধুরী পাড়া আর কুলাইর High School-এর মাঠের পেছনে একটি Ring-well আছে, সেখানে লক্ষ্য করলেই বুঝা যাবে সেলেমা Block কি করছে। এইভাবে আজ National Extension-এর ব্যাপারে কালি লেপন করছে, তা'হলে তাকে জিজ্ঞাসা করুন Government-এর অর্থ তোমরা কেন অপচয় করছ? আপনারা যদি ঢাকঢোল বাজিয়ে বলেন যে ত্রিপুরা রাজ্যে অনেক উন্নতি হয়েছে, তা'হলে আমার কিছু বলবার নেই। আজকে Block-এর কর্ত্তব্য public-কে co-operation করা, সামাজিক দিক দিয়ে, অর্থনৈতিক দিক দিয়ে। কিন্তু আপনারা লক্ষ্য করে দেখুন Block Development Deptt.-এর মাধ্যমে যে সকল কাজ করা হয় তার অর্দ্ধেক হছে public contribution. সে রাস্তার কথাই বলুন, নালার কথাই বলুন, 50% public contribution. Public তাই চায়। কিন্তু public-এর demand অনুসারে তা পাওয়া যাচ্ছে কিনা তা দয়া করে এই Development Committee গুলিতে দেখুন। যেখানে জল নিষ্কাশনের প্রয়োজন সেখানে B. D. O-র উপর এমনভাবে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে যে তিনি ২০০০৲ বা ৩০০০৲ টাকার বেশী খরচ করতে পারেন না। একটা বাঁধ দিতে হলে যদি বেশী টাকার প্রয়োজন হয় তাহ'লে তারা তা করেন না। কাজেই যে উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা শুধু এই বড় বড় টাকার হিসাব করি, বড় বড় Officer নিয়ে বড় বড় Establishment নিয়ে আজকে সেইভাবে সমাজ উন্নয়ন করা যায় না। আমি দাবী করি, request করি concerning Ministerকে যে এই Block Development গঠন করার পরিবর্ত্তে আমাদের কাজ হবে এমন কিছু করা যাতে ত্রিপুরার উৎপাদন বৃদ্ধি হয়। আজকে আমাদের আর্থিক অবস্থার পরিবর্ত্তন হচ্ছে কিনা এটা নির্ভর করবে যে Block Development Committee গ্রামের মধ্যে আছে তারা public-এর কতটুকু কাজ করেছে এবং public-এর কোন উন্নতি করতে পেরেছে কিনা এবং তাদের উন্নতি করতে পারার কোন সুবিধা আছে কিনা তার উপর। যদি তা না হ'য়ে থাকে তা'হলে এটা পাল্টিয়ে দেওয়া দরকার। শুধু অর্থনৈতিক মানদণ্ড দিয়ে তা পাল্টিয়ে দিবেন না। এই হচ্ছে আমার অনুরোধ। এই বলেই আমি আমাদের Cut Motion-এর সমর্থনে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :—I would now call on Shri Gopesh Ranjan Deb.

শ্রীগোপেশ রঞ্জন দেব :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে মাননীয় অর্থমন্ত্রী Demand No. 21-Community Development Projects, National Extension Service & Local Development Works-এর যে Demand House-এর সামনে রেখেছেন তাতে তিনি ২৫,৪৫,০০০৲ হাজার টাকা দাবী করেছেন। আমি তা সমর্থন করি এবং মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যের কাছ থেকে যে Cut Motion এসেছে তার বিরোধীতা করি। ১৯৫৫-৫৬ সালের ভিতরে ৩টি Block হয়েছিল এবং তারপরে stage by stage Multipurpose Block ইত্যাদি নিয়ে ৩৫টি Block হয়েছে। তার কথা মাননীয় Dy. Minister বলে গেছেন এবং তার মাধ্যমে কি কি কাজ হচ্ছে

তিনি তা বলে গেছেন।

ত্রিপুরাতে সর্ব্বপ্রথম ১৯৫৬ সালে ৩টি Block স্থাপন করা হয়েছিল এবং তারপর ১ম ও ২য় stage-এ Pilot Project ইত্যাদি scheme যে ১৫।১৬টি Block আছে তার সম্বন্ধে Dy Minister যা যা বলে গেছেন তা আমরা জেনেছি, তাঁর মারফত কি কাজ হচ্ছে সেটার ফিরিস্তি তিনি দিয়েছেন। মাননীয় সদস্য বলেছেন যে, Deputy Minister নাকি বলেছেন, এই scheme দ্বারা আমাদের সব উন্নতি হয়ে গেছে, উন্নতি চরমে পৌঁছেছে এবং এখানেই শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু আমি যতটুকু জানি আমাদের যে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে তার দ্বারা সব হয়ে যাবে বা হয়ে গেছে একথা তিনি বলেননি। Block কি কাজ করে যাচ্ছে একটু তলিয়ে যদি আমরা দেখি—তা'হলে দেখতে পাব যে, যেদিন থেকে Block হয়েছে সেইদিন থেকে আমরা বলতে পেরেছি, কি আমাদের প্রয়োজন, কিসের আমাদের অভাব এবং এ করে আমাদের অভাব মিটবে। এটাই হচ্ছে, আমি মনে করি Block-এ first & foremost achievement. আমরা জানতাম, কোনদিন ত্রিপুরার আদিবাসী ভাইয়েরা কোন ডাক্তারের কাছে চিকিৎসার জন্য যেতেন না, শিক্ষার প্রয়োজন ছিল বলে মনে করতেন না। কিন্তু আজ দেখতে পাই স্কুলে ছাত্রছাত্রীর জায়গা হচ্ছেনা। আমাদের এখন যা Block আছে তার দ্বারা সম্পূর্ণ demand fulfil করা সম্ভব নয়। আর একটি কথা বলা হয়েছে B.D.Oরা সর্ব্বেসর্ব্বা। তাঁদের দালান, মোটর, থাকার সুবন্দোবস্ত দেখে তাদের গা জ্বালা। কিন্তু তাঁদের থাকার জন্য আমাদের সুবন্দোবস্ত করতে হবে, expenditure করতে হবে, বড় করে, ভাল করে করলে পরে সরকারেরই লাভ। কারণ এটা করা হয় recurring expenditure কমানোর জন্য। বছর বছর যাতে repairing খরচ না লাগে সে উদ্দেশ্যে সেটা করা হয়। তা দেখে যদি তাদের গা জ্বালা হয় তা'হলে আমার বলার কিছুই নেই। B. D. O. কোন কাজ করে না, নিজের খেয়াল-খুশীমত চলেন একথা সকলের পক্ষেই এক বলে আমি বিশ্বাস করি না। আমি জানি যে সমস্ত Block-এর কার্য্যসূচী যে Committee-র দ্বারা পরিচালিত হয় সেই Committeeগুলো from all corners থেকে সরকারী, বেসরকারী লোক নিয়েই গঠিত হয় এবং তার Chairman non-official man-ই থাকেন। B. D. O-র দ্বারা যদি আমরা কাজ করাতে না পারি সেটা আমাদের inefficiency. কোন কোন জায়গায় tube-well ভেঙ্গে গিয়েছে একথা সত্য; কিন্তু সব ring-well, tube-well-ই অকেজো, জল নেই একথা আমি বিশ্বাস করিনা।

(INTERRUPTION)

Mr. Speaker—I would request Hon'ble Members not to disturb while another member is speaking.

শ্রীগোপেশ রঞ্জন দেব :—কোন কোন জায়গায় tube-well নষ্ট হওয়ার মূলে জনসাধারণেরও হাত আছে। মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করব শুধুমাত্র B. D. O-কে সর্ব্বকাজে দোষারূপ না করে, জনসাধারণকে যাতে কর্ত্তব্য সম্পর্কে, দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করা যায় তার চেষ্টা যেন করেন। অজ্ঞ জনসাধারণ অনেক সময় ইচ্ছে করে ring-well-এর ভিতর নোংরা জিনিষপত্র নিক্ষেপ করেন এবং

অনেক সমাজদ্রোহী ব্যক্তিরা tube-well-এর parts খুলে নিয়ে যায়। আমি এই বিষয়ে যাতে concerning Deptt. তদন্ত করেন তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আর একটা কথা বলা হয়েছে $50_0/^0$ public contribution-এ কাজ করানো হয়। কিন্তু একথাটা ঠিক নয়, কোন কোন ক্ষেত্রে $12\frac{1}{2}^0/_0$ কাজ হয়ে থাকে। এটাতে সরকারের উদ্দেশ্য হচ্ছে জনসাধারণকে কাজের অংশ গ্রহণ করানো, তাদের মনে দায়িত্ববোধ জাগানো এবং এই উদ্দেশ্য নিয়েই এটা করা হয়। আর একটা কথা হচ্ছে ত্রিপুরার অর্থনৈতিক মান উন্নয়ন হচ্ছে কিনা তার হিসাব চেয়েছেন। সেইদিক দিয়ে বলব ত্রিপুরার অর্থনৈতিক মান বেড়েছে, খাদ্য বেড়েছে। কিন্তু মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা বুঝতে পারেন না ; তার কারণ নৈসর্গিক দুর্যোগ এবং ক্রমাগত পাকিস্তান আগত refugeeদের চাপে সেটা বুঝা যাচ্ছে না। হয়ত ত্রিপুরা surplus area হত এবং কত surplus হত তা বুঝা যেত। সেটা একটু তলিয়ে দেখলে দেখবেন যে আজ ত্রিপুরায় ৪ লক্ষ লোকের জায়গায় ১৫ লক্ষ হয়ে গেছে। তবু খেয়ে-বেঁচে আছে, তথাপি খাদ্যবৃদ্ধি হয়নি একথা বলা ঠিক নয়। যদিও বাইরে থেকে আমাদের খাদ্য আমদানী করতে হয় তা'হলেও আগের চেয়ে খাদ্যের পরিমাণ বেড়েছে একথা আমি বলব। B. D. O., Social Worker প্রভৃতির কাছ থেকে কাজ পাওয়া যায় না। তারজন্য বাজেটে বেশী টাকা রাখা হ'লে বেশী কাজ পাওয়া যাবে এটা ঠিক নয়। বেশী কাজ পেতে হলে জনসাধারণকে সচেতন করতে হবে যাতে technician যারা আছেন, B. D. O , Extension Officer আছেন তাঁরা আমাদের যে উপদেশ দেবেন সেমতে যাতে কাজ করা হয়। কেউ কেউ প্রথমে loan পাওয়ার আশায় এখানে আসেন কিন্তু পরে এসবের দিকে খেয়াল করেন না। Technicianদের উপদেশ মত ফসল উৎপাদন করা, জমিতে চাষ দেওয়া, জমি নিড়ানো প্রভৃতি করে না। যদি তারা Technicianদের সহিত সহযোগিতার সঙ্গে কাজ করতেন বা করেন তা'হলে আমরা অধিক উপকৃত হব বলেই মনে করি। আমাদের কর্তব্য হবে জনসাধারণকে এসব বিষয়ে সচেতন করা। Normal Deptt.-এর under-এ কতকগুলো কাজ রয়েছে, Block-এ বড় বড় কাজ করার ক্ষমতা নেই এটা সত্য ; যদি বড় বড় কাজ করতে হয় সেটা quota অনুসারে প্রয়োজনমত পরিকল্পনা নিয়ে Normal Deptt.-এ পাঠালে সেটা করা হয়। বাজেটে কত টাকা রেখেছিলাম, অথচ জনসাধারণ Block-এর কর্মপদ্ধতির সঙ্গে সহযোগিতা করবে না তাহলে উন্নতি হবে না। কাজেই এই Cut Motion stand করতে পারে না। এই বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :—I would now call on Shri Atiqul Islam.

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, Community Development সম্পর্কে অনেক আলোচনা হয়ে গেছে, অনেক কথা আমরা এখানে শুনেছি। আমরা সমস্ত development work করি, কৃষকদের উন্নতির জন্য এবং তাদের নাম করে অনেক scheme করেছি, N. E. Service Block, Development Block, বহুবিধ development scheme করেছি এবং অনেক Officer ও Staff নিযুক্ত করেছি। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে যদি দেখি, দেখতে পাব প্রকৃতপক্ষে তাদের কোন function নেই। অনেক সময় দেখা যায় স্কুলগুলিতে ছাত্র হয় না, প্রকৃতপক্ষে মাষ্টারদের কোন function থাকে না। আপনারা বলতে পারেন কৃষকেরা আসে না, তা আমরা কি করতে পারি। কিন্তু এখানে চিন্তা করতে হবে সারাদিন খেটে-খুটে তারা আবার পড়তে পারবে কিনা। Scheme

সেখানে কতখানি কার্য্যকরী হবে সেটা বিবেচনা করা হয় না। Block Development করে সেখানে Club ঘর করা হয়েছে, সেখানে কোন লোক যায় না। সেটা খোঁজ নেই; সেখানে এখন গরু-ছাগল চরে বেড়ায়, এগুলো গ্রামের কৃষকদের উপকারে আসে না। এইসব scheme-এ শুধুমাত্র উপকার হচ্ছে এই যে কতকগুলো কর্ম্মচারী নিয়োগ করা যাচ্ছে, কিন্তু যাদের জন্য এই সমস্ত scheme করা হচ্ছে তাদের কোন কাজে আসে না। কাজেই এই scheme করে তারজন্য যে খরচ করা হচ্ছে সেগুলোকে অপচয় ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না। এ সমস্ত scheme কার্য্যকরী হচ্ছে কিনা তার যদি খবরাখবর না রাখা হয় তা হলে এই সমস্ত scheme-এর সার্থকতা কোথায়? কৃষকদের ফসল উৎপাদনের জন্য seeds দেওয়া হয়; কিন্তু সেই সমস্ত seeds সমস্ত কৃষক পায় না, তারা কেবল অফিসে ঘোরাফেরা করে চলে আসে। কেউ পায়, কেউ পায় না। এই সমস্ত দুর্নীতি চলতে থাকলে এই সমস্ত scheme-এর কি প্রয়োজন, তার সার্থকতা আমি খোঁজে পাই না। কাজেই সবটা schemeকে পুনর্বিবেচনা করা সঙ্গত বলে আমি মনে করি।

এই সমস্ত অব্যবস্থা যদি থাকে তাহা হলে আমাদের V. L. W. রাখা বা এইসব scheme রাখার কোন প্রয়োজন বা সার্থকতা নেই। আমি মাননীয় অধ্যক্ষের মারফত এই অনুরোধ করব জনসাধারণের প্রতি সরকারের যা কর্ত্তব্য বা দায়িত্ব সেটা যেন ঠিকভাবে রক্ষা করা হয়। আর যেখানে এই scheme-গুলি successful হয় নাই survey করে বা assessment report নিয়ে সেগুলোর বিধি-ব্যবস্থা করা দরকার। এই schemeগুলিতে আমরা payment করব অথচ জনসাধারণের উন্নতির দিকে সেগুলো কার্য্যকরী হবে না।

Mr. Speaker :—I would now call on Shri Nishikanta Sarkar.

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী বাজেটে যে Demand House-এ পেশ করেছেন আমি তার সমর্থন করছি এবং বিরোধী পক্ষের যে Cut Motion আছে সেটার বিরোধীতা করছি। Block Development Work এবং অন্যান্য development work-এর যে demand আছে তার সমালোচনা করতে গিয়ে বিরোধী পক্ষ বলেছেন এইসব scheme-এর কোন সার্থকতা নেই।

তাদের সেই কথাগুলো যে যুক্তিহীন তাই আমি বলতে চেষ্টা করব। আমাদের যে Block আছে, Block কি কি কাজ করছে কৃষকদের উন্নতির জন্যে, দেশবাসীর সুখ-সুবিধার জন্যে তার কোন খবর বিরোধী পক্ষের সদস্যরা রাখেন না। তারপর গ্রামসেবক সম্বন্ধে, night school সম্বন্ধে বিরোধী পক্ষের নেতা যে আলোচনা করেছেন এবং দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন যে গ্রামের বয়স্ক লোকদের শিক্ষার জন্য যে night school রাখা হয়েছে গ্রামবাসীরা তাতে যান না। যে night school করা হয়েছে তাতে ছাত্র বা বয়স্ক লোক যে যান না তা নয়; কোন কোন এলাকায় হয়ত যেতে না পারে, তারও বিশেষ কারণ আছে এবং সেটা হল আমাদের দেশে একজাতীয় লোক আছে তারা গ্রামবাসীদের মধ্যে প্রকাশ করে বেড়ায় "বুড়ো বয়সে লেখাপড়া শিখে কি করবে, বুড়ো তো হয়ে গেলে।" তারপর বিরোধী পক্ষ বলেছেন রাস্তা হয়নি। রাস্তা সম্বন্ধে বলতে গেলে আমাকে বলতে হয় যে বিভিন্ন জায়গায় রাস্তা হয়েছে। রাস্তা করতে গেলেও দেখা যায় আমাদের দেশের ঐ শ্রেণীর লোকেরা গ্রামবাসীদের মধ্যে প্রচার করে বেড়ায় "রাস্তা করতে দিস্‌না, রাস্তা হয়ে গেলে তোদের ধান

নিয়ে যাবে, পুলিস আসবে, দারোগা আসবে, তোদের অসুবিধার সৃষ্টি হবে। এখন সেখানে সার্ভে হচ্ছে, ম্যাপ হচ্ছে এবং গ্রামবাসীরা রাস্তা করার জন্য জায়গা দিয়েছে ফলে, সেখানে রাস্তাও হয়েছে। আমি এই কথা প্রমাণ করতে পারব। আবার বলছে বিভিন্ন জায়গায় বাঁধ দেওয়া হচ্ছে না। কিন্তু আমি বলব বাঁধ দেওয়ার ব্যবস্থা আমরা করেছি এবং ফলে যেখানে একফসল-দুইফসল-এর বেশী হত না সেই সমস্ত জায়গায় বর্ত্তমানে তিন ফসল পর্য্যন্ত হচ্ছে। সরকার থেকে টাকা দিয়ে বাঁধ দেওয়া হচ্ছে এমন একটি জায়গার কথা আমি বলব সেটা হচ্ছে রাইমাবাড়ী, সেখানে বাঁধ দেওয়া হয়েছিল। কিছুদিন পরে যখন সেই বাঁধ ভেঙ্গে গেল তখন সেখানকার লোককে ডাকা হল সেই বাঁধ বাঁধতে যাওয়ার জন্য। তখন ৩।৪ জন লোক এসে বললো যে তারা স্বপ্নে দেখেছে এই এলাকায় যদি বাঁধ দেওয়া হয় তবে এই অঞ্চলের লোকের ভাল হবে না। সেখানকার ব্লক অফিসার আমাকে যখন এই কথা বললো তখন আমি বুঝতে পারলাম যে এদের ভূতে পেয়েছে, ওঝা আনতে হবে। তখন আমি মিঃ চৌধরী সহ সেখানে যাই। তখন আমার সঙ্গে সার্কেল অফিসারও ছিলেন। সার্কেল অফিসার সহ আমি সেখানে গেলে সেই প্রসঙ্গ উঠে। ঐ সময় সেখানে একজন আগুনে পোড়া যায়। তখন তারা ভাবে যে, সেই স্বপ্ন ঠিকই হয়েছে। ভূতে তাদেরকে ঠিক পেয়ে বসেছে। আমি তখন নিজে সেখানে যাই সঙ্গে ২০।৩০ জন লোক নিয়ে এবং বাঁধ বাঁধতে সুরু করি, সেই বাঁধ তখন ঠিক করা হয়। ফলে আজ সেখানে ১০ দ্রোনের উপর জমিতে ফসল হচ্ছে। এই যে ভূত, ইহা নানা রকমে গ্রামবাসীদের মধ্যে বিভিন্ন অসুবিধার সৃষ্টি করে। তাছাড়া বিভিন্ন এলাকাগুলো বিভিন্ন ব্লকের মধ্যে নেওয়া হয়েছে এবং সেই সব এলাকাতে টিউবওয়েল দেওয়া হয়েছে। মাননীয় সদস্য বলেছেন যে, সেগুলো খারাপ। আমি বলি টিউবওয়েলগুলো কি খারাপ হয় না ? খারাপ হলে সেগুলো নিশ্চয় মেরামত করতে হবে। টিউবওয়েলের মধ্যে যেসব যন্ত্রপাতি আছে, যেমন ওয়াসার আছে তা খারাপ হতে পারে। তখন তা মেরামত করা হয়। তবে আমাদের টেকনিশিয়ান খুব বেশী নেই বলে খুব তাড়াতাড়ি হয়ত তা মেরামত করা সম্ভব হয় না। কারণ তাদের ১০।১২ মাইল হেঁটে গিয়ে এসব মেরামতের কাজ করতে হয়। তাছাড়া খবরটাও ঠিক সময় পৌঁছা চাই। তারপর তো মেরামত করা হবে। হ্যাঁ, ভূতের দাওয়াই তো নিশ্চয় আছে। তারপর পুষ্করিণী করার জন্য টাকা দিয়ে থাকি। এক এক জায়গায় ২২ শত থেকে ১৮ শত টাকা দেওয়া হয়। কিন্তু গ্রামবাসীরা কোন কোন এলাকায় পুষ্করিণী করতে চায় না। তারা জায়গা দিতে চায় না। তারা বলে গ্রামের সব লোক জল খাবে আর আমি জায়গা দিব কেন ? তারপর ভি, এল, ডব্লিও'র কথা। ত্রিপুরার গ্রামগুলো এক এক জায়গায় বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত। সেখানে তাদের থাকার জন্য কোন ব্যবস্থা নেই। এতগুলো গ্রাম সব সময় ঘুরে দেখা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। মাননীয় অধ্যক্ষের মারফত আমি মন্ত্রীমণ্ডলীকে অনুরোধ করব যেন তাদের জন্য কোয়ার্টারের ব্যবস্থা করা হয়। তাদের কাছে অনেক যন্ত্রপাতি থাকে। এই যন্ত্রপাতিগুলো নিয়ে তাদের অন্য লোকের বাড়ীঘরে থাকতে হয়। অথচ এই যন্ত্রপাতিগুলোর জন্য তাদের দায়িত্ব আছে। এজন্য আমি বলব যে, এই গ্রামসেবকদের জন্য যেন কোয়ার্টারের ব্যবস্থা করা হয়। আবার বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্য বলেছেন যে, বি, ডি, ও'দের বাড়ী হচ্ছে, গাড়ী হচ্ছে। এই বাড়ী-গাড়ী যা হচ্ছে তা বি, ডি, ও'দের নয়, এগুলো অফিসের। তা অফিস যদি না হয় তবে বি, ডি, ও'রা কাজ করবে কি করে। কাজ করতে হলে

অফিসের তো দরকার। তাঁরা একবার বলবেন বাড়ী হচ্ছে, গাড়ী হচ্ছে আবার বলবেন তহশীলদার-দের জন্য বাড়ী হচ্ছে না, বি, ডি, ও'দের জন্য হয় কেন? তাঁরা যে কি বলতে চান বোঝা যাচ্ছে না। এর একটা যুক্তি থাকা চাই। একবার বলবেন তহশীলদারদের অফিস হল বা, বাড়ী হল না, আবার বলবেন বি, ডি, ও'দের জন্য বাড়ী হচ্ছে, গাড়ী হচ্ছে। বাড়ী না হলে তাঁরা থাকবে কোথায়? ব্লকের মাধ্যমে কৃষির দিক দিয়ে কোন উন্নতি হচ্ছে না, বীজধান দেওয়া হয় না এবং দেওয়া হলেও তা খুব দেরিতে দেওয়া হয় তাঁরা এসব বলছেন। কিন্তু আমি দেখছি কৃষির উন্নতির জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করা হচ্ছে এবং বীজধান প্রতি বৎসরই দেওয়া হচ্ছে। তবে এই বৎসর বোরো ধানের বীজ দিতে দেরী হয়েছে। এই বীজ ধানটা তো আমাদের দেশে নেই, বিদেশ থেকে আনতে হয়েছে। তাছাড়া বীজধান আমরা সর্ব্বদাই সময়মত দিয়ে থাকি। তাছাড়া কৃষিঋণ দেওয়া হয়ে থাকে। তাঁরা বলছেন, কৃষিঋণ দেওয়া হচ্ছে না। তবে যে ব্যক্তি কৃষিঋণ নিয়ে আর ফেরৎ দেয়নি তাকে আর টাকা দেওয়া হয় না। তারপর জমি আবাদের জন্য টাকা দেওয়া হয়ে থাকে। যারা গরীব, জমি আবাদ করতে পারে না তাদেরকে শতকরা ৩০।৪০ ভাগ পর্য্যন্ত টাকা সরকার থেকে দেওয়া হয়ে থাকে। এভাবে বিভিন্ন রকমে আমরা ব্লকের মাধ্যমে কাজ পাচ্ছি। মাননীয় সদস্য বলেছেন, গ্রামের লোকদের নিয়ে যে ব্লক ডেভলাপমেন্ট কমিটি করা হয়েছে তার সেক্রেটারী করা হয়েছে বি, ডি, ও'কে। তাতে ক্ষতি কি? গ্রামের লোকেরা যে পরামর্শ দেন বি, ডি, ও, সেটা গ্রহণ করেন এবং গ্রামবাসীর উপর বি, ডি, ও'র কোন হাত থাকে না। আর কৃষির ব্যাপারে সেখানে কৃষি বিভাগের লোক থাকে, কো-অপারেটিভের লোক থাকে, টেক্নিক্যাল লোক থাকে, তারা যেভাবে পরামর্শ দেন সেভাবে ব্লক ডেভলাপমেন্টের কাজ হয়ে থাকে। আবার ব্লক থেকে কৃষকদের কৃষি করবার যন্ত্রপাতি অর্দ্ধেক মূল্যে দেওয়া হয়ে থাকে। ২৫৲ টাকার যে যন্ত্রপাতি তা সাড়ে বার টাকায় দেওয়া হয়ে থাকে। তারপর মাননীয় সদস্য বলেছেন, জলাইয়াতে যে রাস্তার কাজ করা হচ্ছে সেখানে শ্রমিকদের টাকা দেওয়া হয় না। সরকার যে রাস্তা করেন তাতে যারা কাজ করে তারা যে টাকা পায় না একথা আমি স্বীকার করি না। টাকা পেতে হয়তো দেরী হতে পারে। আর যদি টাকা না পাওয়া গিয়ে থাকে এমন কোন ঘটনা মাননীয় সদস্যের জানা থাকে, তবে সেটা সরকারের নজরে আনা উচিত ছিল। Block Officer সম্বন্ধে মাননীয় সদস্য যে টাকা খরচের কথা কম-বেশী বলেছেন সে সম্বন্ধে আমি বলব যে, Tribal Welfare-এর যে বড় বড় কাজ হয় সেটা প্রথমে B. D. O-র মাধ্যমে proposal আসে এবং তাঁর মাধ্যমেই খরচ হয়। কাজেই আমি আর বিশেষ কিছু বলতে চাই না। বিরোধী দলের নেতা যে অভিযোগ এনেছেন তাতে তিনি বলেছেন যে, ক্লাব ঘরে গরু-ছাগল আসে। ক্লাব ঘরে নানারকম জিনিষ দেওয়া হয় এবং সেখানে নানা প্রকৃতির লোকজন আসে। এমন অবস্থায় ক্লাব ঘরের দরজা খোলা থাক্‌লে গরু-ছাগল ঢুকতেও পারে। মাননীয় অর্থমন্ত্রীর Demand-এর সমর্থনে এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :—I would now call on Shri Manindralal Bhowmik to reply.

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিকঃ—(উপমন্ত্রী) মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, Demand No. 21 এবং তার উপর যে Cut motion আনা হয়েছে তার উপর দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। বিরোধীদলের মাননীয়

নেতা বলেছেন ত্রিপুরায় দারিদ্র্য বা অনাহার, নিরক্ষরতা যথেষ্ট রয়েছে। উন্নতি উল্লেখযোগ্য কিছুই হয়নি। এই মোটামুটি তাঁর বক্তব্য। তার উত্তরে বলছি ত্রিপুরায় ব্যাধি, রোগ রয়েছে, নিরক্ষরতা রয়েছে। আমরা এসব দূর করবার চেষ্টা করছি পরিকল্পনার মাধ্যমে। যে পরিকল্পনা আমরা গ্রহণ করেছি সেটা গণতান্ত্রিক পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনার মাধ্যমে ক্রমে ক্রমে দেশ অগ্রসর হয়। কাজেই ত্রিপুরাতে কোন উন্নতি হয়নি এটা আমি স্বীকার করি না। বিরোধী দলের মাননীয় সদস্য তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেছেন যে আমরা শ্বেত হস্তী পোষণ করছি। কিন্তু আমি জানি ত্রিপুরার অরণ্যে একটাও শ্বেত হস্তী নাই। যা আছে সব কৃষ্ণ হস্তী। তার বক্তব্যের উদ্দেশ্য হচ্ছে যে B.D.O. প্রভৃতির মাহিনা বাবতেই ব্লকের সমস্ত টাকা খরচ হয়ে যাচ্ছে। তাঁরা যদি লক্ষ্য করেন তা হলে দেখতে পাবেন যে Recurring Expenditure on Personal retained on N. E. S. Block-এ 1964-65 এর বাজেট Estimate মাত্র ১,৯৪,১০০৲ শত টাকা বরাদ্দ আছে। আর আমাদের বাজেট হচ্ছে ২৫,৪৫০০০৲ হাজার টাকার। কাজেই এই টাকাটা যে সরকারী কর্মচারীদের মাইনে বা তাদের ঘর বাড়ীর জন্য খরচ হচ্ছে না এটা স্পষ্ট! তারপর তিনি তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেছেন যে আমাদের এখানে tube-well, ring-well যা আমরা দিয়েছি তার শতকরা ৯০—৯৯টি অকেজো। তা হ'লে দেখা যাচ্ছে আমাদের দ্বারা জনসাধারণ কোন উপকারই পাননি। প্রকৃত অবস্থা কি তাই? ব্যবহারে সবকিছুই অকেজো হয় এবং তৈরীর সময়ও যে গলদ থাকে না একথা আমি বলতে পারি না। কন্ট্রাকটাররাও সকলেই যে দুর্নীতিমুক্ত সে কথাও আমি বলিনা। আমাদের কৈলাসহর অঞ্চলে, বিশেষ করে আমার constituency তে যখনই কোন tube well বা ring well বসানো হয়েছে তখনই আমি জনসাধারণকে বলে দিয়েছি যে আপনারা লক্ষ্য রাখবেন যাতে কন্ট্রাক-টার ফাঁকি দিতে না পারে এবং সেইজন্যই আমার এলাকার জনসাধারণ সে বিষয়ে লক্ষ্য রেখেছেন এবং সেখানে অকেজো tube well এর সংখ্যা খুবই কম। কিন্তু এই বিষয়ে মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যেরা জনসাধারণকে এরূপ বিশেষ কোন অনুরোধ করেন নি। যদি করতেন তা হ'লে কন্ট্রাক-টাররা ফাঁকি দিতে পারতেন না এবং অকেজো tube well এর সংখ্যাও অনেক কম হত। আর এটা যদি তাঁরা করতেন তা হ'লে শতকরা ৯০-৯৯টি tube well অকেজো হত না। মাননীয় সদস্য স্বীকার করেছেন রাস্তা কিছু হয়েছে। আমি অমরপুরে যাইনি তবে আমি শুনেছি যে ব্লক যে সমস্ত রাস্তা করে থাকে সেটা People's Co-operation এ-ই করে থাকে। রাস্তা রক্ষার দায়িত্ব জনসাধারণের আছে। যতদিন পর্য্যন্ত P D.W কে handed over না হয় ততদিন পর্য্যন্ত জনসাধারণের দায়িত্বে রাস্তা থাকে। তাঁরা এবিষয়ে জনসাধারণকে কতটুকু অনুরোধ করেছেন আমি জানি না। তারপর Rural Manpower সম্বন্ধে তিনি বলেছেন। আমরা বলেছি Rural population কে seasonal কাজ দিচ্ছি। তবে অমরপুর Pilot Project বাস্তবিকই সেটা করছে কি না আমি খবর নিয়ে দেখব। যদি সেরকম কোন কাজ করে থাকেন তা হ'লে যারা কাজ করেছেন তাঁরা কেন পারি-শ্রমিক পাচ্ছেন না তা আমি দেখব।

পুরাতন আগরতলায় শিশু প্রদর্শনী হয়েছে। শিশুদের মায়েরা শিশুদের এই প্রদর্শনীতে এনেছেন এবং তাদের স্বাস্থ্যের কতখানি উন্নতি হয়েছে তা দেখবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। এটা খুব ভাল লক্ষণ। এমন এক সময় ছিল যখন শিশুরা কেন তাদের মায়েরাও বাড়ীর বের হতেন

না। কারণ তখন এমন কুসংস্কার ছিল যে, তাঁরা মনে করতেন শিশুদের স্বাস্থ্য কুলোকের নজরে পড়লে ভেঙ্গে যাবে। তবে তাঁদের শিশুদের নিয়ে যে তাঁরা এসেছেন, এটাই আমাদের একটা সাফল্য বলে আমি মনে করি। তাঁরা যে পুরস্কার নিতে এসেছেন সরকার থেকে, এতে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। কর্মচারীর দুর্ব্যবহারের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। যদি কোন কর্মচারী তাঁকে কোন fixed সময় দিয়ে থাকেন এবং তিনি যদি সেই সময়মত না এসে থাকেন এবং মা-বোনদের এভাবে কষ্ট দিয়ে থাকেন তাতে তার কাজের নিশ্চয়ই ত্রুটি হয়েছে। তা'হলে তার শাস্তি নিশ্চয়ই হওয়া প্রয়োজন। মাননীয় সদস্য শ্রীদেববর্মা বলেছেন যে, আমাদের প্রত্যেক Block-এ একটা B. D. C. আছে। আমি যতদূর জানি, চেয়ারম্যান হচ্ছেন ডাঃ মহম্মদ হোসেন এবং B. D. O. তাঁর Secretary, তবে আমি বাস্তবিক অবস্থাটা কি খুঁজে দেখব। যদি তাই হয়ে থাকে তা'হলে সেটা আইনানুযায়ী হয়েছে বলে আমি মনে করি না। কারণ President non-official man হওয়ার কথা। তিনি বলেছেন, যে সমস্ত পরিকল্পনা জনসাধারণ পেশ করেন B. D. O. সেটা শুনেন না। মাননীয় সদস্য ইসলাম সাহেব বলেছেন যে, ফর্মা উপর থেকে আসে, সেই ফর্মা অনুযায়ী কাজ হয়। Planning Commission-এর যাঁরা plan করছেন তাঁরা আমাদেরই লোক এবং অন্য কোন দেশে Expert ছাড়া গ্রামের কোন লোক গিয়ে পরিকল্পনা করবেন এবং সেটা Execute করবেন B. D. O-রা, সে রকম দেশ আছে কিনা আমি জানি না। তবে তারা suggestion দিতে পারেন। পরবর্তী সময়ে সেটা বিবেচনা করা হবে। সেটা আমরা কৈলাসহরেও করেছি। জানি না অমরপুরে কেন তা করা হল না। নাইট স্কুলে Adults-দের নিরক্ষরতা দূর করবার যে অভিযান, সেই অভিযানে আমরা অনেকখানি অগ্রসর হয়েছি। তবে statistics আমার হাতে নেই। পরবর্তী সময়ে সুযোগ পেলে আমি বলব। ছাত্র যেখানে হয় না, সেখানে যাতে ছাত্র যায় সেজন্য ঠিকভাবে উৎসাহিত করা তাদের অন্যান্য প্রতিনিধিদের কাজ। শুধু যে এটা V.L.W বা S.E.W দের কর্তব্য তা আমি মনে করি না। জনসাধারণের যারা প্রতিনিধি তাঁদের এটা কর্তব্য। (A voice সারাদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটে তা হয় না)। পরিশ্রম ত তাদের করতেই হবে।

Without labour কিছুই হয় না। আমাদের অধিক শ্রম করতে হবে, আমরা বসে থাকব সরকার সবকিছু করে দেবেন, সরকারের উপর নির্ভরশীল হওয়ার যে মনোভাব সেই মনোভাব দূর করা প্রয়োজন এবং এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করা প্রয়োজন। তারপর মাননীয় আর একজন সদস্য সম্ভবতঃ ইসলাম সাহেব, তিনি বলেছেন একটা ক্লাবঘর করে রাখা হয়েছে, সেখানে গরু ছাগল থাকে সেটার উত্তর পূর্ববর্তী মাননীয় সদস্য দিয়েছেন। ক্লাবঘর দেওয়া হয় গ্রামের লোক যাতে সেঘর রক্ষা করতে পারে সেইরূপ উৎসাহ তাদের মনে জাগিয়ে তুলতে না পারলে সেটা সরকারের দোষ নয়। স্কুলের ক্ষেত্রেও এটা প্রযোজ্য। সরকার your club খেলাধূলার জন্য, গান বাজনার জন্য, করে দিয়েছেন, জানিনা গান বাজনা গরু ছাগলে করে কি না। মানুষ করে বলেই আমি জানি। আর একটা কথা বাকী আছে; সেটা হচ্ছে রাস্তার কথা। রাস্তার কথা বলতে গিয়ে বলেছেন রাস্তায় মানুষ চলে না, কিন্তু আমি Jirania অঞ্চলে দেখেছি পার্বত্য অঞ্চল এবং সুদূর পল্লীগ্রাম থেকে মহিষের গাড়ী আসছে ধান সরিষা নিয়ে।

গ্রামের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত দেখতে পাচ্ছি রাস্তায় মানুষ চলছে, Motor,

Jeep সব জায়গায় নাও চলতে পারে। একটি block আছে সেই block আমার নিজের এলাকায়। আমি দেখেছি গ্রামাঞ্চলে রাস্তায় মহিষের গাড়ী চলছে। জঙ্গলে বা শূন্যদিয়ে গাড়ী আসতে পারে আমি কল্পনা করতে পারি না। রাস্তায় গাড়ী চলে রাস্তার দিক দিয়ে, গ্রামাঞ্চলেও অগ্রসর হচ্ছে। মাননীয় সদস্য একথা অস্বীকার করতে পারবেন বলে আমি মনে করিনা। তারা যদি আরও দ্রুত করার জন্য বলেন সেটা আমরা করতে পারছি না। কারণ আমাদের পরিকল্পনার মাধ্যমে করতে হচ্ছে এবং তারজন্য টাকাও সীমাবদ্ধ। মাননীয় সদস্য যে ছাটাই প্রস্তাব এনেছেন যে এটা adequate provision নয় যেটার উত্তরে আমি একটা কথা বলছি যে কত টাকা বরাদ্দ রাখলে এটা adequate হত এটা তিনি বলতে পারেন নি। আমরা যত টাকাই ধরি না কেন সবটাই আপনারা বলবেন inadequate. কাজেই তাদের যুক্তি ধোপে টেকেনা বলেই টিকছেনা। আমি আমার মূল Motion House এর সামনে তাই পেশ করছি আশা করি সর্ব্বসম্মতিক্রমে House এটা গ্রহণ করবেন।

Mr. Speaker :— The discussion is closed, I would now put the main motion and cut motion to vote; First I shall put the cut motion moved by Shri Aghore Deb Barma to vote.

"That the provision for Community Development Schemes is inadequate."
As many as are of that opinion will please say "Ayes".

Opposition :— "Ayes",

Mr Speaker :— As many as are of country opinion will please say "Noes".

Congress :—"Noes"

Mr. Speaker :- "Noes" have it:

I would now put the main motion to vote; The question before the house is that a sum not exceeding Rs. 25,45,000/- inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill 1964/, be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1965 in respect of demand No. 21—Community Development Projects, National Extension Service and Local Development Works.

As many as are of that opinion will please say "Ayes".

Congress :-"AYES"

Mr. Speaker :-As many as are contrary opinion will please say Noes. No voice. Ayes have it Ayes have it. The motion is passed.

Mr. Speaker :-I would now pass on to the next item. I would now call on Hon'ble Deputy Minister to move his motion on Demand No. 24—Irrigation & Navigation & Embankment, Demand No. 37 capital outlay to move to-gether.

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আমার Demand 22 পেশ করছি।

On the recommendation of the Administrator, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 3,80,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill 1964], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1965 in respect of Demand No. 24 (Major Head 44-Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)

On the recommendation of the Administrator, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 5,10,500/-, [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill 1964], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1965 in respect of Demand No. 37 (Major Head 100—Capital Outlay on Irrigation, Navigation, Embankment and drainage Works (Non-Commercial)

Demand No. 24—এই খাতে ব্যয়বরাদ্দ ধরা হয়েছে ৩ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা। আমরা ত্রিপুরায় কৃষি উন্নয়নের জন্য ব্যবস্থা করা এবং কৃষিজীবিদের অর্থনৈতিক মান উন্নয়নের জন্য যে সমস্ত প্রকল্প বা পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি তা ব্যয়বরাদ্দের দাবী হতে সুস্পষ্ট বুঝা যাবে। এখানে আমরা irrigation খাতে ত্রিপুরার কৃষির জন্য যে হারে ব্যয়বরাদ্দ করেছি তাতে ত্রিপুরায় যে অনুপাতে irrigation, বাঁধ প্রভৃতি facility-র দরকার সেই irrigation facility সর্বত্র সকল কৃষককে দিতে পারব এটা আশা করি না। তবে এইমাত্র বলতে পারি যে আমরা ক্রমশঃ অগ্রসর হচ্ছি পরিকল্পনা অনুযায়ী এবং আর্থিক ক্ষমতা অনুযায়ী ; আমাদের এই বাজেটে irrigation প্রভৃতি কয়টি scheme রয়েছে, যেমন diversion scheme তারজন্য ৩১ হাজার টাকা ১৯৬৪-৬৫ সালের আর্থিক বৎসরের জন্য ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছে। এখানে আমরা ২১টি diversion scheme গ্রহণ করেছি। তাছাড়া অন্যান্য Contitued Scheme-এর ও Provision এই বাজেটে উল্লেখ আছে, tube-well কয়টা হবে, কোন কোন জায়গায় হবে তারও উল্লেখ আছে। টাকার পরিমাণ ও জায়গার নাম উল্লেখ আছে। Drainage reclamation scheme তাতেও তিন জায়গায় আমাদের এই বাজেটে ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছে। অবশ্য এ জায়গায় drainage scheme যেটা রয়েছে সেটা বহু পুরাতন। কৈলাসহরের জন্য যে scheme সেটা কার্য্যে পরিণত হতে চলেছে। এটা করতে গিয়ে Engineerরা যে ভাবে সময় নিচ্ছেন তাতে আমি বুঝতে পারছি যে এই জাতীয় পরিকল্পনার কাজ শেষ হতে সময় লাগবে। ৫ বৎসর প্রায় survey investigation কার্য্যেই চলে গেল। তার কারণ হচ্ছে এই যে irrigation Engineer আমাদের এখানে মাত্র কয়েক বৎসর আগে এসেছেন। তারপূর্বে এখানে কোন Engineer ছিল না। দিল্লী থেকে দু'একজন Engineer দেখে গেছেন, report করেছেন, দিল্লী Ministryতেও আলোচনা হয়েছে। কিন্তু তাদের যে report সে অনুসারে কাজ গ্রহণ করা হয়নি। এভাবে প্রায় বার তিনেক schemeটা পরিবর্ত্তন করতে হয়েছে।

তারপর তাঁরা যে পরিকল্পনা দিয়েছিলেন, যে স্কীম দিয়েছিলেন সেটা দ্বারা আমরা ঐ এলাকাকে বন্যার হাত থেকে মুক্ত করতে পারবো। কিন্তু তার ফলে কৈলাসহরের অন্য অঞ্চলে বন্যা হয়ে ৩০০

শত একর জমির ধান নষ্ট হয়ে যেতে পারে এবং আমরা সেটার কোন প্রতিকার করতে পারবো না। কাজ সুরু করা গেলে অনেক ডিফেক্ট বাহির হয়ে পড়ে। একটা অল্প পরিমাণ জায়গার এই এক হাজার একর জমি, সেই জমির জল নিষ্কাশিত হবে কিন্তু দেখা গেল অন্য জমির ধান নষ্ট হবে। যদি কৈলাসহর ও পাকিস্তান সীমানা বরাবর নদীর উপরে বাঁধ দেওয়া যেত তবে ঐ অঞ্চলকে বন্যার হাত থেকে মুক্ত করা যেত। কিন্তু সীমান্ত বরাবর বাঁধ দেওয়া যায় না। পাকিস্তান অবশ্য ২।২॥ ফার্লং সুদীর্ঘ বাঁধ দিয়েছে, তা পাকিস্তানের পক্ষেই সম্ভব কারণ পাকিস্তান আন্তর্জাতিক আইন-কানুনের ধার ধারে না। প্রতিবেশী রাষ্ট্রের প্রতি তাদের কি মনোভাব তা মাননীয় সদস্য নিশ্চয় জানেন। প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সীমান্ত বরাবর তারা বাঁধ দিয়ে ফেলেছে, শুধু দেওয়া নয় তারা তাহা আরো দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর করছে। পাকিস্তান আন্তর্জাতিক আইন কানুন মানবে না বলেই যে আমরা মানব না এমন কোন কথা হয় না। তারা বাঁধ করছে বলেই যে আমাদের সীমান্ত বরাবর বাঁধ করতে হবে, তারা তাদের দেশের সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার করছে বলেই যে আমাদেরও তাই করতে হবে এমন কোন কথা নাই। তাহারা বাঁধ দিয়েছে, তাতে যদি বন্যা হয়ে ত্রিপুরার লোক মরে তাতে তাদের কি এসে যায়। আমরা তাদের নিকট প্রতিবাদ করেছি। তাতে কোন ফল হয় নাই। এই যে এখানে আমাদের ইরিগেশন স্কীম, নেভিগেশন স্কীম, ড্রেনেজ স্কীম আছে তাহা রূপায়িত করতে গেলে সময়েরও প্রয়োজন। সেই স্কীমগুলি যদি কার্য্যে রূপায়িত করতে গিয়ে অসুবিধার সৃষ্টি হয় তবে সেই অসুবিধা দূর করতে হবে টেক্নিকেল মেন্দের সাহায্য নিয়ে। তাই আমি বলব Irrigation, Navigation, Embankment প্রভৃতি পরিকল্পনাগুলি ঠিক ঠিক ভাবে রূপায়িত করার জন্য আমাদের আস্তে আস্তে অগ্রসর হতে হবে। অনেকগুলি কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। সার্ভে করে তার রিপোর্ট পাওয়া গেলে পরে সেই স্কীমগুলি মঞ্জুর করার জন্য দিল্লী পাঠানো হবে। আমি আশা করি ক্রমে ক্রমে আমরা এইগুলি কার্য্যে রূপায়িত করতে পারব।

এখানে Demand No 24 এর মধ্যে বাজেটে তিন লক্ষ ৮০ হাজার টাকা রাখা হয়েছে এবং Capital Outlayতে ৫ লক্ষ ১০ হাজার ৫ শত টাকা রাখা হয়েছে। এই পরিকল্পনা সুষ্ঠুভাবে রূপায়িত করতে হলে যে টাকার দরকার সেই পরিমাণ টাকার বরাদ্দ এখানে রাখা হয়েছে। মাননীয় সদস্যরা বাজেট পড়লেই তাহা দেখতে পাবেন। আমি আশা করি, যে সমস্ত সুযোগ সুবিধার কথা বললাম সেই কৃষির উন্নতির জন্য, কৃষকের উন্নতির জন্য, তাহাদের অর্থনৈতিক মান উন্নয়নের জন্য যে মোশন আমি হাউসের সামনে পেশ করেছি তাহা হাউস সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করবেন।

Date—2-4-64

Mr. Speaker :— I would now call on Shri Dinesh Deb Barma

শ্রীদীনেশ দেববর্ম্মা :-মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে Demand No 24 এ যে Cut Motion রাখা হয়েছে আমি তার সমর্থনে কিছু বক্তব্য রাখব। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য পরিকল্পনা আছে ত্রিপুরা রাজ্যকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার। কাজেই আজকে ইহার সঙ্গে সঙ্গে যে সমস্ত বাজার ও বন্দর আছে সেই সমস্ত বাজার ও বন্দরগুলি রক্ষা করাও অত্যন্ত প্রয়োজন। জল এসে যাতে কৃষকের জমির ফসল নষ্ট করতে না পারে এবং ভূমি ক্ষয় থেকে

রক্ষা করা যায় সেইজন্য আইল দিয়ে জল ঠেকানো দরকার। যে গতিতে আমাদের পরিকল্পনাগুলি চলছে এই গতিতেই যদি চলতে থাকে তা হলে কত বৎসর যে লাগবে এই ত্রিপুরা রাজ্যের কৃষকের ফসল রক্ষা করতে, বাজার রক্ষা করতে, এবং মাটি রক্ষা করার ব্যবস্থা শেষ করতে তা বলা কঠিন। কাজেই যে সমস্ত সরকারী পরিকল্পনা রয়েছে যেমন ছোট ছোট সেচ পরিকল্পনা এবং সুইচ গেইট পরিকল্পনা, এইসব পরিকল্পনার মাধ্যমে যে কাজ হয়েছে সেটা আমি সমর্থন করি এবং w lcome করি। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, সুইচ গেইট systemএ যে সমস্ত জল সেচের ব্যবস্থা করা হয়েছে সেই সমস্ত সুইচ গেইটগুলিতে আজ পর্য্যন্ত দরজাই করা হয় নাই। ৫ বৎসর হয়ে গেল তবুও এই সমস্ত কাজগুলি যে শেষ হল না ইহা দুঃখের কথা। যে সমস্ত কাঁচাপয়্থাতেও অনেকগুলি বাঁধ দেওয়া হয়েছিল সেগুলোও ভেঙ্গে গিয়েছে এবং জমি আজ শুক্‌না হয়ে পড়েছে।

আজকে চৈত্র মাসের অর্দ্ধেকের উপর হতে চলছে, কিন্তু সরকারী বা বেসরকারী কোন তরফ থেকেই আউস ফসলের চারা রোপন করা হয় নাই।

ধুইল্লা বাইনের যে কৃষি সেটা কিছু কিছু করা হয়েছে। কৃষি সম্পর্কে যারা expert বা কৃষি সম্পর্কে যাদের কিছু জ্ঞান আছে তারা স্বীকার করবেন যে ধুইল্লা বাইনের চেয়ে চারা রোপণে ফসল হয় বেশী। চৈত্র মাসের পরে আর এই চারা রোপণ হয় না। ত্রিপুরা রাজ্যের যে মাটি or soil তাতে চৈত্র মাসের পরে রোপণ করলে ফসল উৎপাদন ভাল হবেনা, কিছুই হবেনা আমি একথা বলব। তাই আমি একথা বলব যে এই যে সুইচ গেইট system এটা যেন permanent basis এ করতে পারে তারজন্য ব্যবস্থা করা দরকার। কয়েক বৎসর আগে দুরাইছড়া বাঁধ দেওয়া হয়েছিল, আপনারা বলেছেন ধোলাইছড়া আর আমি বলছি দুরাইছড়া, ইহার মধ্যে difference আছে, সেই বাঁধ দশ বৎসর আগে দেওয়া হয়েছিল, আপনারা যদি সেই জায়গাতে এখন যান তা হলে দেখতে পাবেন সে বাঁধের অবস্থা বর্ত্তমানে কি হয়েছে। এই বৎসর সেখানে কোন কৃষকের এক কানি জমিতেও ফসল ফেলতে পারেনি। সরকার পক্ষ থেকে কিছু টাকা সাহায্য করা হয়েছে। কিন্তু আজকে এই বাঁধের ব্যবস্থা যদি করে দেওয়া না হয় তা হলে এক একর বা দেড় একর জমিরও ফসল উৎপাদন করা সম্ভব হবেনা। ৫ হাজার টাকা ব্যয় করে যে দুরাইছড়া বাধ দেওয়া হয়েছে তখন বড় বড় Engineer S.D.O. V.L.W. উপস্থিত থেকে এই বাধ দেওয়া হয়েছিল আর সেই বাধ আজকে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। আজ পর্য্যন্ত সেই বাধ ঠিক হল না। এইভাবে মাণিকভাণ্ডারে ১০০।১৫০ দ্রোণ জমি এবং ধুবীছড়া এলাকায় ১০০ দ্রোণের মত জমিতে ফসল উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছেনা। সেলামা কলোনীতে সাড়ে তিনশত রিফিউজী family আছে। সেখানকার নদীতে যদি একটা বাধ তৈয়ারী করা হয় তবে এই সাড়ে তিনশত refugee familyকে যে জমি দেওয়া হয়েছিল তাহাতে বৎসরে দুই তিনটি ফসল উৎপাদন করতে পারে। সেই জায়গায় আজ তাদের একটি ফসল করে নেওয়ার মত অবস্থা নেই। মাত্র ত্রিশ পঞ্চাশটি family ফসল উৎপাদন করতে পারবে।

এক ফসলের বেশী নেওয়ার মত কোন ব্যবস্থা সেখানে নেই। যদিও থাকে খুব কম। ৩৫০ শত পরিবারের মধ্যে খুব বেশী স্থায়ী পরিবারের সেই উপকার হয় না। কাজেই বাধ system, নালা system যদি এইভাবে চলে তবে কৃষকের কোন উপকার হবে না। একছড়ি ছড়ায় জল

প্লাবন হয়ে ৩ হাজার থেকে ৩৷৷ হাজার কানি জমি নষ্ট করে দেয়। কাজেই এই সমস্ত কৃষককের জমি যদি রক্ষা করতে চান, তা'হলে অতি সত্বর Diversion Scheme করুন এবং যদি লক্ষ্য করেন তা'হলে যে টাকা আপনারা বরাদ্দ করেছেন তা দ্বারা কুলোবে না। এই অবস্থা করতে পারলে বিরাট এলাকা রক্ষা পেতে পারে। খোয়াই এলাকায় অখিল দেববর্মার লাংঠকছড়া মুদিবাড়ী গ্রামে ১ একর ১৷৷ একর ছড়া আছে। কাজেই এগুলো আজকে যদি রক্ষা করতে পারা যায় তা'হলে কৃষক জমিতে ফসল উৎপাদন করতে পারে। আমি জানি না কোন্ Sub-Division-এ মহারাণী বলে একটা জায়গার জন্য বাজেটে টাকা উল্লেখ করা আছে কিনা, কিন্তু সেটা কোন্ Sub-Division-এ উল্লেখ না থাকায় আমি কোন দাবী করতে পারছি না। আমার কমলপুর Sub-Division-এ মহারাণী নামে একটা গ্রাম আছে। এটা যদি আমার গ্রামে না হয় তা'হলে আমি অনুরোধ করি যে upto কাঁটালতমা একটা বাঁধের ব্যবস্থা করা হউক। গতবার আমি অনুরোধ করেছিলাম যে, এটা পাকাপাকিভাবে করা হউক। তা যদি দ্রুততর না করতে পারা যায় তা'হলে আমাদের যে লক্ষ্য সে লক্ষ্য শুধু লক্ষ্যই থাকবে, বাস্তবে তা পর্য্যবসিত হবে না। কাজেই আমি বলছি Irrigation এবং Embankment-এর জন্য যেন আরো টাকার বরাদ্দ করা হয়। Navigation Scheme-এ আমি দেখেছি নূতন বাজার, অমরপুর বাজার ইত্যাদিতে নৌকাযোগে যাতে সব সময় যাতায়াতের ব্যবস্থা করতে পারা যায় সেজন্য বালুখোদাই থেকে মুড়াকাটা পর্য্যন্ত ব্যবস্থা করা দরকার, তা না হলে ডিফিকাল্টি হয়। মনু থেকে ফটিকরায় পর্য্যন্ত যাতে নৌকাযোগে মালপত্র আনা-নেওয়া যেতে পারে তার ব্যবস্থা করা দরকার। কাজেই এই যে Navigation Scheme তাতে আরো অর্থ বরাদ্দ করা দরকার। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করব।

Mr. Speaker :— I would now call on Shri Sunil Dutta.

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার সামনে যে Demand for Grant No. 24 & 37, আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী পেশ করেছেন আমি তা সমর্থন করি। আমি দেখছি যে দুইটি demand এর উপরই cut motion আছে। Demand No. 24 এর উপর একটি cut motion এবং Demand No. 37 এর উপরে ৩টি cut motion আছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করব যে এই demand গুলি আলোচনার পূর্ব্বে যদি বিরোধীদলের তাঁরা যে cut motion place করেছেন তাঁরা যদি তাঁদের cut motion এর উপর বক্তব্য রাখতেন তা'হলে আমাদের আলোচনার সুবিধা হত। যা হোক আমি এ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করব। Demand No. 24 এ ৩,৮০,০০০ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে এবং Demand No. 37 এ ৫,১০,৫০০ শত টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এর আগের বৎসরে আমরা দেখেছি এই খাতে অর্দ্ধেকেরও কম টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। কাজেই অর্থ বরাদ্দ বড় কথা নয়। মাননীয় উপমন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে যেটুকু অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে সেটুকু কৃষি উন্নয়নের দিকে লক্ষ্য রেখেই বরাদ্দ করা হয়েছে। তবে কম বেশী হতে পারে। যাহা দরকার তাহার সব কিছুই আমরা দিতে পারি না! তবে বেশ কিছু কাজ হয়ে গিয়েছে। কুলাইছড়ার কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে। অন্ততঃ গত আর্থিক বৎসরে সেটা শেষ হওয়ার কথা। কাঁচা বাঁধের কথা বলা হয়েছে যে কাঁচা বাঁধ ভেঙ্গে যায়। গ্রামবাসী-দের তা মেরামত করা উচিত। তুহলাইছড়া কুলাই বাজারের কাছে block এর অর্থে একটি বাঁধ

হয়েছিল। সেখানে বিস্তীর্ণ এলাকা রক্ষা পেয়েছে। সুন্দরভাবে সেই scheme টি চালু করা হয়েছে। আশা করা যায় চলতি বৎসরে কুলাই মাঠ, মিটছড়া মাঠ এই দুইটি মাঠেই সম্পূর্ণ জলসেচের ব্যবস্থা এই block করে যাবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই দুইটি demand এ cut motion আছে। একটি cut motion এর কথা আমি বলতে চাই। সাব্রুমের মাননীয় সদস্য শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী ...... (A voice :—Demand move করেন নাই এখনো)

House এর রীতি যা সেই অনুসারেই আমি move করার আগেই বলতে পারি এখানে cut motion এ আছে that there is no provision for protection of Subroom town from erosion of River Feni. মাননীয় সদস্য চৌধুরী নিশ্চয়ই এই বাজেট পড়েছেন। তাঁর Cut Motion থেকে অন্ততঃ তা বুঝা যায়। তবে সম্পূর্ণ Sabroom এর যে কাজগুলির কথা তিনি উল্লেখ করেছেন তার যে ব্যবস্থা আমাদের বাজেটে ছিল তা বোধ হয় তিনি লক্ষ্য করেন নি। বাজেটের page No. 332। Major Head 100 আমি পড়েছি। No. 4 protection of Sabroom town from erosion of Rever Fani, এটার কাজ শেষ হয়ে গেছে। মাননীয় সদস্যের এটা জানা দরকার যে যদিও তিনি Sabroom এর কথা বলছেন, তবুও ত্রিপুরার অন্যান্য অঞ্চলে সেই বৎসরে যে কাজগুলি করা হয়েছে সেই কাজের জন্য চলতি বৎসরে আরও অর্থ বরাদ্দ করা হবে সেটাই বা তিনি কোন যুক্তিতে বললেন এবং কেনই বা উল্লেখ করলেন। এই দৃষ্টি ভঙ্গির পরিবর্তন করে যাহাতে সমগ্র ত্রিপুরা সামগ্রিক উন্নতির চিন্তা করতে পারেন তার জন্য আমি মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করে আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

Mr. Speaker—The House stands adjourned till 2-30 P.M.

Mr. Speaker :—Usual discussion continue. I would now call on Shri Sunil Choudhury.

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী :—মাননীয় Speaker, Sir, Demand No. 37-এ আমার ২টা Cut Motion আছে।

"that there is no provision for protection of Sabroom Town from erosion of river Feni."

"that there is no provision for spurs on river Feni at Baishnabpur & Jaikumarpara,"

Hon'ble Speaker, Sir, Demand No. 37-এর উপর আমার ২টা Cut Motion আছে। আমি এখানে সে দুটো সম্পর্কে কিছু বলতে চাই। সাব্রুম সহর দিনের পর দিন ভেঙ্গে যাচ্ছে। ফেনী নদী protection-এর কাজ কিছু কিছু হয়েছে, একেবারে হয়নি একথা আমি বলব না। কিন্তু তা'হলেও আরো কতকটা বাকী আছে। ফেনী নদীর বাঁধ সাব্রুম-এর S. D. O. Office-এর ১ ফার্লং দূরে বাজারের দক্ষিণ দিক পর্যান্ত হয়েছে, এরপর আর হয়নি। মহাশ্মশান যেটা সাব্রুম সহরের শেষ সীমায় অবস্থিত, তারপর আর হয়নি। তার ফলে জমিটি ভেঙ্গে যাচ্ছে। মানুষের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় জিনিষ হচ্ছে শ্মশান, সেটা যদি বর্ষার আগে protection দেওয়া না হয় তা'হলে সেটা নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যাবে। আমি

অনুরোধ করব যাতে সেই শ্মশানটা রক্ষা করা হয়। তাছাড়া আমরা দেখতে পাই বৈষ্ণবপুর, জয়কুমারপাড়া সেখানে কাজ এখনও হয়নি এবং সেখানকার কাজ কবে পর্য্যন্ত শেষ হবে তাও আমরা জানি না। ১৯৬৩-৬৪ সালের বাজেটে এই খাতে কিছু টাকা রাখা হয়েছিল কিন্তু এখানে এই নূতন বাজেটে কোন টাকা সেই pnrpose-এ রাখা হয়নি। কিন্তু সে টাকাটা ফেরৎ গেল ; না, আবার বাকী টাকা সেখানকার কার্য্যে নিয়োগ করা হবে তার আমি কিছু বুঝতে পারছি না। এখন আমি general discussion-এ যাচ্ছি। আজ এই Cut Motion-এ আমি কেন সমর্থন চাচ্ছি সে সম্পর্কে আমি কিছু বলব। আমাদের ১৯৬৩-৬৪ সালের বাজেটে irrigation scheme-এ বহু টাকা ধার্য্য করা ছিল এবং বহু টাকা কাজ হয়নি বলে ফেরৎ গিয়েছে। সে টাকার অঙ্কটি জানতে পারলে সুবিধা হত। আমাদের জনসাধারণের অভাব অভিযোগের দিকে লক্ষ্য রেখে যে টাকা ধার্য্য করা হয়েছিল সেটা কেন জনসাধারণের কাজে লাগান হল না এবং সেটা কেন ফেরৎ গেল জানা দরকার। Concerning Minister যদি জানান তাহলে বাধিত হব। Irrigation খাতে যে টাকা ধরা হয়েছে সেটা inadequate. তার ফলে আমাদের irrigation engineering insufficiant. তার ফলে আমাদের কাজকর্ম্মের অনেক অসুবিধা হচ্ছে। Schemeএর কাজ বহু জায়গায় হচ্ছে না—এটাই হচ্ছে এখানকার irrigation schemeএর বাস্তব চেহারা। তিনি একথা অস্বীকার করতে পারবেন না। মন্ত্রী মহাশয় যদি এ সম্পর্কে আমাদের একটা আভাস দেন তাহলে ব্যাপারটা আমরা বুঝতে পারব। Irrigation Deptt.এ কর্মচারীর অভাব, overtime work তাদের করতে হয়। তার জন্য যে বেতন তা তাদের দেওয়া হয় না। সেটা দেওয়ার ব্যবস্থা করা দরকার বলে আমি মনে করি। আর একটি কথা আমি বলব যে Irrigation schemeটাতে কি রকম কাজ হয় এবং ঠিক লক্ষ্য রাখা হয় কিনা তার আর একটি দৃষ্টান্ত আমি বলব। সোনামুড়ার ডিলয়াজলা সংস্কারের জন্য বহু টাকা খরচ করে খাল কাটা হয়েছিল, সুইচ গেট করা হল ; কিন্তু তার কিছুই কাজে আসে নাই। খালের যে purpose সেটা maintain হচ্ছেনা। আজকে সামান্য বৃষ্টিতেই সেখানে জল জমে যাচ্ছে এবং চাষের ফসল—jute যেটা করা হয়েছিল সেটা নষ্ট হয়ে গেছে। যে সমস্ত খাল কাটা হচ্ছে সেগুলি ঠিকঠিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে কাটা হয়নি। যার ফলে পলিতে এইগুলি ভরাট হয়ে গেছে। এই হচ্ছে সংস্কারের বাস্তব চেহারা। আমরা জানি এই সমস্ত জলা সংস্কারের জন্য বাজেটে টাকা ধরা হয়েছে। কিন্তু ত্রিপুরার যে বাস্তব চাহিদা তার তুলনায় খুবই কম। অনেক সময় দেখা যায় অনেক ক্ষেত্রে জনসাধারণ কোদাল দিয়ে এই সমস্ত কার্য্যের জন্য চেষ্টা করছে, কিন্তু তাতে কিছুই হয় না। জনসাধারণের সাথে যদি সরকারের সহযোগিতা থাকত তাহলে অতি সহজেই এটা করা যেত। কাজেই এইসব ক্ষেত্রে জনসাধারণের সঙ্গে সরকারের সহযোগিতা থাকা দরকার। এবং তারজন্যই বাজেটে আরও টাকা বরাদ্দ করা উচিত ছিল। ডিলয়া জায়গায় যেখানে ৮।৯ হাজার মণ ধান হওয়ার কথা সেখানে মাত্র ১ হাজার মণ ধান এখন হচ্ছে, সেটা হচ্ছে বাস্তব চেহারা। তারপর আমি বলব আপনাদের যে কাজের চেহারা তার একটা চিত্র আমি এখানে উপস্থিত করব।

সাবরুম—যেখানে প্রায় ৮০ থেকে ১০০ দ্রোণ ধান জমি, তাতে বাঁধ দিলে বন্যার আক্রমণ থেকে রক্ষা করা যায়। এ কথা আমি General Budget discussion এর সময়ও বলেছি। সেটা যদি

করা যায় তা'লে অন্ততঃ খাদ্যের দিক দিয়ে যথেষ্ট উপকার হবে। কাজেই উপকার যেটা আমরা করতে পারি এবং সেই দৃষ্টিভঙ্গি যদি আমাদের থাকত তা'হলে সেটা অবিলম্বে করা উচিত ছিল এবং করা উচিত। শুক্‌নাছড়ার পাশ দিয়ে ফেনী নদী এঁকেবেঁকে চলে গেছে যার ফলে প্রচুর পরিমাণ বৃষ্টি হলে মাঠটি ভেসে যায় এবং ১০।১২ হাত জল সেখানে জমে যায়। তার ফলে কৃষকদের কঠিন পরিশ্রমে যে ফসল উৎপাদিত হয় তা নষ্ট হয়ে যায়। কাজেই সেখানে যদি খাল কেটে মাঠের ভিতর দিয়ে ফেনী নদীর ভিতর ফেলা যায় তা'হলে মাঠের জল pass হয়ে যাবে এবং কৃষিকার্য্যের অনেক উপকার হতে পারে। আমি বিভিন্ন জায়গায় দেখেছি Irrigation Scheme-এ টাকা ধার্য্য আছে ; তা থেকে ত্রিপুরার সমস্ত Sub-Division-এ কাজ করা হবে, সাব্রুমে হবে না ? এটা ঠিক হচ্ছে না। সাব্রুম হচ্ছে সবচেয়ে পশ্চাদপদ Sub-Division. সেখানে সবচেয়ে আগে হওয়া উচিত ছিল অথচ সেখানকার জন্য একটা scheme ও এই বাজেটে রাখা হয়নি। সেখানকার জন্য যাতে বাজেটে টাকা বরাদ্দ রাখা হয় তারজন্য আমি House-এর সামনে অনুরোধ রাখব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :— I would now call on Shri Bulu Kuki.

শ্রীবুলু কুকী :—Hon'ble Speaker, Sir, আমার একটা Cut Motion আছে। এই Cut Motion সম্পর্কে আমি কয়েকটি কথা বলব। আমার Cut Motioo-এ আছে That the provision for construction of Irrigation, Navigation, Embankment & Drainage Works is in adequate. তবে আমাদের ত্রিপুরা কৃষিপ্রধান জায়গা। ত্রিপুরার যে জনসংখ্যা আছে তার শতকরা ৯৯ ভাগই কৃষক। আজকে কৃষকদের উন্নতির অর্থই হল ত্রিপুরার উন্নতি। কৃষকদের উন্নতি করতে পারলেই ত্রিপুরা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারে। কৃষকরা যে ফসল উৎপাদন করে সেই ফসল যেন তারা ঠিকমত পায় তার ব্যবস্থা আমাদের করতে হবে। যদি তাদের জমিতে জল সরবরাহ করার ব্যবস্থা করা হয় এবং সেখানকার জমিতে অতিরিক্ত জল জমলে সেই জল সরানোর ব্যবস্থা করা যায় তা'হলে খাদ্যের ব্যাপারে ত্রিপুরা স্বাবলম্বী হতে পারে। কৃষকের যদি উন্নতি করা হয় বা কৃষির যদি উন্নতি করা হয় তা'হলেই খাদ্যের ব্যাপারে ত্রিপুরা স্বাবলম্বী হতে পারে। কৃষকদের আপনারা যে কথা দিয়েছেন সে কথা রক্ষা করা হয়নি। বাজেটে Irrigation, Navigation, Embankment এবং Drainage Works এ যে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে তা প্রয়োজনের তুলনায় খুব কম। কারণ আমি জানি ত্রিপুরায় এমন কতকগুলি জায়গা আছে যেখানে জল নিষ্কাশনের বা জল সরবরাহের কোন ব্যবস্থা করা হয়নি। আমি গত ১৯৬৩-৬৪ সনের বাজেট সেসানে এই এলাকাগুলোর কথা বলেছি এবং এই সেসানেও general discussion-এর সময় আপনাদের কাছে বলেছিলাম। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত এই এলাকাগুলোর কোন বিধি-ব্যবস্থা হয়নি এবং এই বাজেটেও তার কোন ব্যবস্থা রাখা হয়নি। এই এলাকার কৃষককুল যাতে উন্নতির দিকে অগ্রসর হতে পারে সেজন্যই আমি বলেছিলাম। গণ্ডাছড়ার মারফিরায় নদীর ও'পাড়ে refugee colony এবং পশ্চিম দিকে হল উপজাতীয়দের জমি। এখানে যদি একটা বাঁধ দেওয়া হয় এবং সরকার থেকে একটা sluice গেট করা হয় এবং সেখানকার জমির জল প্রয়োজনমত সরিয়ে দেওয়া হয় তা'হলে এই জমিগুলোতে ভাল ফসল ফলতে পারে। এজন্য টাকা বরাদ্দ বা scheme করা হয়েছে বলে আমি

এই বাজেটে দেখিনি। আমি মাননীয় অধ্যক্ষের মারফতে Ruling Partyকে অনুরোধ করব যাতে এদিকে তাঁরা লক্ষ্য করেন।

উপজাতীয়রা মাংফিরায়ের উপর দিকে বাঁধ দিলে অপর দিকের সমস্ত জমি জলে ভেসে যায়। তার ফলে রিফুজিদের ক্ষতি হয় এবং উপজাতীগণ এবং রিফুজিদের মধ্যে বিবাদের সৃষ্টি হয়। এই উপজাতি এবং রিফুউজীদের সকলের স্বার্থ রক্ষার উপায় হতে পারে—যদি সেখানে একটা স্লুইস গেটের ব্যবস্থা করা হয়। টুইডার এলাকায় কাইপেং জনসাধারণ নিজেদের চেষ্টায় ও নিজেদের টাকা খরচ করে একটা বাঁধ দিয়েছিল সেই মহারাজার আমলে। সেই বাঁধটা বাঁধানোর পরে ফসল সেখানে ভালোই হতো। বর্তমানে সে বাঁধটা ভেঙ্গে গিয়েছে। সেইজন্য বর্তমানে সেখানে কোন ফসল উৎপন্ন হয় না। সেখানকার জমিতে যে অতিরিক্ত জল হয় সেই জল যদি সরিয়ে দেওয়া যায় তবে সেই জমিগুলির reclamation হবে এবং সেখানে অনেক উপজাতির পুনর্বাসন দেওয়া সম্ভব হতে পারে। তাতে ত্রিপুরা খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ হওয়ার ব্যাপারে এবং ফসল বৃদ্ধির দিকে যথেষ্ট সহায়তা হতো; কিন্তু Ruling Partyর negligencyএর জন্য কোন ফসলই সেখানে উৎপন্ন হয় না। আমি মাননীয় অধ্যক্ষের মারফতে Ruling Partyকে অনুরোধ করব যে তারা যদি ত্রিপুরাকে খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ করতে চান, ত্রিপুরার শ্রীবৃদ্ধি করতে চান তাহলে কৃষির উন্নতি এবং কৃষকের উন্নতির দিকে তাদের লক্ষ্য রাখতে হবে এবং সে অনুসারে বাজেট রচনা করতে হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় Ruling Party এই সমস্তের দিকে লক্ষ্য না রেখে, জনসাধারণের চাহিদার উপর নির্ভর না করে এবং তাদের পরামর্শ না নিয়েই, যেখানে যা প্রয়োজন সেখানে তাহা দেওয়ার কথা চিন্তা না করেই বাজেট তৈরী করে থাকেন। সেখানে একটি drain করা সম্পর্কে আমি বলেছিলাম, সেখানে VLWএর সাথে আলোচনা করেছিলাম, তিনি আমাকে এ উত্তর দিয়েছিলেন যে সেই এলাকা Zone এর অন্তর্ভুক্ত নয়। Zoneএর অন্তর্ভুক্ত না হলে পরে সে জমি উদ্ধার করা যাবে না। আমি জানিনা Zoneএর অন্তর্ভুক্ত না হলে জমি উদ্ধার করা যায় কিনা। Ruling Party আমাদের নিশ্চয়ই বলবেন। সে এলাকায় আমি দেখেছি গণ্ডাছড়া, সেখানে অনেক দ্রোণ জমি অনাবাদী অবস্থায় পড়ে আছে। সে জমিগুলি যদি আমরা পুনরুদ্ধার করতে পারি তবে সেখানে অনেক ফসল উৎপাদন হতে পারে এবং সেখানকার কৃষকদেরও উন্নতি হবে, ত্রিপুরা খাদ্যের ব্যাপারে স্বয়ং সম্পুর্ণতা লাভ করবে। আমি অনুরোধ করব Ruling Party যেন সেদিকে নজর দেন। কৃষকদের চাহিদা, প্রয়োজন এবং উন্নতির দিকে লক্ষ্য রেখে বাজেট রচনা করা হয়। বাজেটের মধ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বা অর্থমন্ত্রী তাঁর বাজেট বক্তৃতায় বলেছিলেন যে খাদ্যের ব্যাপারে গত বৎসর আমাদের target ছিল ৭,০৬,০০০ টন। কিন্তু দেখা গিয়েছে মাত্র ৬ লক্ষ টন উৎপাদন করা হয়েছে। তাই দেখা যায় আমাদের বাজেটে যে অর্থ বরাদ্দ করা হয়, Ruling Party যে পরিকল্পনা করেন সেই পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যায়, সেই কথাই প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে। তার অর্থ হল সেই পরিকল্পনাগুলি যাতে সুষ্ঠুভাবে রূপায়িত হতে পারে তারজন্য ব্যবস্থা করা হয় না। তা যদি তারা করতে পারতেন আমাদের এই পরিকল্পনাগুলির যে target আছে সেই targetএ নিশ্চয় আমরা পৌছতে সক্ষম হতাম। পরিকল্পনাগুলি ঠিক ঠিক ভাবে করা হয় না। আমরা যে drainএর ব্যবস্থা, বাঁধের ব্যবস্থা করিতে পারি নি তার প্রমাণ

পাওয়া যায়। মাননীয় স্পীকার, এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করব যে, Ruling Party যদি ত্রিপুরাকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে চান তা'হলে ত্রিপুরার যে বাস্তব অবস্থা সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে ; কৃষকের উন্নতির জন্য যে টাকা দেওয়া হয় সেই টাকা যাতে কৃষক পেতে পারে সেদিকে সরকারকে নজর দিতে হবে।

Mr. Speaker :—I would now call on Shri Rajkumar Kamaljit Singh.

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের অর্থমন্ত্রী যে বাজেট House-এ পেশ করেছেন আমি তা সমর্থন করছি এবং বিরোধী পক্ষ যে Cut Motion এনেছেন তার বিরোধীতা করছি। তার কারণ বিরোধী পক্ষ তাদের Cut Motion-এর স্বপক্ষে বিশেষ কোন যুক্তি দেখাতে পারেননি। মাননীয় সদস্য বলেছেন সাব্রুম সহরে protection হচ্ছে না, কিন্তু কোথায় বা কি রকম protection দেওয়া হয় নাই তা তিনি পরিষ্কার করে বলেননি। আমরা জানি সাব্রুমে technical person যাঁরা আছেন বা expert আছেন, সাব্রুমকে protection দেওয়ার জন্য যতটুকু প্রয়োজন তারা সেই অনুযায়ী এবং পরামর্শ অনুসারে ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন আর সেই অনুসারে টাকার বরাদ্দও করা হয়েছে। টাকার আর প্রয়োজন নেই বলেই বেশী টাকা রাখা হয়নি। বিরোধী পক্ষের সদস্যবর্গ তাদের প্ররোচনার দ্বারা আমাদের যে সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে কাজ হচ্ছে তা বানচাল করার চেষ্টা করছেন। তাদের এই যে মনোবৃত্তি যার ফলে তাঁরা বলে থাকেন, টাকা কম বরাদ্দ করা হয়েছে। আমাদের যে expert বা technical man আছেন তাদের পরামর্শ অনুসারেই সাব্রুম টাউনকে রক্ষা করার জন্য যতটুকু করার প্রয়োজন ঠিক ততটুকু করা হয়েছে এবং আমরা আশাকরি সাব্রুম টাউনকে protection দিতে পারব। আপনারা বলেছেন সাব্রুমের S.D.O. Officeটা protection দেওয়া হয়েছে কিনা। আমি বলব যে S.D.O. Office বা Sabroom Town কেন, সমস্ত সাব্রুম Divisionটাকে protection দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। Similarly বৈষ্ণববাড়ীর জন্যও টাকা রাখা হয়েছে এবং কাজও হচ্ছে। আর একটা কথা মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্য বলেছেন যে, টাকা ফেরৎ যাচ্ছে। মাননীয় সদস্য কোথায় খবর পেলেন যে, উন্নয়নের জন্য আমাদের যে টাকা বরাদ্দ আছে সে টাকা ফেরৎ যাচ্ছে? তাঁরা কি বলতে চাচ্ছেন আমার তা বোধগম্য হচ্ছে না। একবার মাননীয় সদস্যবর্গ বলছেন যে টাকা কম বরাদ্দ করা হচ্ছে আবার বলছেন টাকা ফেরৎ যাচ্ছে। মাননীয় সদস্যবর্গ বোধহয় অবগত আছেন যে, ত্রিপুরায় technical staff আমরা পাইনা ; তাই অনেক কষ্ট করে তাদের বাইরে থেকে আমাদের এখানে আনতে হয় এবং তাদের থাকবার বন্দোবস্ত করতে হয়। এই সমস্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এবং ত্রিপুরার সত্যিকারের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা-গুলোর কাজ চলছে এবং সেগুলো ঠিক ঠিক ভাবে চলছে। মাননীয় সদস্য আবার বলেছেন আমাদের কর্মচারীবর্গকে ছুটির দিনেও খাটানো হয় কিন্তু মাঠে যারা কাজ করে তাদের overtime দেওয়া হয় না। কিন্তু আমি জানি তাদেরকেও special allowance দেওয়া হচ্ছে এবং overtimeও দেওয়া হচ্ছে।

তাদের জন্য special allowance দেওয়া হচ্ছে, overtime দেওয়া হচ্ছে অথচ বলছেন টাকা কম দেওয়া হচ্ছে, কিছুল বলছেন বেশী দেওয়া হচ্ছে এটা কোন্ যুক্তি তা আমাদের বোধগম্য হচ্ছেনা।

আর এক জায়গায় বলছেন জল বেশী হচ্ছে, আর এক জায়গায় জল কম হচ্ছে, আর এক জায়গায় বলছেন ড্রেন করে কেটে দাও। এই Flood Protection Scheme গুলিকে নিয়েই আমাদের Flood এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হচ্ছে। এবং আমরা ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছি। তার প্রমাণ Minor Irrigation Scheme এবং কতকগুলি Diversion Scheme করা হয়েছে। Life Scheme এর কাজ চলছে। Life Scheme বাদে ও অন্যান্য Irrigation Scheme করছি। তদুপরি আগরতলায় Embankment এর কাজ হচ্ছে। তার মধ্যে সাবরুমের নাম পাননি বলেই মাননীয় সদস্য রাগ করেছেন। তবে একটা কথা হচ্ছে আপনাদের Tube well দেওয়া হচ্ছে। আপনারা দেখুন। আপনারা একচোখে ভাল দেখেন আর এক চোখে খারাপ দেখেন। অতএব আমি এই Cut Motion এর কোন যুক্তি দেখতে পাচ্ছি না। এখানে Technical staff কম। আমাদের এখানে Engineering staff যা আছে তারা সন্তোষজনক ভাবেই কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। বর্ত্তমান বৎসরে এই খাতে ৫,১০,৫০০ শত টাকা রাখা হয়েছে। যারা তাদের শক্তি সামর্থ দিয়ে দিনরাত কাজ করছে তারা কৃষকদেরও সাহায্য করছে এবং Grow more food campaign দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। মাননীয় সদস্য বলেছেন যে পাকিস্থান থেকে গোমতী নদী দিয়ে ত্রিপুরাতে জাহাজ আনার জন্য। সেজন্য তিনি গোমতী নদী খনন করতে চেয়েছেন। কিন্তু আমরা তা পারব না। সেইজন্য মাননীয় সদস্যের Cut Motion এর বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :— I would call on Shri Atiqul Islam.

শ্রীআতিকুল ইস্‌লাম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমরা এখানে irrigation এর উপর যে Demand আনা হয়েছে সেই বিষয় আলোচনা করব।

Shri Aghore Deb Barma :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার কাট মোশান ছিল। কিন্তু আমাকে বলতে দেননি।

Mr. Speaker :— I will call you after he has finished.

শ্রীআতিকুল ইস্‌লাম :— আপনি যদি তাঁকে বলতে দেন তাতে আমার কোন আপত্তি নাই।

Mr.Speaker :— I shall call him after you have finished.

শ্রীআতিকুল ইস্‌লাম :— আমরা এখানে Irrigation নিয়ে আলোচনা করছি। Irrigation মুখ্যতঃ কৃষি সম্পর্কিত এবং এই Irrigation এ Production কি বেড়েছে বা বাড়েনি তা আমরা জানি না। অন্ততঃ মন্ত্রী মহোদয়েরা তা বলেনি যে আমাদের Production এই ছিল ; এই হয়েছে। আমাদের list দেখিয়ে লাভ নেই। যখন Inaccessible Committee এখানে আসে তখন তারা একটা Report দেয় যে ১৯৫৩-৫৪তে আমাদের ত্রিপুরায় খাদ্যের উৎপাদন ছিল ৩৯,৫৭,৩৪৪ মণ আর ১৯৫৭-৫৮ সালেতে তার পরিমাণ কমে গিয়ে দাঁড়ায় ৩২,২৬,৫০০ মণে। খাদ্যের উৎপাদন বাড়ার কথা কিন্তু কম হওয়ার কথা নয়। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রতি একরে দিনের পর দিন উৎপাদন কমে যাচ্ছে। ১৯৫৬-৫৭ সালে প্রতি একরে ১০ মণ ধান হত। আর ১৯৫৭-৫৮ সালে তা হল ৯ মণ। তারপর আপনারা যে বক্তৃতা করেন তাতে আপনারা বলেননি যে খাদ্যের production বেড়েছে। এখন Irrigationএর কি হচ্ছে, আমরা বহুবিধ Scheme করেছি। Sarbangchera Irrigation scheme, কল্যাণপুরে

sluice gate হয়েছে। কিন্তু আজকে সেই sluice gate ভেঙ্গে চুড়মার হয়ে গেছে। যে Contractor এটা তৈরী করেছে তাকে বলা হয়েছিল যে একটা specific periodএ যদি gate ভেঙ্গে যায় তা'হলে তার ক্ষতিপূরণ Contractor দিতে বাধ্য থাকবেন। সেই periodএর ভিতরই gateটি ভেঙ্গে গেল। কিন্তু তার কোন explanation আমরা চাইনি। আমরা তাকে full payment করে দিলুম। আমি কাশীগাঁও irrigation schemeএর কথা বলছি। কাশীগাঁও Scheme করা হ'ল, একবার ঢালাই করা হল এবং একবার ভাঙ্গা হল কিন্তু তারপর কি হল না হল আমরা তা জানিনা। সেখানকার S.O কে transfer করে অমরপুরে পাঠিয়ে দেওয়া হল। আমরা নূতননগরে একটা tube-well বসিয়েছি irrigation এর জন্য। কিন্তু সেটা দিয়ে কোথাও কোথাও জল বেশী যায় কোথাও কোথাও জল কম যায়। এটা যে কতদিন টিকবে তা আমরা জানিনা। শোনাই নদী Irrigation scheme আজ ৩।৪ বৎসর ধরে কাজ চলেছে। কিন্তু কোন কাজ হচ্ছে না। ঘোড়ামারা scheme বিশ হাজার টাকা খরচের পর এখন আমরা বলছি, that scheme is unsuccessful এখন এটা করা যাবে না। আপনারা public money নিয়ে খেলছেন কেন? public money নিয়ে এমন ছেলেখেলা করার কোন মানে হয় না। পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য আমরা আপনাদিগকে লক্ষ লক্ষ টাকা দিতে পারিনা। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা জানি আমাদের একটা Navigation Deptt. আছে কিন্তু আমরা জানিনা আজ পর্যান্ত তাদের দ্বারা কোন কাজ হয়েছে কিনা। এখন আমরা কি করছি, তাদের দিয়ে Irrigationএর কিছু কাজ করাচ্ছি। শুধু irrigation এর জন্য দুইটি Divisionএর কি প্রয়োজন। আমরা জানি আজকে সোনামুড়ার কি position, সোনামুড়া নদীর পাড় ভেঙ্গেছে। নদীটা Diversion করা যেত। কিন্তু আমরা তা করিনি। এই functionএর জন্য দুই Deptt. থাকার কোন সার্থকতা নেই। এমন বহু scheme আছে যেগুলি আমরা করছি পয়সা খরচ করে। তারপর আমরা চলে আসছি এটা হবেনা বলে। আমরা যে সমস্ত কাচা খালের মাধ্যমে জমিতে জল দেওয়ার ব্যবস্থা করি সেগুলি কিছুদিন পর বন্ধ হয়ে যায়। Practically ত্রিপুরাতে এতে কোন benefit হচ্ছে না। যেমন চম্পাছড়ার lift irrigation scheme। কাজেই আমরা দেখছি যে Irrigation Deptt দিয়ে আমরা completely failure হয়েছি। আমাদের যে অর্থ ব্যয় হচ্ছে তার ফলে কি আয় হচ্ছে। আপনারা আগরতলাকে বাঁচাবার জন্যে বাঁধ দিয়েছেন। কিন্তু আজ বনমালীপুর, মধ্যপাড়া ইত্যাদির দিকে দেখুন বর্ষাকালে সেখানে কি অবস্থা হয়। আপনারা শুধু সহরকেই বাঁচাতে চান কিন্তু গ্রামের কথা মোটেই আপনারা ভাবেন না। মন্ত্রীরা সহরে থাকুন সুখে, গ্রামবাসীরা মরুক। এই যে আপনাদের বাজেট দিয়ে কোন Socialistic Pattern of Society গড়ে উঠতে পারেনা।

Mr. Speaker :— I would now call on Shri Aghore Deb Barma

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার এখানে একটা cut motion আছে "that the Division for maintenance and repairs is insufficient. আমার মূল বক্তব্য হচ্ছে যে সমস্ত জায়গায় বাঁধ দিয়ে ধানগাছ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়, বহু হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে, সেগুলি maintaince যদি বন্ধ করা না হয় তাহলে উদ্দেশ্য যে সফল হয় না তার কতকগুলি ঘটনা খুব সামান্যভাবে আমি

এখানে উল্লেখ করব। কমলপুর, দুলাইছড়া সরকারী টাকা দিয়ে বাঁধ দেওয়া হয়েছিল। যেটা এখানের মধ্যে আছে, construction of ধুলাইছড়া minor irrigation scheme যেভাবে হউক ৩১ হাজার ৬ শত টাকা ধরা ছিল। এই বৎসরের এই নূতন বাজেটে তা ধরা হয়নি এ কথা আমি পূর্ব্বেও বলেছিলাম। আরেকটা ঘটনা হচ্ছে construction of রাঙ্গাপানী এবং Chichimachera যেখানে দুইটি ছড়া আছে। বিশ্রামগঞ্জ থেকে ২॥ মাইল দূরে হবে। সেখানে সরকারী খরচে বাঁধ construction করা হয়েছিল, যাতে irrigation purpose serve করে ঠিক সেইভাবে করা হয়েছিল। এখানে আবার মূল প্রশ্নটি হল আমরা irrigation এর জন্য বাঁধ দেওয়ার ব্যবস্থা করি এবং এইসব জল সরবরাহ করার উদ্দেশ্যেই করে থাকি। কিন্তু এই সমস্ত অবস্থার জন্য বহু টাকা খরচ করা হয়। কিন্তু তা যদি সামান্য বৃষ্টিতেই নষ্ট হয়ে যায় তবে আমাদের বাঁধ দেওয়ার কোন কারণ থাকতে পারেনা। মরা নদীর বরাবর ঠিকমত বাঁধ দেওয়া হলে সে জল দিয়ে তার পাশাপাশি জমির মধ্যে জল দেওয়া সম্ভব হয় না, আবার নূতন বাঁধ সেখানে দিতে হবে। কাজেই এইভাবে আমাদের Ruling Partyর মাননীয় সদস্য যে বলে থাকেন আমাদের expert আছে তারা পরীক্ষা নিরীক্ষার পর এই সমস্ত কাজ করছেন, এই হচ্ছে তার চিত্র। Expert পরীক্ষা নিরীক্ষা করবেন, ভাল কথা। অনেক টাকা পয়সা খরচ করার পরও মানুষের খাদ্য উৎপাদনের পক্ষে যদি এই সমস্ত কাজ execute করার পদ্ধতি দোষত্রুটির জন্য লাগাতে না পারি, এই কথাই আমরা বলতে পারি আমাদের জনসাধারণের টাকা mis use করা হচ্ছে, এই হল অবস্থা। তা ছাড়াও অনেকগুলি কাজ আছে যেখানে যেখানে প্রয়োজন যেমন অমরপুর Serleng যে এলাকা সেখানে গোমতীর জল ঢুকে ফসল নষ্ট করে। এই সমস্ত স্থানে যদি বাঁধ দেওয়ার ব্যবস্থা হত তা'হলে ফসলটা আমরা সেখানে রক্ষা করতে পারতাম। বিশালগড়, দুর্গানগর একটা বিরাট এলাকা। তার পশ্চিম দিকে যদি ভাল করে খাল কেটে জল নিষ্কাসনের কাজ করা যায় তা'হলে কৃষকদের ও কৃষির উপকারে আমরা লাগাতে পারতাম। Birganj এর পাশাপাশি যদি একটা গাঙ্গাল বেঁধে দেওয়া হত নিশ্চয়ই অনেক ফসল আমরা সেখানে রক্ষা করতে পারতাম। ত্রিপুরা রাজ্যে এমন বহু জায়গা পতিত পড়ে আছে, সেগুলি সংস্কার করলে আমাদের অনেক উপকারে আসতে পারে। তা'ছাড়া ধুবিছড়ার সংস্কার যদি করতে পারি এবং তাকে diversion করতে পারি তাহলে ৮২ দ্রোণ জায়গা যেটা এখন অনাবাদী অবস্থায় পড়ে আছে reclamationএ যদি আনতে পারি তাহলে উৎপাদনের স হায়ক হত। উদয়পুরে শোকসাগরজলা যেটা আছে সেখানে জল নিষ্কাসনের জন্য sluice gate এর ব্যবস্থা আছে। Chakmajala, Hurijala, শোকসাগর জলা যেটা সেখানে যদি আমরা যেভাবে যেভাবে জল নিষ্কাসনের ব্যবস্থা করতে পারতাম তাহলে ফসল উৎপাদন সেখানে করতে পারতাম তাছাড়া অনেক জায়গা আছে যেগুলি construction করেই আমরা উৎপাদন কার্য্যে ব্যবহার করতে পারি। আর একটি হচ্ছে ধুবিছড়ার কাছাকাছি কয়েকটি নদী বাঁক আছে। সেটাকে যদি divert করে দেওয়া যায় তাহলে flood থেকে সেখানকার ফসলটাকে রক্ষা করতে পারতাম। মনু নদীর উপর ছড়াটাকে পরিসর করা দরকার।

Manu South—এ জায়গাতে অনেকগুলি ছড়া একত্র হয়েছে। কিন্তু এইগুলির জল যাওয়ার জায়গা অত্যন্ত কম। সামান্য বৃষ্টি হলেই সেটা ফাঁক হয়ে যায় এটা যদি reclamation

করার ব্যবস্থা করতে পারতাম তাহলে উপকৃত হতাম। Expert or Engineer যা ভাল মনে করেন তাই সেখানে করবেন। কিন্তু আমার মূল বক্তব্য হচ্ছে কিভাবে ফসল রক্ষা করতে আমরা পারি সেটাই আমাদের দেখা দরকার। Demand No. 37এ ৩ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা এবং Demand No. 24এ ৫ লক্ষ ৫ শত টাকা, মোট ৮,৮০৫০০ টাকার ব্যয়বরাদ্দ রাখছি কিন্তু।

ত্রিপুরা রাজ্যে খাদ্যে যে ঘাটতি, কোটি কোটি টাকার খাদ্য প্রতি বৎসর বাইরে থেকে আমদানী করতে হয় এর পরিপ্রেক্ষিতে সব চাইতে বড় দরকার হবে খাদ্য উৎপাদন বাড়ানো এবং খাদ্যে ত্রিপুরা self sufficient যাতে হয় সেই দিকে লক্ষ্য রাখা। কাজেই যে টাকা বাজেটে ধরা হয়েছে এক chanceএ যদিও টাকার অঙ্ক বেশী মনে হয় কিন্তু বাস্তবিক যদি আমরা ঠিকঠিক ভাবে সংস্কার কার্য্য চালিয়ে যেতে ইচ্ছা করি তাহলে এই টাকা ত্রিপুরা রাজ্যের প্রয়োজনের তুলনায় কিছুই নয়। যে টাকা বছরের পর বছর খরচ করি যেমন আমি উল্লেখ করেছিলাম চিচিমা Rangapani সেখানে ৩২ হাজার টাকা খরচ করে irrigation purposeএ বাঁধ দেওয়া হয়েছিল, তদরূপ দলাইছড়াতেও centre হয়েছিল। ত্রিপুরা রাজ্যে অনেক এই রকম জায়গা আছে যেখানে বড় বড় বাঁধ এবং গাঙ্গাইল বাঁধা প্রয়োজন। কিন্তু যে সমস্ত বাঁধ দেওয়া হয়েছে সেসব বাঁধও সামান্য বৃষ্টিতেই নষ্ট হয়ে যায়। এইভাবে যদি বাজেটের টাকা একের পর এক misuse হতে থাকে তাহলে খাদ্যের target আমরা কিভাবে পূরণ করব এটা চিন্তা করা দরকার। কাজেই আমি অনুরোধ রাখব যদি খাদ্যে ত্রিপুরাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে হয় তবে ত্রিপুরাতে যথাযথভাবে কার্য্য করে কৃষকদের খাদ্য উৎপাদনের কার্য্যে যাতে বাজেটের টাকা খরচ করা হয় তার দিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। আমাদের Ruling Partyর একজন মাননীয় সদস্য বলেছেন যে, যে টাকা রাখা হয়েছে বাজেটে সেটা যথেষ্ট। আমি বলব এটা যথেষ্ট নয়। তিনি যদি নিজেদের মধ্যে এ টাকা ভাগ বাটোয়ারা করে যার যার পকেট ভারী করার উদ্দেশ্য নিয়ে বলে থাকেন তাহলে তিনি বলতে পারেন—তাহলে এটা বেশী হতে পারে। তাছাড়া ৯ লক্ষ টাকা যেটা আছে এটা কংগ্রেস সংগঠন কার্য্যকে শক্তিশালী করব, দালানের উপর দালান তুলব, গাড়ী-বাড়ী কিনব এই উদ্দেশ্যে যদি বলে থাকেন তাহলে এ টাকা যথেষ্ট সন্দেহ নেই। কিন্তু খাদ্যের যে পরিমাণ ঘাটতি তা পূরণ করতে হলে প্রয়োজনের তুলনায় এ টাকার কোন সঙ্গতি নেই। বাঁধগুলি যদি maintain না করা হয়, যে purposeএ সে বাঁধগুলি করা হয় সেটা serve করে কিনা সেদিকে যদি লক্ষ্য না রাখা হয় তাহলে টাকা খরচ করে সে টাকা কাজে লাগলোনা এটা কোন যুক্তিসংগত কথা নয়। সেগুলি যাতে কাজে আসে তার চেষ্টা করা উচিত।

Mr. Speaker :— I would now call on Shri Prafulla Kumar Das.

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস :—

Hon'ble Speaker, Sir, আমাদের মাননীয় উপমন্ত্রী মহোদয় Houseএ Demand No 37 & Demand No 24এ যে ব্যয় বরাদ্দের দাবী পেশ করেছেন আমি তার সমর্থনে এবং এর বিরুদ্ধে যে Cut Motion আনীত হয়েছে তার বিরুদ্ধে আমার বক্তব্য রাখছি। এই দাবীর উপর বক্তৃতা করতে গিয়ে মাননীয় বিরোধীদলের সদস্যরা যে সমস্ত প্রসঙ্গের উত্থাপন করেছেন এইগুলি শুধু তাদের যে স্বভাব, সত্যকে ঢেকে রেখে অসত্যকে নিজের দলীয় স্বার্থে বলার যে অভ্যাস সেটাই তারা আবার নূতন করে এখানে নজীর রাখলেন এবং তারজন্য এখানে Cut Motion এনেছেন।

কিন্তু তার সমর্থনে বক্তৃতা করতে গিয়ে বলেছেন সাব্রুম শহরে কিছু কিছু কাজ হয়েছে কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় খুব কম। আর Cut Motion এনেছেন বহু কিছুই হয় নি। আবার বলেছেন spur সেখানে নেই, এ সম্পর্কে ২টি জায়গার কথা উল্লেখ করেছেন। একটি বৈষ্ণবপুর এবং আর একটি জয়কুমারপাড়া। সেখানে একটা spur দেওয়ার কথা সেটা expert যারা আছেন তারা যদি প্রয়োজন মনে করেন তাহলে নিশ্চয় দেবেন। একটা নদী কয়েকশত মাইল লম্বা। তার প্রত্যেকে জায়গাতেই spur দিতে হবে তার কোন মানে নেই। যতই করা হক না কেন কোন না কোন গ্রাম তা থেকে বাদ পরবে এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক। সমস্ত গ্রামের scientifically প্রয়োজনায়তা আছে কিনা সেটা তারা দেখতে পান না। আবার এখানে আরেকজন সদস্য ১৯৫৭-৫৮ সালের ত্রিপুরা রাজ্যের খাদ্যের production সম্বন্ধে report দিয়ে দেখাতে চেয়েছেন ত্রিপুরার খাদ্য উৎপাদন বর্তমানে কমে গেছে। ১৯৫৮ সালে অবশ্য কিছুটা কমে গিয়েছিল কিন্তু এর পর আমরা বাড়তির দিকে চলেছি দেখতে পাচ্ছি। তারা তারপরও কিভাবে বুঝাতে চেয়েছেন যে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়ে নি। আমাদের ১৬ হাজার টন অধিক খাদ্য উৎপাদন করতে হবে; সেটা ওনারা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন। অনেক plan, পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে বুঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে যে narrow outlook নিয়ে কথা বলার অভ্যাস উনাদের সকলেরই। সবাই যার যার এলাকা সম্পর্কে বক্তব্য রাখছেন, কেউ সোনামুড়া, কেউ সাবরুম, কেউ চড়িলাম—এগুলি তাদের ত narrownessএর প্রতিই অঙ্গুলি নির্দেশ করছে। ত্রিপুরার যে সমস্ত তথ্য তারা দিয়েছেন তাতে মনে হয় কোন খবরাখবর না রেখে তারা এখানে পরিবেশন করছেন। ডুলাইছড়া যে constructionএর কথা তারা এখানে বলেছেন সেটা ভেঙ্গে গেছে ইত্যাদি। কিন্তু সেটা যে ইতিমধ্যে makeup হয়েছে সেটার কোন উল্লেখ উনারা এখানে করেন নি। তারা সেই ৫ বছর পিছনেই রয়ে গেছেন। তারপর সোনামুড়ার জন্য কোন provision এই বাজেটে রাখা হয়নি একথা বলা হয়েছে। কিন্তু উনারা বাজেট খুললে দেখতে পেতেন ত্রিপুরার সামগ্রিক উন্নতিই আমাদের লক্ষ্য ও সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই এই বাজেট প্রস্তুত করা হয়েছে। এই কারণে টাকা খরচ করা হয়েছে এবং হচ্ছে। কাজেই এই সমস্ত অপ্রাসংগিক কথা তোলা হচ্ছে এই কারণে যে আমাদের সরকার যে ত্রিপুরাকে শক্তিশালী, সমৃদ্ধিশালী করে গড়ে তোলার চেষ্টা করছেন সে সম্পর্কে জনসাধারণের কাছে আবোল-তাবোল কথা বলে সস্তায় নাম কিনার চেষ্টা উনারা করছেন। সুষ্ঠু, বলিষ্ঠ যুক্তির অবতারণা তাদের বক্তৃতায় নেই। তাদের বক্তব্যের অসারতা এই বাজেটকে সমর্থন না করে পারবেনা।

Mr. Speaker :— I would now call on the Hon'ble Deputy Minister Shri M. L. Bhowmik to reply.

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি Houseএর সামনে যে Demand No. 24—Irrigation, Navigation, Embankment & Drainage Works এবং Demand No 37—Capital outlay on Irrigation, Navigation, Embankment & Drainage works উত্থাপন করেছি সেই Demandএ যে অর্থ নির্দ্ধারিত করা হয়েছে এবং তার উপর যে সুদীর্ঘ আলোচনা করা হয়েছে, সেই সম্বন্ধে আমি কিছু বলব। আমি আমার এই দাবী উত্থাপনের সময়ে যে বক্তব্য রেখেছিলাম তা হতে এই

দুটি Demandএ যে সত্যিকারের লক্ষ্য তা অতি সুস্পষ্ট। ত্রিপুরায় যে খাদ্যের অনটন আছে এবং ত্রিপুরায় যে সমস্ত ঘাটতি অঞ্চল আছে সেখানে আমরা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে চাই কারণ বর্তমানে ত্রিপুরার যে সমস্যা আছে সেই সমস্যাগুলির মধ্যে সবচাইতে যে বড় সমস্যা আছে তা হল খাদ্য সমস্যা। আমরা এ খাদ্য সমস্যা দূরীকরণের জন্য, ত্রিপুরাকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করবার জন্য যে ব্যবস্থা করছি বাজেটের এই Demandএ যে দাবী উত্থাপন করছি ইহাতে তাহা সুস্পষ্ট। ত্রিপুরার যে নালা ছড়া নদী আছে তাহার গভীরতা এত কম যে কোন কোন জায়গায় বৎসরে একবার দুইবার করে বন্যা হয়ে যাচ্ছে এবং এই বন্যায় সমাজের উপর, জনসাধারণের অর্থনৈতিক অবস্থার উপর যে চাপ পড়ছে সেটা নিবারণের জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে। যেখানে অতিরিক্ত জল আছে সেই জল নিষ্কাষণ করাও প্রয়োজন। কৃষির দিকে এবং অন্যান্য দিকে লক্ষ রেখে যে সমস্ত এলাকায় জল অতিরিক্ত পরিমাণে জমে থাকে সে সব এলাকায় drainage করে জল নিষ্কাষণ করা হয়। আজ এই সম্বন্ধে যে scheme বাজেটে রাখা হয়েছে তাতে detailed বিবরণ দেওয়া আছে। একথা সত্য যে ত্রিপুরার সমস্ত এলাকায় irrigation facility পাচ্ছে না। এ সম্পর্কে আমি বলব যে বন্যার কবল থেকে জনসাধারণকে যাতে রক্ষা করতে পারা যায় সেজন্য যে scheme করা হয় সেই cheme করতে গেলে survey, investigation দরকার। তাহাও সম্পন্ন করা হয়েছে। আমরা সেখানে কাজ আরম্ভ করেছি। এ কথার অর্থ এ নয় যে irrigation facilities, drainage scheme এর কাজ শেষ হয়েছে এবং আর করার দরকার নেই। প্রয়োজন আছে সেটা স্বীকার করি। অন্যান্য অনেক জায়গায় প্রয়োজন রয়েছে; সেখানে এসব schemeএর extension করা হবে। ত্রিপুরার যে সমস্ত জায়গায় drainage schemeএর প্রয়োজন আছে সেই সমস্ত জায়গায় drainage scheme করা হবে। ত্রিপুরায় কৃষির ব্যবস্থা যে অনেকখানি উন্নত হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। Demand No. 24-এ মাননীয় সদস্য যে ছাটাই প্রস্তাব এনেছেন that the provision for maintenance & repairs is insufficient, আমার মনে হয় ব্যাপারটা যে কি তা তিনি ধরতে পারছেন না। যে সমস্ত কাজ already complete করা হয়েছে সেসব কাজগুলো ঠিক ঠিক ভাবে রক্ষার জন্য repair এবং maintenance এর ব্যবস্থা রেখেছি। কাজেই necessary maintenance বা repairএর ব্যবস্থা করিনি বা facilities দেওয়া হয়নি এরকম specific instance এ জায়গায় তিনি দিতে পারেননি। সরকার যে embankment বা agriculture এর জন্য irrigationএর ব্যবস্থা করেছেন তার যথাযথ maintenanceএর ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। আমি বলব মাননীয় সদস্য শ্রীআতিকুল ইসলাম যে বলেছেন সরকার এসবগুলো রক্ষা করছে না—তাহা সত্য নহে। তিনি বলেছেন যে বাঁধ দিয়ে সরকার আগরতলা টাউনের ব্যবসায়ীদের রক্ষা করছেন কিন্তু তাহার সন্নিহিত অঞ্চলে যে কৃষকরা রয়েছেন তাদের আমরা ধ্বংস করতে চলেছি। Irrigationএর ব্যাপারে যারা expert আছেন তাদের পরামর্শ মতেই এই বাঁধ construction করা হয়েছে। আমি জানিনা মাননীয় সদস্য Engineer কিনা বা এই লাইনে তাঁর জ্ঞান আছে কিনা; তাহলে Irrigation Deptt.এ তাঁকে চাকুরী দিতে পারি। রাজার আমলে যে scheme করা করা হয়েছিল সে scheme যে বেদ-বাক্যের মত সত্য ও নিভু'ল তাহাও বলা যায় না। আমাদের যাঁরা Engineer আছেন তারাই দেখবেন যে এই সমস্ত ব্যাপারে কোন দোষ ত্রুটি আছে কিনা এবং থাকলে সেটা সংশোধন করা

হবে। কিন্তু তাই বলে যে আমরা কৃষককে ধ্বংস করতে যাচ্ছি শহরের লোকের স্বার্থে - এ কথা নিশ্চয়ই সত্য নয়। উঁারা যে কি করে এটা বলতে পারলেন আমি তা বুঝতেই পারছি না। কৃষকের উন্নতিই আমাদের কাম্য বস্তু। আমাদের দেশের শতকরা ৭০ থেকে ৭৫ ভাগ কৃষক। তাদের বাদ দিয়ে আমরা শহরবাসী যে বাঁচব তা কখনো সম্ভব নয়। তাদের জন্য ব্যবস্থা রাখা হয়নি তা যুক্তিসংগত কথা নয় এবং এরা এই যে cut motion এনেছেন আমি এটার বিরোধীতা করছি।

Demand No. 37, তার উপরে কয়েকটা cut motion রাখা হয়েছে 'that the demand be reduced by Rs. 100/-. তারপর মাননীয় সদস্য শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী বলেছেন that there is no provision for protection of Sabroom Town from irrosion of river Feni. আমরা সাবরুম সহরকে রক্ষার জন্য যে ব্যবস্থা করেছি, বর্ত্তমানে যে কাজ হচ্ছে এবং Protective measure নেওয়া হয়েছে তাতে আমরা শুধু Townকে রক্ষা করবো না সমগ্র সাবরুমকেও রক্ষা করবো। এই কথাটি আমি বুঝতে পারলাম না যে মাননীয় সদস্য কি বলতে চাচ্ছেন যে শহরের অস্তিত্বই আজ বিপন্ন, শহরের শ্মশানক্ষেত্র যেটা তা রক্ষা করা যায়। তাতে কি তিনি বলতে চাচ্ছেন that the creamation ground should be protected from irrosion of river of Feni. মাননীয় সদস্য অবশ্য এ কথা বলতে পারেন; কিন্তু আমরা তা বলিনা। কারণ আমরা নৈরাশ্যবাদী নই। আমরা সারা সাবরুম টাউনকে রক্ষা করতে চাই শুধু শ্মশানকে নয়। আমরা চাইনা যে জনসাধারণ সব শ্মশানে চলে যাক্। কাজেই আমরা শ্মশানযাত্রী হতে চাইনা। আর একটা cut motionএ মাননীয় সদস্য শ্রীবুলু কুকী বলেছেন that the provision for construction of Irrigation, Navigation, Embankment & Drainage Workএ বাজেটে যে অংকের টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে তা ফেরৎ যায় মাননীয় সদস্য কোথায় দেখলেন যে আমাদের টাকা ফেরৎ গেল, সেটা PWD Deptt. এর কিনা তা তিনি এড়িয়ে গেলেন। আমাদের ত্রিপুরার সর্ব্বত্র বিভিন্ন এলাকায় Irrigation, Navigation, Embankment এবং Drainage এর জন্য যে টাকার প্রয়োজন হবে সেই টাকাই এ বাজেটে রাখা হয়েছে। যা আমরা খরচ করতে পারবো না সে টাকা রাখা হচ্ছেনা। একদিনে বা এক বৎসরে সবকিছু শেষ করা যায় না। Things are more easily said than done, করার চাইতে বলা খুব সহজ। যারা কাজ করবেন তারা জানেন difficulty কোথায়। আমাদের যে Engineer আছেন তাদের মধ্যে সকলেই all on deputation on Tripura বলা যায় না।

অতএব আমাদের যে সংহতি আছে, আমাদের যে staff আছে এইসব বিবেচনা করে আমাদের কাজ করতে হয়। আপনারাতো বলেছেন Irrigation আমাদের এলাকায় হয় নাই, সব কাজ এক বৎসরে শেষ করতে পারা যায় না। ১৯৬৪-৬৫ সালে ত্রিপুরার সব Sub-divisionএ Irrigation, Navigationএর কাজ শেষ করব এটা কি বলা যায়। Is it possible? তারপর আমরা যে সমস্ত ব্যবস্থা করেছি Irrigation, Navigation, Embankmentএর ব্যাপারে সেই সমস্ত কৃষকদের জন্য তাদের কতখানি উন্নতি হয়েছে তা আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করতে পেরেছেন। পাট আমাদের এখানে যথেষ্ট হচ্ছে সেই সম্বন্ধে যে তথ্য Houseএর সামনে রাখা হয়েছে সেটা আমি ১৯৬২-৬৩

সনের যে তথ্য আছে তা এখানে পরিবেশন করব। আমাদের যে production বেড়ে যাচ্ছে তা এই দুই বৎসরের হিসাব দেখলেই বুঝা যাবে। ১৯৬২-৬৩ সনে areas in acre under paddy cultivation ছিল ৫৪,০৫,৫০০, production in Metric Tons ১,৭৩,৪৮২।

১৯৬৩-৬৪ সালে area in acre under paddy cultivation 4,54,000 এবং production in matric ton in respect of rice 1,73,940. ১৯৬৪-৬৫ সালের যে পরিসংখ্যান সেটা এখানে দিতে পারলাম না। কাজেই আমরা যে কৃষির উৎপাদন বাড়াতে পেরেছি এটাই তার প্রমাণ। আমরা grow more food campaign চালিয়ে যাচ্ছি। এটাকে জোরদার করার জন্য আমাদের বাজেটে এই সমস্ত ব্যবস্থা করা হয়েছে। সুতরাং আন্দোলনকে জোরদার করার জন্য আমি মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যদের আহ্বান জানাব তাঁরাও যেন সহযোগিতা করেন। তাঁরা যেন কৃষকদের এর উপকারিতা বুঝিয়ে দেন। যদি তাঁরা বুঝান সরকার যা করছেন তা তাদের অফিসারদের জন্য, বাড়ীর জন্য, তাদের গাড়ীর জন্য তা'হলে ত্রিপুরার ঠিক ঠিক উপকার তাঁরা করছেন না। কাজেই আমাদের আন্দোলনকে যা'তে সাফল্যমণ্ডিত করতে পারি তারজন্য চাই আপনাদের সক্রিয় সহযোগিতা। আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করব। ছাঁটাই প্রস্তাব যে কয়টা তাঁরা এখানে এনেছেন এগুলো গ্রহণযোগ্য নয়। বর্তমান অবস্থায় আমরা তা গ্রহণ করতে পারিনা। কাজেই আমি আমার demandকে সমর্থন করে তাঁদের আনীত Cut Motionগুলোর বিরোধীতা করছি। আশা করি House তা সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করবেন।

Mr. Speaker :—The discussion on Demand for Grant No. 24-Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial) is closed. Now I will put the Motions to vote. First I will put the Motion of Shri Aghore Deb Barma, M.L.A. "That the provision for maintanance and repairs is insufficient."

As many as are of that opinion will please say "Ayes."

Opposition :—'Ayes'.

Mr. Speaker :—As many as are of contrary opinion will please say "Noes".

Congress :—'Noes'

Mr. Speaker :—"Noes" have it.

I will now put the main Motion of the Hon'ble Minister. The question before the House is that a sum not exceeding Rs. 3,80,000 be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1965 in respect of Demand No. 24-Irrigation, Navigation, Embankment & Drainage Works (Non-Commercial).

As many as are of that opinion will please say "Ayes",

Congress :—'Ayes'.

Mr. Speaker :—As many as are of contrary opinion will please say "Noes" No voice). "Ayes" have it.

The discussion on grant No. 37 is also closed. I shall now place the Cut Motions to vote. First I will put the Cut motions of Shri Sunil Kr. Choudhury and Shri Bulu Kuki, M.L.A. together "That there is no provision for protection of Sabroom Town from erosion of river Feni", "That there is no provision for spurs on river Feni at Baishnabpur and Jaikumarpara", "That the provision for construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works is inadequate."

As many as are of that opinion will please say "Ayes".

Opposition :—'Ayes'.

Mr. Speaker :—As many as are of contrary opinion will please say "Noes".

Congress :—'Noes'.

Mr. Speaker :—'Noes' have it.

I will now put the main Motion to vote which the Hon'ble Minister moved that a sum not exceeding Rs. 5,10,500/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1965 in respect of Demand No. 37-Capital Outlay on Irrigation, Navigation, Embankment & Drainage Works (Non-Commercial).

As many as are of that opinion will please say "Ayes".

Congress :—'Ayes'.

Mr. Speaker :—As many as are of contrary opinion will please say "Noes". (No voice).

"Ayes" have it. (All Motions are passed and Cut Motions are lost).

Now I would call on the Hon'ble Minister to move his Demand for Grant No. 27-Famine Relief.

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :—

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই Houseএ আমার Demand for Grant No. 27—Famine Relief পেশ করছি। এতে ১,২৫,০০০ টাকা ব্যয় বরাদ্দের দাবী করা হয়েছে। এই টাকার অংক দেখে হয়ত বিরোধী দলের মাননীয় সদস্তরা বলবেন যে এই টাকার অংক অত্যন্ত কম, প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত কম। এটা একটা unforeseen charge. ভগবান না করুন ত্রিপুরা রাজ্যে যদি এ রকম না ঘটে তবে গতবার যেমন ঘটেছিল flood, cyclone ইত্যাদি, এই প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ের ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ বিপন্ন হয়েছিল। সেই দুর্গত মানুষকে আমাদের সরকার কি সাহায্য করেছিলেন তা সকলেই জানেন। বিপন্ন মানুষকে আমাদের যথোপযুক্ত সময়ে ঘরবাড়ী করবার জন্য সাহায্য দিয়েছেন। বীজ প্রভৃতি দিয়ে তাদের দাঁড়াতে সাহায্য করেছেন। শুধু তাই নয় যে সমস্ত ছাত্রের সেই জলপ্লাবনে তাদের বই ভাসিয়ে নিয়েছিল তাহাদিগকে সাহায্য করেছেন বইপত্র

দিয়ে। বন্যার সময় যে সকল জায়গার জল নষ্ট হয়ে গিয়েছিল সে সকল জায়গায় জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কৃষককে কৃষিঋণ দেওয়া হয়েছে। টাকার পরিমাণ তারা যতটুকু পাওয়ার যোগ্য ততটুকু তারা হয়ত পাননি, ততটুকু সরকারের পক্ষে দেওয়া সম্ভব হয়নি। তবুও সরকার সে সময় ১০,৯৬,৪২২ টাকা খরচ করেছেন। কি ভাবে সরকার খরচ করেছেন তার একটা ইঙ্গিত আপনাদের দিলাম। সুতরাং প্রয়োজন যদি হয় সেটা বাড়াবো। কাজেই আমি আশা করব আমাদের যে Motion সেটা আপনারা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করবেন।

Mr. Dy. Speaker :— I would now call on Shri Bulu Kuki, M.L.A.

শ্রীবুলু কুকী :- Hon'ble Speaker Sir, এখানে আমার একটা Cut Motion আছে। সেই Cut Motion হচ্ছে "that provision for Famine Relief is inadequate." কাজেই আমি আমার Cut Motionএর সমর্থনে কয়েকটা কথা বলতে চাই। দুর্ভিক্ষটা কেউ চায় না। অনাহারে কেউ থাকতে চায় না। সকলেই সুখে স্বচ্ছন্দে থাকতে ইচ্ছা করে। কিন্তু এই দুর্ভিক্ষ কোন সময়ে আসে, প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ কোন সময় হবে তা জানা নেই। যার ফলে জনসাধারণের না খেয়ে মরতে হয়। আমাদের ত্রিপুরায় পূর্ব্বপাকিস্তান হতে হাজার হাজার উদ্বাস্তু প্রবেশ করার ফলে আমাদের খাদ্যের উপর, এবং অর্থনীতির উপর চাপ সৃষ্টি হয়েছে। তদুপরি ত্রিপুরার উপর দিয়ে গতবার যে বন্যা এবং ঝড় হয়ে গেল তার ফলে ত্রিপুরার হাজার হাজার জনসাধারণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

আজকে আমাদের ত্রিপুরার অবস্থা একদিকে পূর্ব্বপাকিস্তান হতে হাজার হাজার উদ্বাস্তু ত্রিপুরায় প্রবেশ করে আমাদের খাদ্যের উপর চাপ সৃষ্টি করছে, অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি করেছে; তদুপরি বছর বছর যে একের পর এক বিপর্যয়—যথা, বন্যা, ঝড় প্রভৃতি হচ্ছে তার জন্য ত্রিপুরার জনসাধারণ, হাজার হাজার কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। সরকার পক্ষও একথা স্বীকার করে নিয়েছেন। অমরপুর, সব্রুম যে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল তার একটা হিসাব সরকারী তরফ থেকে দেওয়া হয়েছিল এবং বলা হয়েছিল শতকরা ৭৫জন মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। দ্বিতীয়বারে যখন নাকি আরেক বার বন্যা হয়, বিশেষভাবে অমরপুরের অবস্থা যা হয়েছিল অবর্ণনীয়। অমরপুরে যেসমস্ত কৃষক তাদের ধান এবং যাকিছু উৎপন্ন ফসল ছিল বন্যার জলে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। আমার বক্তব্য হল যে একটার পর একটা প্রাকৃতিক দুর্য্যোগের আক্রমণ কৃষকদের উপর এবং জনসাধারণের উপর এসে পড়েছে তাতে দেখা যায় সমস্ত কৃষকের ফসল নষ্ট হয়ে যায়। প্রথমবার দেখা গেছে ঝড় তুফান প্রভৃতিতে কৃষকদের ঘরবাড়ী যা ছিল সে সমস্ত ঘর এবং তাদের যে ফসল ধান, পাট যেগুলি ছিল সমস্ত নষ্ট হয়ে গেছে। এই সমস্ত ক্ষতি থেকে কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই ঠিক ফসল (ধান) কাটার আগেই আর একটা flood হল সেখানে এবং ফসল নষ্ট হয়ে গেল। Flood হওয়ার পর যে ফসল অবশিষ্ট ছিল তাও পোকার উপদ্রবে এবং হাতীর উপদ্রবে নষ্ট হয়ে যায়। অমরপুরে তার ফলে অভাব ও দুর্ভিক্ষ যেটা হয়েছে তা অবর্ণনীয়। গ্রামে গ্রামে মানুষ অনাহারে থাকছে। অমরপুরে চাউলের দর ৩২ থেকে ৩৫ টাকা পর্য্যন্ত উঠেছে; কৃষকদের জমির ফসল নষ্ট হয়ে যাওয়ার ফলে তাদের ঘরে ঘরে হাহাকার। চাউল খরিদ করে খাওয়ার মত অবস্থা তাদের নেই, এমনকি Govt .rationএ যে চাউল দেওয়া হয় তাও খরিদ করার মত অবস্থা তাদের নেই Govt.

Test Relief এর কাজও সেখানে সেরকম করা হয়নি যার ফলে সেখানে জনসাধারণকে একমাত্র বনের আলুর উপর নির্ভর করতে হয়। এখন-সেই আলুও শেষ হয়ে গেছে। আপনারা যদি বনে দেখতে চান তাহলে দেখতে পাবেন সেখানে আলু তোলার জন্য যে মাটি খোড়া হয়েছে সেটা প্রায় চাষের জমিতে যেমন চাষ দেওয়া হয় ঠিক তদ্রূপ হয়ে গেছে। এমন নজীরও আছে সেখানে যে কোন কোন লোককে ২।৩ দিন অনাহারে কাটাতে হয়েছে। কোন এক বাড়ীতে জগবন্ধু পাড়ায় নারায়ণ শর্মা বলে ভদ্রলোকের সমস্ত পরিবারকে অনাহারে কাটাতে হয়েছে।

বিশেষ করে উপজাতীয় অঞ্চলে রিয়াং পাড়ায় যারা একমাত্র জমির উপর নির্ভরশীল তাদের ফসল বন্যা, পোকা ও হাতীর উপদ্রবে নষ্ট হয়ে যাওয়ার ফলে তাদের উপবাসে দিন কাটাতে হচ্ছে। কাজেই আজকে আমি মাননীয় অধ্যক্ষের মারফত House এর নিকট একথা বলতে চাই যে মাননীয় সদস্যরা গিয়ে দেখে আসতে পারেন—মারাত্মক অবস্থা সেখানকার। তাদের জন্য অবিলম্বে যদি সহযোগীতা সরকার থেকে না করা হয়, তবে তাদের অস্তিত্ব লোপ পেয়ে যাবে। কিন্তু আজ আমাদের যে পরিমাণ অর্থ বাজেটে রাখা হয়েছে, আমরা যদি ঠিকভাবে জনসাধারণকে এইসব প্রাকৃতিক দুর্যোগে সাহায্য করতে চাই তাহলে প্রয়োজনের তুলনায় এ টাকা অত্যন্ত নগণ্য। অমরপুরে যে হাজার হাজার কৃষক তাদের দুর্ভিক্ষের হাত থেকে বাঁচাতে হবে। কাজেই ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা যেটা রাখা হয়েছে এটা অত্যন্ত কম। আরেকটা কথা হচ্ছে এই যে অমরপুরে Test Relief এর বর্তমানে ব্যবস্থা হচ্ছে সরকারী গুদাম থেকে কিছু কিছু বীজ ধান, সরকারী দাদন ইত্যাদি দেওয়া, সেটাও যথেষ্ট নয়। তাছাড়া আরেকটি বক্তব্য হচ্ছে এই যে সেই অমরপুর এলাকায় দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে মাননীয় উপমন্ত্রী শ্রীরাজপ্রসাদ চৌধুরী এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অবগত আছেন। কেননা সেখানকার জনসাধারণ মাননীয় রাজপ্রসাদ চৌধুরীকে তাদের দুর্ভিক্ষের কথা একজন কংগ্রেস সদস্যের মারফৎ telegraph করে জানিয়েছেন। কাজেই আজ আমি অধ্যক্ষের মারফৎ মাননীয় মন্ত্রীমহোদয়ের নিকট অনুরোধ রাখব যে সেই সমস্ত এলাকা দুর্ভিক্ষ এলাকা বলে ঘোষণা করা হউক, এবং তাহলে পরে সেখানকার জনসাধারণ দুর্ভিক্ষ এলাকায় যে সমস্ত facility পায় সমস্ত পাওয়া তাদের পক্ষে সহজ হতে পারে সেই জন্যই আমি একথা বলছি। আর একটি অনুরোধ আমি রাখছি এই যে সরকারী Rationএ যে চাউল দেওয়া হয় তা অত্যন্ত কম, মাত্র সপ্তাহের তিন দিনের চাউল সেখানে দেওয়া হয়। কিন্তু জনসাধারণের বাজার থেকে চাউল খরিদ করবার মত ক্ষমতা নেই। কাজেই তাদের ration quota যাতে বৃদ্ধি করা যায় তার প্রতি দৃষ্টি দেওয়ার জন্য আমি এখানে অনুরোধ রাখব। খরিদ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য যথেষ্ট পরিমাণ কাজ Test Relief থেকে দেওয়ার প্রয়োজন আছে। পূর্ব্বে যেখানে বহুরকম কাজ তারা পেত, এখন তাও পাচ্ছে না। Test Relief থেকে কতকগুলি পুকুর কাটানোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল এখন সেটাও স্থগিত রাখা হয়েছে এবং কেন, তা আমি বলতে পারি না। আমার অনুরোধ তাদের কাজের জন্য এই সমস্ত কাজ চালু রাখা দরকার, সাথে সাথে আগামীবার যাতে কৃষক তাদের ফসল উৎপাদনের কাজে উন্নতি করতে পারে এবং স্বাবলম্বী হতে পারে তার ব্যবস্থাও করা দরকার। Agricultural loan তাদের দেওয়ার ব্যবস্থা করাও দরকার। কারণ ধানের বীজ যা কৃষকদের হাতে ছিল তা নষ্ট হয়ে গেছে, তাদের হাতে এখন বীজধান নেই। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সেখানে ধানের বীজ দেওয়ার

ব্যবস্থা করা হয়নি। ধানের বীজ এইভাবে দিতে হবে যাতে কৃষক বিনা মূল্যে সেটা পেতে পারে, কারণ খরিদ করার মত অবস্থা তাদের নেই। আমি শুনেছি এবং কিছু কিছু দেখেছি যে আগের বারে তাদের যে কৃষি ঋণ, দাদন loan দেওয়া হয়েছিল সেখানে সেগুলি আদায়ের জন্য notice দেওয়া হয়েছে, কাজেই আমি স্পীকারের মাধ্যমে অনুরোধ করব আদায়ের notice যাতে স্থগিত রাখা হয়। আপনারা সকলেই স্বীকার করেছেন সেটা flood affected area একবার নয়, দুবার কৃষকরা বন্যা প্রভৃতিতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কাজেই তাদের উপর যদি loan আদায়ের জুলুমবাজীর চেষ্টা করা হয় তাহলে তাদের হত্যা করার সামিল হবে বলে আমি মনে করি। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :—I would now call on Shri Karunamoy Nath Choudhury.

শ্রীকরুণাময় নাথ চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বাজেটে ২১ নং Demand-এর পক্ষে এবং বিরোধী পক্ষ থেকে যে ছাঁটাই প্রস্তাব আনা হয়েছে তার বিপক্ষে আমার বক্তব্য রাখছি। এখানে যে Cut Motion রাখা হয়েছে তাতে বলা হয়েছে যে relief-এর জন্য যে টাকা রাখা হয়েছে তা যথেষ্ট নয়। কিন্তু কত টাকা হলে যথেষ্ট হবে তা বক্তা উল্লেখ করেননি। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের বক্তব্যে একথা পরিষ্কারভাবে বলেছেন এটা Token Provision রাখা হয়েছে, দরকার হলে আরও টাকা বরাদ্দ করা যাবে। আমি মনে করি বিরোধী পক্ষের যাঁরা এই ছাঁটাই প্রস্তাবের পক্ষে বলেছেন তাঁরা বাজেট সম্পর্কে অনভিজ্ঞ। Token Provision দ্বারা বাজেটে অন্য কোন provision রাখার সার্থকতা নেই তবে তাঁরা যে আলোচনা করেছেন তার যথাসম্ভব উত্তর দিতে আমি চেষ্টা করব। অমরপুরকে দুর্ভিক্ষ এলাকা বলে ঘোষণা করার দাবী এখানে রাখা হয়েছে। অমরপুর এলাকা এটা তাঁর এলাকা, যেখানে দু'বার প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ ঘটে গেছে। কিন্তু আমরা সরকার পক্ষ জানি সমগ্র ত্রিপুরায় Natural calamities ঘটেছে এবং সমস্ত ত্রিপুরা রাজ্যই দুর্যোগগ্রস্ত এলাকা বলেই সরকার স্বীকার করেছেন। কিন্তু অমরপুরকে কেন তিনি তা থেকে পৃথক করতে গেছেন তা আমি বুঝতে পারছি না। অমরপুর অন্যান্য sub-division-এরই মত। অন্যান্য জায়গায় যেমন দুর্যোগ ঘটেছে সেখানেও ঘটেছে। সরকারী তরফ থেকে ক্ষতির পরিমাণ বিচার করার জন্য সমস্ত রাজ্যের বিধ্বস্ত এলাকায় বিশিষ্ট কর্ম্মচারীদের পাঠান হয়েছিল যাতে সেসময়ে জনসাধারণকে ঠিক ঠিক ভাবে সাহায্য করতে পারে। বাড়ীঘর যাদের পড়ে গিয়েছিল, যাদের করে দেওয়ার প্রয়োজন, তাদের সাহায্য করা হয়েছিল। আমি যতটুকু জানি, জনসাধারণের বিশ্বাস সরকার যেসব জায়গায় অর্জ্জন করেছেন তার ফলাফল আমরা দেখতে পেয়েছি গত electionএ। সেখানকার জনসাধারণ বিপুল ভোটাধিক্যে সরকার পক্ষকে সমর্থন ও মনোনীত করেছেন এবং তারা সরকারের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন বলেই আমরা জানি। সরকারের সর্ব্বত্র সতর্ক দৃষ্টি রয়েছে, সেজন্য সরকার যাতে তাদের যথেষ্ট পরিমাণে সাহায্য করা যায় তারজন্য চেষ্টা করছেন এবং তাদের ফসল যাতে নষ্ট না হয় তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। অন্যান্য sub-division-এর তুলনায় অমরপুরের প্রতি সরকার বেশী দৃষ্টি দিয়েছেন। মাননীয় সদস্যরা বাজেট পড়লে বুঝতে পারবেন। বিশেষ করে অমরপুরে Pilot Project Block ইত্যাদি রয়েছে, Tribal Block নামে যেটা খ্যাত সেটাতে বিরাট পরিমাণ খরচ করা হচ্ছে যাতে জনসাধারণকে যথেষ্ট পরিমাণ সাহায্য করা যায়। এখানে দেখি Test Relief-এর জন্য ১ লক্ষ টাকা নূতন বাজেটে

রাখা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন সেখানেই Test Relief-এর কাজ হবে। Tribal Block নামে যে Block সেই Blockটি ৫০% subsidy সাহায্য সরকার থেকে পাবেন। তারপর ধানের বীজের কথা বলা হয়েছে, আমি মনে করেছিলাম উন্নত ধরণের বীজের কথা আলোচনা করবেন। তবে সরকার সেই দিকে দৃষ্টি রেখেছেন এবং ঠিক সময়ে তারা যাতে প্রয়োজনমত ধানের বীজ পায় তার ব্যবস্থা সরকার করেছেন। কাজেই সরকার পক্ষ থেকে কোন ব্যবস্থার অভাব আছে বলে মনে করিনা। দরখাস্ত সম্পর্কে যে কথা বলেছেন সে সম্পর্কে আমি জানিনা। মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী বা ত্রাণমন্ত্রীর কাছে গতবার এ রকম কোন দরখাস্ত এসেছে কিনা। অভাবগ্রস্তদের সরকারী সাহায্যের ব্যবস্থা বিভিন্নভাবে আছে এবং সে ব্যবস্থা বাস্তবিক পক্ষে যেখানে যেখানে দরকার সেখানে সরকার তা করবেন।

বিরোধী পক্ষের সদস্য জলাইয়া সম্বন্ধে যা বলেছেন তাতে প্রমাণ হচ্ছে কাজ হচ্ছে সেখানকার উন্নয়নের ও উন্নতির জন্য এবং সেজন্য ব্যবস্থাও করা হয়েছে। জলাইয়া অমরপুরের অধীন। বিরোধী পক্ষ তাঁদের ছাটাই প্রস্তাবের মাধ্যমে যা যা বলতে চেয়েছিলেন তা হল অমরপুরের জনসাধারণ অভাবগ্রস্ত, দুর্ভিক্ষপীড়িত। এখন বুঝা যাচ্ছে যে স্বার্থপ্রণোদিত হয়েই তিনি একথা বলেছেন, তা না হলে ত্রিপুরার কৃষি ও কৃষকের উন্নতির জন্য যে ঋণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে সেখানেও সে ঋণের টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। মাননীয় সদস্য হয়তো জানেন যে সেখানে বিশেষ ধরণের Tribal Block রয়েছে। যে Block-এর মাধ্যমে ঋণ দেওয়ার বা টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। এ Block-এর throughতে কৃষকদের উন্নতি হতে পারবে বলে আমি আশা করি। বর্তমানে সেখানে আরও একটা বিশেষ ধরণের ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। সে ঋণ ফেরত দিতে হয় না। এ ঋণের নাম Relief বা Gratitous Relief. যদি কোন লোক দেখা যায় যে তাহার উপার্জ্জনের তুলনায় ব্যয় বেশী অথবা খরচের তুলনায় আয় বিশেষ কম, তখন এ ঋণ দেওয়া হয়। মাননীয় সদস্য বোধহয় অবগত আছেন যে উত্তর অঞ্চলে, বিশেষভাবে বন্যাবিধ্বস্ত কমলপুরে এ ঋণ দেওয়া হয়েছে একলক্ষ টাকা, খোয়াইতে একলক্ষ টাকা, কৈলাসহর এবং অন্যান্য sub division-এও সাহায্য করা হয়েছে। এ ঋণ যদিও আমাদের আলোচ্য বিষয় নয় তবুও বলছি উদয়পুর ও বিলোনীয়াতেও এরূপ ছোটখাট সাহায্য দেওয়া হয়েছে। তাই বিরোধী পক্ষের যে ছাটাই প্রস্তাব আছে তার অসারতাই প্রমাণিত হচ্ছে। এরপরে ছাটাই প্রস্তাব তুলে নিয়ে মূল প্রস্তাবের পক্ষে তাঁরা ভোট দেবেন বলে আমি আশা করি।

Mr. Speaker:—I would now call on Sm. Renu Chakraborty,

শ্রীমতী রেণু চক্রবর্ত্তী :-মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় House-এর সামনে যে Demand No. 27 Famine Relief উত্থাপন করেছেন আমি তা সমর্থন করছি এবং মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্য যে Cut Motion এনেছেন আমি তার বিরোধীতা করছি। এখানে বিরোধী পক্ষের সদস্য বলেছেন যে এ Demandএ টাকার বরাদ্দ কম রাখা হয়েছে, আরও বাড়ানো দরকার। কিন্তু আমি বলব এ Famine Reliefএর যে provision রাখা হয়েছে সেটা token provision। কারণ কেহই বলতে পারেনা যে প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ আমাদের দেশে কখন আসে, প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ প্রাকৃতিক নিয়মেই হয়ে থাকে এবং এ দুর্য্যোগ সব সময়েই হয় না।

এ প্রাকৃতিক-দুর্য্যোগ কখনো বৎসরে একবার হতে পারে আর কখনও কখনো বৎসরে ৩।৪ বারও হতে পারে। তার জন্য বাজেটে একটা বিরাট টাকা বরাদ্দ করে রাখা যায়না। কোন প্রগতিশীল রাষ্ট্রই তা করতে পারেনা। প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ যখন আসে এবং সমাজের ও জনসাধারণের ক্ষতি করে তখন সরকার নিশ্চয়ই আরও অনেক বেশী টাকা মানুষকে সাহায্য দিয়ে থাকেন। গত বৎসর আমাদের দেশে যে প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ হয়েছিল তাতেই এটা প্রমাণিত হয়েছিল। আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় হাউসের সামনে তা বলেছেন। গত বৎসর আমরা যেসব অঞ্চলে জনসাধারণের ও কৃষকদের cycloneএ ও floodএ ক্ষতি হয়েছে তাদের খাদ্যশস্য, বীজধান ইত্যাদি দিয়ে এবং agricultural loan দিয়ে আমরা নানাভাবে সাহায্য করেছি। সুতরাং বাজেটে যে provision রাখা হয়েছে তা যুক্তিসঙ্গত বলে মনে করি। বাজেটে Demandএ যে ১,২৫,০০০ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে তার মধ্যে ২৫,০০০টাকা gratitous reliefএর জন্য রাখা হয়েছে এবং test relief workএর জন্য রাখা হয়েছে ১,০০,০০০ টাকা। Natural Calamities তে যখন খাদ্যশস্য নষ্ট হয়ে যায় তখন জনসাধারণের মধ্যে যাদের খাদ্যশস্য কিনবার আর্থিক সামর্থ্য থাকেনা তাদের এ gratitous relief দেওয়া হয় এবং test relief workও তাদের দেওয়া হয়। এ সমস্ত ব্যাপারে প্রথমে একজন Revenue Officerকে সে জায়গায় test relief workএর ব্যবস্থা করবার জন্য পাঠানো হয়। তিনি প্রথমে enquiry করে দেখেন এবং গ্রাম পঞ্চায়েত, গ্রাম প্রধান ও leading ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শ করে সে পরামর্শের মাধ্যমে test relief workএর ব্যবস্থা বা scheme করা হয়। সে scheme বা programmeগুলো technical menদেরকে দেখানোর পর সমর্থন করা হয়। D. M. & Collector test relief workএর টাকা ধার্য্য করেন এবং সরকারের তরফ থেকে টাকা দেওয়া হয় এবং ঐসব লোকদের যারা test relief workএ খাটেন, Test Relief workএ খাটার সময় পুরুষদের দেওয়া হয় ১·৭৫ নঃ পঃ আর মেয়েদের দেওয়া হয় ১ টাকা এবং শিশুদের ৭৫ নঃ পঃ করে প্রতিদিন দেওয়া হয়। মাননীয় সদস্য দেখতে পারেন আমাদের test relief workএ পূর্ব্ব বৎসর কি কি কাজ করা হয়েছে এবং কত টাকা ধার্য্য করা হয়েছিল তাহলে বুঝতে পারবেন আমাদের Budget provision ঠিকই আছে। প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ কোথায় কিভাবে কখন আসবে তা কেউই বলতে পারেননা। তবে এই সমস্যার সমাধান করবার জন্য সরকার সব সময় ব্যবস্থা করে থাকেন। হয়ত সব সময়ে এ সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান সম্ভব হয়না। তবে সরকার কখনো কার্পণ্য করেন না। গত বৎসর যে cyclone হয়েছিল সরকার সবরকমে তাতে জন জনসাধারণের সহায়তা করেছিলেন কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্ট যে সাহায্য করেছিল তদুপরি ত্রিপুরার কংগ্রেস সরকার সমস্ত প্রদেশের নিকট ত্রিপুরার দুর্গতদের সাহায্যের জন্য যে আবেদন করেছিলেন তাতে যথেষ্ট টাকা পাওয়া গিয়েছিল দুর্গত অঞ্চলে সাহায্য করার জন্য। তাছাড়া রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম নানারকমে সাহায্য করেছিল তখন তো আমাদের মাননীয় সদস্যরা যারা আজকে দুর্গতদের জন্য দরদী তাদের কোন পাত্তাই দেখতে পাইনি। একটু লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাবো ১৯৬৩-৬৪ সনে কতটা টাকা খরচ করা হয়েছে; তাহলেই বুঝতে পারব আমরা দুর্গতদের জন্য কতটুকু করেছি। ১৯৬১-৬২ সনে ৫০,০০,০০০ টাকা test relief workএ খরচ করা হয়েছিল, ১৯৬২-৬৩ সনে খরচ হয়েছে ৪,৫১,০০০ টাকা এবং গত বৎসর ১৯৬৩-৬৪ সনে ৫,৭০,০০০ টাকা খরচ হয়েছে। এভাবে আমরা test

relief এর জন্য ৪০টি Project Centre করেছিলাম এবং তাহাতে ৬৫,৪৩৪ জন লেবার খাটানো হয়েছে। ১৯৬৩-৬৪ সনে ১৮৪টি Project Centre করা হয়েছে এবং তাতে ৫,০০,০০০ জনকে সাহায্য দেওয়া হয়েছিল। এ সমস্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের token provision বাজেটে রাখা হয়েছে যাতে প্রাকৃতিক দুর্যোগে দুর্গতদের সাহায্য করা যায় সেজন্য আমি মূল প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :—I would now call on Shri Aghore Deb Barma.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই Demand-এর উপর যে Cut Motion আছে তার স্বপক্ষে আমার বক্তব্য রাখার চেষ্টা করব। সরকারী দল এই Cut Motion-এর বিরোধীতা করতে গিয়ে বলেছেন, প্রয়োজনবোধে নিশ্চয়ই টাকা বৃদ্ধির বিষয় বিবেচনা করা যাবে এবং টাকা মঞ্জুর করব। কিন্তু আজকে যদি সারা ত্রিপুরার চেহারার দিকে লক্ষ্য করি তা'হলে সেই প্রয়োজনমত কি করব না করব এসব কথার কোন মূল্য থাকে না। আজকে সাব্রুম বিভাগের যে চেহারা—সমস্ত সাব্রুমে যে পাহাড়ীয়ারা আছে, যারা জুমিয়া আছে তারা অনাহারে, উপবাসে মরছে। কৈলাসহরের অবস্থাও এই। কৈলাসহরের মাননীয় যে সদস্য আছেন তাঁকে আমি অনুরোধ করব যে তিনি বুকে হাত দিয়ে বলুন যে, কৈলাসহরের ধুমাছড়া এলাকার মধ্যে দুর্ভিক্ষ আছে কিনা? তিনি ইহা অস্বীকার করেন? ধর্ম্মনগরের কাঞ্চণপুর এলাকা হতে পাহাড়ীয়ারা আসামের কাটাখাল ও মনিপুরে চলে যাচ্ছে। তারা খেতে না পেয়েই সেখানে চলে যাচ্ছেন। আর তাতেও যদি অর্থ বরাদ্দের প্রয়োজন না হয় তা'হলে আর কখন হবে? মাননীয় সদস্য বলেছেন অমরপুর বিভাগ বিপুল ভোটাধিক্যে কংগ্রেস পার্টির সদস্য নির্ব্বাচিত হয়েছেন। কংগ্রেসের প্রার্থীকে অমরপুরের জনসাধারণ ভোট দিয়েছেন তার কারণ কংগ্রেসের উপর তারা বিশ্বাস স্থাপন করেছেন এবং কংগ্রেস প্রার্থীকে তারা বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করেছেন।

কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থীকে বিপুল ভোটাধিক্যে জয়যুক্ত করার অপরাধে সেখানের মানুষ না খেয়ে মরবে এটা কি যুক্তিসঙ্গত কথা? মাননীয় স্পীকার, অমরপুরের এস, ডি, ও'র কয়েকটা ঘটনার কথা বলছি। সেখানে দুর্ভিক্ষ ঘোষণা করার কি কারণ থাকতে পারে একথা বলা হয়েছে। স্থানীয় এস, ডি, ও, সরকারী গোদাম থেকে বেশ কয়েকশত মণ ধান বিতরণ করতে বাধ্য হয়েছেন। Mr R. P. C. নাকি টেলিগ্রাম করেছেন সেখানে মানুষ অনাহারে মরছে। এই কয়েকটা কথা গোপন করা হয়েছে। শর্ম্মা জগবন্ধু কলোনী পর্য্যন্ত প্রায় সর্ব্বত্র starving condition. আরো অনেক পাড়ার মধ্যে ধান নাই। ধনঞ্জয় ভগীরথ রিয়াং পাড়া এবং আরো অনেক পাড়াতেই ধান নাই। মুক্তারাম রিয়াং বাড়ী, সর্ব্বজয় রিয়াং পাড়ায়ও starving condition. নূতনবাজারেও সেই একই অবস্থা। প্রায় দুই তিনশত টাকার Test Relief-এর কাজ দেওয়া হয়। কিন্তু মানুষের তুলনায়, সেখানকার প্রয়োজনের তুলনায় ইহা কিছুই নয়। নূতনবাজারে ৩৫৲ টাকা মণ চাউল। এই অবস্থার মধ্যেও যদি মাননীয় সদস্যরা বলেন যে সেখানে দুর্ভিক্ষ এলাকা ঘোষণা করার কি কারণ থাকতে পারে। মগ এবং রিয়াং যারা আছে তারা starvation-এর মধ্যে আছে এবং এভাবে অমরপুর দুর্ভিক্ষের মধ্যে আছে। আমি অমরপুরের নবনির্ব্বাচিত সদস্যকে অনুরোধ করব যে অমরপুরে দুর্ভিক্ষ নাই একথা তিনি বলুন। গতবছর শুধু অমরপুরে নয় সাব্রুম বিভাগের উপর দিয়েও

বড় রকমের ঝড় বয়ে গেছে। এখন পর্য্যন্ত কোন কোন এলাকায় জনসাধারণ একটা ঘর করে মাথা গুঁজার স্থান করতে পারেনি। ফসল যা হয়েছিল তা'ও বন্যা এবং পোকার আক্রমণে শেষ হয়ে যায়। এই অবস্থায় যদি সরকারী ঋণ পরিশোধ করার জন্য তাদের উপর নোটিশ দেওয়া হয় এবং ঋণ দিতে না পারলে তাদের ধনসম্পত্তি ক্রোক করা হয় তা'হলে এটা অত্যন্ত অমানুষিক কাজ করা হবে। কাজেই আমি অনুরোধ করব যে বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে তাদের দিকে তাকিয়ে যেন তা স্থগিত রাখা হয়। মানুষ আজকে খেতে পায়না, শুধু রাংআলু খেয়ে বেঁচে আছে। তাঁরা বলেন যে যখন প্রয়োজন হবে তখন আমরা বিবেচনা করব। এ যুক্তির কোন অর্থ দেখিনা। তাঁরা যদি চান যে তাদের না খাইয়ে ধীরে ধীরে এ রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দেবেন তা'হলে তাঁরা একথা বলতে পারেন। যারা পেটোয়া কন্ট্রাকটার, যারা কংগ্রেসকে নির্ব্বাচনের জন্য টাকা জোগান তাদের জন্য সরকারী অর্থভাণ্ডার খোলা আছে। আজকে ত্রিপুরাতে এ অবস্থা চলছে তদুপরি পূর্ব্ব পাকিস্তান থেকে তাড়া খেয়ে নির্য্যাতিত হাজার হাজার মানুষ এখানে এসে গাছতলায় আশ্রয় নিচ্ছে। তাদের যে আমরা আশ্রয় দেব তাও আমরা পারছি না, পথে-ঘাটে কলেরায় মরছে। এ অবস্থায় যদি বলা হয় আমরা বিবেচনা করব তা'হলে আমরা তাঁদের কি বলব জানিনা। আজকে জনসাধারণ কংগ্রেসকে নির্ব্বাচিত করার অপরাধে যদি তাদের এই শাস্তি পেতে হয়, তা'হলে আমার কিছু বলার নেই। কিন্তু আমি বলব আজকে আমরা স্বাধীনতা পাওয়ার পর জনসাধারণের অর্থনৈতিক মান উন্নয়নের কথা যদি আমরা হিসেব করি তবে আমরা দেখি যে লক্ষ লক্ষ টাকা test relief-এর মাধ্যমে, এবং বিভিন্ন উপায়ে আমরা জনসাধারণকে অর্থ দিয়েছি বলা হয়েছে। কিন্তু আজকে যদি ঠিক ঠিক এভাবে সাহায্য করা হ'ত তা'হলে আজকে লক্ষ লক্ষ টাকা পাওয়ার পর নিশ্চয়ই জনসাধারণের অর্থনৈতিক মান উন্নয়নের কথা। কিন্তু আমরা দেখছি দিনের পর দিন জনসাধারণের crisis বেড়ে যাচ্ছে। এ অবস্থার মধ্যে রুলিং পার্টি যদি মনে করেন আজকে সমস্ত মানুষকে না খাইয়ে ত্রিপুরা রাজ্য থেকে তাড়াতে হবে, এই যদি Ruling Party-র Policy হয় তা'হলে এই ১,২৫,০০০৲ ব্যয়বরাদ্দ করুন। কিন্তু আমি একথা নিশ্চয়ই বলব যে বিপুল ভোটাধিক্যে জয়ী হয়ে কংগ্রেস যেন তাদের না খাইয়ে মারেন তারজন্য আমি নিশ্চয়ই দাবী করব যেন তাঁরা সেদিকে লক্ষ্য রাখেন। আমাদের অমরপুর থেকে নবনির্ব্বাচিত সদস্য শ্রীরিয়াং-এর মুখে আমি শুনতে চাই যে অমরপুরে দুর্ভিক্ষের মত অবস্থা আছে কিনা? এটা আমি শুনতে চাই।

Mr. Speaker :—I would now call on Hon'ble Dy. Minister to reply.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :-Sir, আমি চেয়েছিলাম আমাদের অমরপুরের সদস্য কিছু বলুক।

Shri M. L. Bhowmik :-Do you want to request the Hon'ble Speaker to hear something from the Hon'ble Member of Amarpur? If so, you may request him.

(Voices from ruling party :- There is no such provision)

Mr. Speaker :—I would request the Hon'ble Dy. Minister to reply.

(Voice from opposition party :- Shame, Shame)

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :—Hon'ble Speaker Sir, আমার Demand No. 27 যে বরাদ্দ করা হয়েছে, আমি এক জায়গাতে বলেছিলাম যখন প্রয়োজন হবে তখন পুনরায় টাকার অঙ্ক বৃদ্ধি করা

হবে ! আমি বলব এই যে provision করা হয়েছে বাজেটে সেটা একটা token provision. প্রয়োজন হলে আমরা এই খাতে আরও অর্থ বরাদ্দ করতে পারব এবং এটা আমরা করেছি ১৯৬৩-৬৪ সালের বাজেটে। সেখানে আমরা ১,৫০,০০০ হাজার টাকার জায়গায় ১০,৭৫,০০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছি। কাজেই বাজেটে যে provision থাকে তার অধিক টাকা ব্যয় করবার যে সুবিধা নেই তা নয়। আমরা প্রয়োজন হলে তা করি (voices :- প্রয়োজন আপনাদের জীবনেও হবেনা) let me speak. ত্রিপুরাতে অনেক জায়গায় যে অর্থসংকট চলেছে সেটা আমি অস্বীকার করিনা। কিন্তু মাননীয় সদস্য বলেছেন অমরপুরকে দুর্ভিক্ষ পীড়িত এলাকা বলিয়া ঘোষণা করা হোক। কিন্তু সেখানে Famine condition চলছে কিনা সেটা আমাদের দেখা দরকার। অমরপুরে খাদ্যাভাব রয়েছে। খাদ্যাভাব থাকলেই দুর্ভিক্ষ হয়না (Interruption).

Mr. Speaker :—I would request to Hon'ble Members to maintain silence while another member is speaking.

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :- Hon'ble Speaker, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় সদস্য মহাশয়কে জানাতে চাই যে আমিও একজন ত্রিপুরার জনপ্রতিনিধি। কাজেই আমি যেটা বলতে চাই সেটা সকলেরই শুনা কর্ত্তব্য। কিন্তু সদস্য হিসাবে তারা তাদের দায়িত্ব পালন করছেন না বলেই আমি মনে করি।

অমরপুরের অর্থসংকট, খাদ্য সংকট হয়েছে তার সম্মুখীন হতে সরকার দ্বিধাবোধ করবেন না। আপনারা শুনেছেন Test Relief এর মাধ্যমে আমরা ২৯ হাজার টাকা খরচ করেছি এবং দরকার হলে আরও খরচ করব। আপনারা বিশ্বাস করুন যে আমরা একটি লোককেও ত্রিপুরা রাজ্যে না খেয়ে মরতে দেবনা। বিগত বন্যা ও cyclone এর সময় যখন আমরা দেখেছি ত্রিপুরার সমস্ত কৃষকের শস্যহানি ঘটেছে সেই বিপর্য্যয় থেকে আমরা উত্তীর্ণ হতে পেরেছি। শুধু অমরপুর নয়, সেই বিপর্য্যয় সাবরুম, কমলপুর, খোয়াই, কৈলাশহর এবং সদরের কোন কোন অংশে ঘটেছিল এবং আপনারা দেখেছেন কিভাবে আমরা তাদের সাহায্য করেছি। আপনারা জেনে রাখতে পারেন এই বিপর্য্যয়ে একটা লোকেরও প্রাণহানি হয়নি। যাহা হোক আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যে S.D.O.কে আমাদের sanction order দেওয়া আছে এবং তারা যেখানে অন্নাভাব দেখছেন, যেখানে অন্নের প্রয়োজন সেখানে গুদাম থেকে চাউল বিলি করে দিয়েছেন। যেখানে প্রয়োজন সেখানে আমরা সব সাহায্য দেই। উনারা হয়ত নিজের দেশের চেয়ে অন্য দেশের খবর বেশী রাখেন। তবে আমাদের ত্রিপুরার লোক না খেতে পেয়ে অন্য দেশে পালিয়ে যায় নাই এবং যেটাকে আপনারা নিজের দেশ বলে মনে করেন সেই দেশের লোকই না খেতে পেয়ে অন্য দেশে পালিয়ে গিয়েছে। মাননীয় সদস্যকে Speaker এর মাধ্যমে আশ্বাস দিতে পারি যে অমরপুরে যদি কিছু মারাত্মক হয়ে থাকে তাহলে তার সম্মুখীন আমরা হতে পারব। একটা লোককে আমরা অনাহারে মরতে দেবনা। কাজেই মাননীয় সদস্য যে ছাটাই প্রস্তাব এনেছেন তার কোন যুক্তি নাই। Budget Provision আমরা প্রয়োজন হলে বাড়াতে পারি, তার প্রমাণ আমরা পূর্ব্বে দিয়েছি। আমি আশা করব আমার বক্তব্য আমি স্পষ্ট করে বলতে পেরেছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় আমি মূল প্রস্তাবের সমর্থন করে আমার বক্তব্য রাখছি।

Mr. Speaker :—Disscusion is closed. First I shall put the Cut Motion moved by Sri Bulu Kuki "that the provision for Famine and Relief is inadequate" to vote.

As many as are of that opinion will please say "Ayes"

"Ayes" – Opposition.

As many as are of contrary opinion will please say "Noes"

"Noes" -- Congress.

Mr. Speaker :— Noes have it.

Now I shall put the main motion to vote, the question before the House is that a sum not exceeding Rs. 1,25,000/-, [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the appropriation (vote on Account) Bill, 1964. be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1965 in respect of Demand No. 27 (Major Head 65 Famine Relief).

As many as are of that opinion will please say—"Ayes"

"Ayes"—Congress

As many as are of contrary opinion will please say "Noes"

"Noes"—None.

Mr. Speaker :—"Ayes" have it, 'Ayes' have it. The motion is passed and the cut motion is lost.

Mr. Speaker :—I would now call on the Deputy Minister to move his motion on Demand No. 13—Miscellaneous Department.

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :-মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি Demand No. 13 এই House এ পেশ করছি এবং Demandএ যে ব্যয় বরাদ্দ করা করা হয়েছে সেটা আমি পড়ছি।

'On the recomendation of the Administrator, I beg to move that a sum not exceeding Rs 4,80,000 (inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (vote on Account) Bill 1964]. be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March 1965 in respect of Demand No. 13 (Major Head 26—Miscellaneous Deptt.'.

এ খাতে যে ব্যয়বরাদ্দ করা হয়েছে সেটা ত্রিপুরা রাজ্যের যে Fire Service সংস্থা রয়েছে সেই সংস্থার ব্যয়বরাদ্দ মেটাবার জন্য। আমরা প্রথম ১৯৫৭ সালে আগরতলায় Fire Service স্থাপন করি। তারপর উদ্দেশ্য ছিল Fire Brigade Service ধর্মনগর, উদয়পুর এই দুটি sub-division-এ extend করা। ত্রিপুরা সরকারের ইচ্ছা ছিল যে প্রতিটি sub-division-এ sub-divisional Head quarter-এ এই Fire Service extend করা কিন্তু Central Fire Service-এর যে সমস্ত

condition সে সমস্ত condition আমরা fulfil করতে পারছি না, সেজন্য আমরা এখনও Sub-Divisional Head quarter গুলোতে Fire Service extend করতে পারিনি। আগরতলায় যে Fire Service সংস্থা রয়েছে এটাকে আরও develop করা যায় কিনা এবং সে চিন্তাধারা নিয়ে এটাতে ২ shift-এ কাজ করার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে। ত্রিপুরা রাজ্যে এই যে অগ্নি দুর্ঘটনা, এটা খুব বেশী সংখ্যক। প্রতি বছরই এখানে বাজার পোড়া যাচ্ছে। সবক্ষেত্রেই যে এটা accidental তা নয়, কোন কোন ক্ষেত্রে সমাজদ্রোহীদের কাজ বলেই মনে হয়। দেখা যায়, উপজাতি অধ্যুষিত যে সমস্ত অঞ্চলে বাজার রয়েছে সে সমস্ত বাজারই এক একটা অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হচ্ছে। সরকার পক্ষ থেকে সাবধান করার জন্য জনসাধারণকে বিজ্ঞাপন মারফত সতর্ক করা সত্বেও এইজাতীয় দুর্ঘটনা ঘটছে এটা বাস্তবিক উদ্বেগজনক। কারণ ত্রিপুরায় অন্ততঃপক্ষে ৯০% ঘরবাড়ীই ছন, বাঁশের তৈরী, টিন বা পাকা বাড়ীর সংখ্যা খুব কম। কাজেই সহজে সে সমস্ত বাড়ী ভস্মীভূত হয়ে যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে সমাজদ্রোহীদের কার্য্যকলাপেও ভস্মীভূত হচ্ছে। অগ্নিকাণ্ড থেকে দেশবাসীকে আমরা রক্ষা করতে চাইনা তা নয়, আমরা চেষ্টা করছি প্রত্যেক sub-division-এ যাতে এটা সম্প্রসারিত হয়। কেবল শহরেই নয়, গ্রামাঞ্চলেও করার জন্য সরকারের দৃষ্টি রয়েছে। পাকা রাস্তা যতদিন গ্রামাঞ্চলে না হয় ততদিন এটা করা সম্ভব নয়। কারণ এ সমস্ত Fire Service-এর Van গুলো এ সমস্ত রাস্তায় move করতে পারেনা, কাজেই এ Service এখনও শহরেই সীমাবদ্ধ আছে। গ্রামে যেতে পারেনি। যাতে ক্রমে ক্রমে গ্রামে এটা নিয়ে যাওয়া যায় তার চেষ্টা সরকারের আছে। কাজেই আমি আশা করি House আমার Demand No. 13 যা House-এর সামনে পেশ করেছি তা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করবেন।

Mr. Speaker :—I would now call on Shri Sunil Kumar Choudhury to move the Cut motion raised by Shri Dinesh Deb Barma because he has been authorised by him to do so.

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যে অগ্নিকাণ্ডে ঘরবাড়ী, বাজার ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে তাতে কারা বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে? বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে যারা গরীব তারাই। কারণ যারা ধনী তাদের Insurance করা আছে। কাজেই তাদের সম্পত্তি একবার ধ্বংস হয়ে গেলেও Insurance-এর মাধ্যমে সেটা আবার পূরণ করে নিতে পারে। কিন্তু যারা গরীব, অগ্নিকাণ্ডের ফলে তাদের যে ক্ষতি হয় সেটা তাদের পক্ষে পূরণ করা সম্ভব হয়না। কাজেই তারা এই অগ্নিকাণ্ডের ফলে একেবারে ধ্বংস হয়ে যায়। এখানে কয়েকটি বাজার সম্পর্কে আমি বলব। যখন তেলিয়ামুড়া বাজার পুড়ে গেছে, তখন যারা বড়লোক ছিলেন তারা আবার তাদের Insurance-এর মাধ্যমে সেরে উঠেছেন, কিন্তু গরীবদের পক্ষে আবার নূতন করে ঘরবাড়ী করা সম্ভব হয়নি। আজ যাঁর এখানে Cut Motionটি উপস্থাপিত করার কথা ছিল, তিনি কৈলাসহরের একটা অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে চলে গেছেন। ২৯শে মার্চ্চ সেখানে এই আগুন লেগেছিল এবং এক এক করে সেই এলাকাগুলো পুড়ে ধ্বংস হয়ে যায়। আজকে অভাব মানুষের চতুর্দ্দিকে রয়েছে, তার ভিতর লোকে সামান্য যেটুকু পুঁজি নিয়ে ব্যবসা করতে চায় তাও অগ্নিকাণ্ডের ফলে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তাই আমি বলছি যেখানে ব্যাপক ঘনবসতি এলাকা, সে সমস্ত এলাকায় অবিলম্বে Fire Service খোলা দরকার।

Fire service প্রত্যেকটি divisionএ divisionএ করা উচিত। এজন্য আমরা এখানে বলব যে fire service আরও বাড়ানো দরকার। উদয়পুরে যে Fire Service আছে সেটার পক্ষে যেখানে সেখানে গিয়ে আগুন নিবানোর সুবিধা নাই, কারণ রাস্তাঘাটের অভাব। সাবরুম আগুন লাগলে fire brigate service উদয়পুর থেকে যেতে পারে না। উদয়পুর থেকে সাবরুম ৪৯ মাইল, বিলোনিয়া ৩০ মাইল। সাবরুম মহু বকুল এলাকাতেও যদি আগুন লাগে fire brigade সেখানে যেতে পারেনা, তাদের যাওয়ার পথ কোথায়? অগ্নি নির্ব্বাপনের জন্য যে বৈজ্ঞানিক পন্থা রয়েছে সেই fire service এর সম্প্রসারণ করার ব্যবস্থা যেন করা হয় এবং সরকার এজন্য চেষ্টা করেন এ বলেই আমি আমার আসন গ্রহণ করবো।

Mr. Speaker:—I would now call on Shri Umesh Lal Singh.

শ্রীউমেশ লাল সিংহ:— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে আমাদের মাননীয় উপমন্ত্রী যে বাজেট উত্থাপন করেছেন এবং তাতে যে Demand for grant No. 13 Miscellaneous Deptt.এবং No. 27 Famine Relief রয়েছে আমি তাহার সমর্থনে কয়েকটা কথা বলব এবং বিরোধী পক্ষ যে ছাটাই প্রস্তাব এনেছেন তার বিরোধীতা করব। এ Demandএ যে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে তা হল ৪,৮০,৩০০ টাকা। এ বরাদ্দকৃত অর্থ খরচ করা হবে Fire service এবং Civil Supplies Deptt.এর উন্নতির জন্য। Fire serviceএ রাখা হয়েছে ২,৭৫,৩০০ টাকা ও Civil Supplies এর জন্য বাজেটে রাখা হয়েছে ২,০৫,০০০টাকা। Miscellaneous Deptt. এর ভিতরে কি কি আছে তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখতে গেলে, বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করতে গেলে দেখা যাবে এর মধ্যে দু' একটা item আছে, (a) Fire service (b) Civil Supplies এ দুটোই আমাদের বাজেটের মধ্যে রয়েছে। এখন আমি দেখতে পাই যে Fire service এর জন্য যে অর্থ বরাদ্দ রাখা হয়েছে সে সম্পর্কে আমি House এর কাছে কিছু নিবেদন করব। এ অর্থ রাখা হয়েছে for payment of staff, parchase of car, এ টাকা দিয়ে গাড়ী কেনা হবে। আমরা দেখেছি ১৯৫১ সালে যখন এখানে Fire brigade আরম্ভ হয় তখন গাড়ী ছিল মাত্র ১ খানা আর আজ Fire brigade এ ৫ খানা গাড়ী করা হয়েছে। এবং staff ও যথেষ্ট আছে। তারা দেশের পক্ষে, জাতীর পক্ষে অত্যন্ত হিতকারী। কাজেই এটাও উল্লেখযোগ্য যে এ Fire brigadeকে কাজে লাগাবার জন্য জনসাধারণ উদগ্রীব হয়ে থাকে। শহরে এবং শহরের চতুর্থাংশে আগুন নেভানোর জন্য Fire service জনসাধারণকে যথেষ্ট সাহায্য করছে। শুধু আগুন নেভানোর জন্য নয় অন্যান্য কাজেও জনসাধারণ Fire service নিয়ে থাকেন। কুয়ায় গরু, কুকুর প্রভৃতি পড়লেও মানুষ হঠাৎ Fire service কে সেখানে ডেকে নেন এবং Fire service তাদের দায়িত্ববোধে প্রণোদিত হয়েই নিজের জীবনকে বিপন্ন করে এসব গরু কুকুরকে উদ্ধার করেছে তাহা আমি দেখেছি। আমার বাড়ীও গ্রামাঞ্চলে। কিন্তু আমি এ ক্ষেত্রে বলব আগুন নেভানোর ব্যপারে Fire service ব্যবহার করার রীতি জন সাধারণেরও জানা দরকার। তাদেরও দেখতে হবে যেন অতি সাধারণ কারণে এ অর্থ ব্যয় না হয়। এই Deptt, এর জন্য trained person এর প্রয়োজন। আমাদের সেই trained persons অন্য জায়গা থেকে training দিতে হয়। নাগপুর থেকে, বোম্বে থেকে training দিয়ে আনার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমাদের যে পরিকল্পনা আছে তাতে সমস্ত ত্রিপুরা রাজ্যের সব Sub-Division গুলোতে যেখানে

যেখানে fire brigade নেই সেখানে fire brigade করার ব্যবস্থা রয়েছে।

কিন্তু আমরা যদি Fire Service-এর quick service পেতে চাই তা'হলে দরকার Telephone. Telephone-এর সাহায্যের দরকার হয়। গ্রামাঞ্চলে যেখানে আগুন লাগল সেখানে Fire Service-এর দরকার হল, সেখানে যদি Telephone না থাকে তা'হলে অনেকদূর দৌড়ে গিয়ে Fire Serviceকে জানাতে হয়, ফলে Fire Service আসতে দু'চার ঘন্টা সময় লাগে এবং Fire Service হয়ত ছাইয়ের উপরই জল দিয়ে আসবে। তা'হলে লক্ষ্য রাখতে হবে Fire Service রাখতে হ'লে আমাদের যেমন মোটর কেনা দরকার তেমনি Fire Service-এর সঙ্গে সঙ্গে Telephone এবং communication-এর ব্যবস্থাও করতে হবে। এসব ব্যবস্থা না থাকলে Fire Brigade আমাদের জনসাধারণকে সময়মত সাহায্য করতে পারবে না। আমাদের যে পরিকল্পনা ছিল সে সে পরিকল্পনা অনুযায়ী Fire Service গঠন করতে পারিনি। তার কারণ হল হঠাৎ আমাদের দেশ চীন আক্রমণ করেছে। চীনের এই আক্রমণের ফলে আমাদের দেশের যে সমস্ত গাড়ী প্রভৃতি ছিল সবই যুদ্ধের কাজে লাগাতে হয়েছিল। সেজন্যই আমাদের গাড়ী কেনা বন্ধ হয়ে যায়, গাড়ী আমরা কিনতে পারিনি। আমাদের সীমান্ত রক্ষার জন্য যথেষ্ট সাজ-সরঞ্জাম ছিলনা। আমরা চাইনা যে লোকের বাড়ীতে আগুন লাগুক এবং লোকের সম্পত্তি নষ্ট হউক। এজন্যই Fire Service করা হয়েছে। কিন্তু Fire Service-এ শুধু গাড়ী থাকলেই চলবেনা, Fire Service যারা চালাবেন তাদেরও যথেষ্ট শিক্ষা থাকা দরকার। নচেৎ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে। Fire Service আমাদের এখানে যথেষ্ট কাজ করছে, এজন্যই দেখা যায় জনসাধারণ Fire Service-এর জন্য অত্যন্ত উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকে। এটা লক্ষ্য করেই বুঝা যায় এখানকার Fire Service জনসাধারণের উপকারে লাগছে। কিন্তু Fire Service সমস্ত Sub-Division-এ করা সময় সাপেক্ষ। কৈলাসহর, বিলোনীয়া এবং অন্যান্য Sub-Division-এও Fire Service করা হবে। এ সম্পর্কে তেলিয়ামুড়ায় যে ঘটনা হয়েছিল তা আমি বলছি। তেলিয়ামুড়ায় যখন আগুন লাগে তখন Telephone-এর কয়েকজন কর্মচারী রাস্তায় কাজ করার জন্য সেখানে একটা স্কোয়াড রেখেছিল। তখন সেই রাস্তা হতেই Fire Service-এর জন্য Telephone করা হয় এবং একঘন্টার মধ্যেই Fire Brigade সেখানে গিয়ে আগুন নেভানোর কাজ করেছিল। সৌভাগ্যক্রমে Telephone repair-এর একটা স্কোয়াড সেখানে রাস্তায় ছিল বলেই এটা সম্ভব হয়েছিল। অবশ্য দু'জন লোক আগুনে পুড়ে মারা যায়। ত র জন্য তাদের পরিবারের প্রতি আমাদের অশেষ দুঃখ হয় বটে কিন্তু fire service যে কাজ করেছিল তারও প্রশংসা না করে পারি নে।

তারপর Civil Supplies, তাতেও আমরা দেখি প্রতি বৎসর আমাদের অবশ্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের আমদানী দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। তার জন্য যে ব্যবসায়ীরা কলকাতা ও অন্যান্য জায়গা থেকে জিনিষপত্র এখানে আমদানী করে তাদেরকে সুযোগ সুবিধা দেওয়ার জন্য গাড়ী বা এরোপ্লেনের ব্যবস্থা করার জন্য এবং ওয়াগন যাতে পেতে পারে তার ব্যবস্থা করে দেবার জন্য কলকাতাতে আমাদের একটা Controller of Civil Supplies অফিস আছে এবং এখানেও অনুরূপ একটা অফিস আছে। এবং সেখানে যে অফিস আছে তারজন্য বাড়ী ভাড়া, staff ইত্যাদির জন্য বাজেটে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এখানে বিরোধী পক্ষ যে ছাটাই প্রস্তাব রেখেছেন আমি তার বিরোধীতা করছি।

এখানে আরও বলা হয়েছে যে আমাদের মন্ত্রী মহোদয় Civil Supplies এর কথা বলেন নি. শুধু Fire service সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়েছেন। কিন্তু বাজেটে Civil Supplies এবং Fire Bridgade দুটোরই উল্লেখ আছে। অতএব এটা হলে ওটা হবে না এমন কোন কথা হতে পারে না। একথা বলে বাজেটকে সমর্থন করে আমি আসন গ্রহণ করলাম।

Mr. Speaker :—I would now call on Shri Atiqul Islam.

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় Fire Brigade সম্বন্ধে যে কথা তুলেছেন সে সম্পর্কে আমার বক্তব্য রাখব। একথা বলা হয়েছে যে Fire Brigade আমরা অনেক করেছি এবং আমরা আরও অনেক করব। বিভিন্ন Sub-Division এ তা করা হবে। কিন্তু কবে করা হবে তা তিনি বলেন নি, তিনি হয়ত মনে করেছেন কথা দিলে তাহা তো রাখতে পারবো না। আজকে ত্রিপুরার যে চেহারা আমরা দেখতে পাই সমস্ত জায়গাতেই কাঁচা ঘর, আগুন যে কোন সময়ে যে কোন মুহূর্ত্তেই লাগতে পারে। উদয়পুর হতে fire brigade এসে সাব্রুম, বিলোনীয়া সব জায়গায় আগুন নেভানোর কথা মানুষকে শুধু বলাই যায় কার্য্যে সেটা সম্ভব হয় না। তারপর আগরতলায় যে Fire Brigade আছে তার সম্পর্কে আমি আলোচনা করতে চাই। এটা আগরতলায় আগুন নেভানোর সব ব্যবস্থা করতে পারছে না। কারণ যে কোন লোককে দিয়ে fire brigade এর service চলতে পারেনা। Fire brigade এ expert বা দক্ষ কর্মী থাকার প্রয়োজন। অথচ মানুষকে traning দিয়ে এনে ভিন্ন চাকুরীতে appointment দেওয়া হয়। আমরা একটা মানুষকে এক বিষয়ে training দিয়ে আনলাম অথচ তাকে ভিন্ন বিভাগে নিযুক্ত করলাম। আমি এমন ঘটনা জানি নামও বলব শ্রীচৌহান. তিনি Fire Brigade এ Inspector ছিলেন, তাকে training দিয়ে আনা হল এবং তাতে যথেষ্ট অর্থ খরচ হল, অথচ সেই trained personকে Fire Brigade এ নিযুক্ত না করে Armyতে Inspector করে রাখা হল। তাকে Armyতে Inspector হিসাবে রাখা হল কেন?

তাকে training দিয়ে আনার পর তাকে আমরা আর Fire Brigade-এ দিলাম না। তাকে Army Instructor হিসেবে পাঠিয়ে দিলাম Armyতে। এটা কেন ঘটে? শুধু একটা ঘটনা নয়, আরও ঘটনা আছে। Sub-Inspector Mr. Paul, তিনিও একজন trained। তাঁর যখন promotion প্রাপ্য তখন তিনি যখন দেখলেন যে তাঁকে ডিঙিয়ে আরেকজনকে promotion দিয়ে দেওয়া হল এবং তাঁকে কোন promotion দেওয়া হলনা, তখন তিনি বিক্ষুব্ধ হলেন এবং চলে গেলেন Bombayতে। সেখানে তাঁর বেতন হল ৫০০৲ টাকা। তিনি সেখানে চাকুরী পেলেন কিন্তু আমরা তাঁকে promotion দিতে পারলাম না। Practically আমাদের এখানে trained ব্যক্তি নেই। তার ফলে যখন আগুন নেভানোর দরকার হয় তখন আগুন নেভেনা। এরকম হয়েছে আগরতলায় অভয়নগরে। আপনারা বলেন যে আমরা এই করছি, সেই করছি। একটা লোককে যদি training দিয়ে armyতে পাঠিয়ে দেওয়া হয় তা'হলে সেই training-এর দরকার কি? এটা মাত্র কয়েকদিন আগের ঘটনা। এটা একটা অদ্ভুত পরিস্থিতি। এই হল Fire Brigade সম্পর্কে আমাদের অবস্থা। আমি যতদূর জানি, এখানে যদি কোন machinery নষ্ট হয়ে যায় তা'হলে তা মেরামত করার লোক নেই।

সিভিল সাপ্লাই সম্পর্কে বলতে চাই যে, আপনারা কি দেখেছেন যে কলকাতার চেয়েও এখানে তেল, ডাল এবং অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষের দাম বেড়েছে? (a voice :- কলকাতার চার্টটা আপনার কাছে আছে?) আপনার কাছে আছে কি? যদি থাকে তা'হলে দেখুন মিলিয়ে। Cement কেনা হয় কিন্তু সঠিক voucher পাওয়া যায়না। এসব জিনিষ এখানে চলে! সস্তায় Cement কিনে voucher-এ বেশী টাকা নেওয়া হয়। আপনারা বসে আছেন, দালানের উপর দালান করছেন, মানুষের কথা আপনারা চিন্তা করবেন না। আর গরীব মানুষ যখন কিছু খেতে পায়না তখন দুর্ভিক্ষ হয় না। আমি এরকম একটা ছেলেকে জানি, সে পরীক্ষা দিতে এসেছে কিন্তু রাত্রে সে কিছু খায়নি। শুধু বেলের সরবৎ খেয়ে আছে। আপনারা শুধু লম্বা-চওড়া কথা বলেন।

Mr. Speaker :—I would now call on Shri Monoranjan Nath.

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের মাননীয় উপমন্ত্রী মহাশয় যে Demand পেশ করেছেন House-এর সামনে তা আমি সমর্থন করছি এবং বিরোধী পক্ষ যে Cut Motion রেখেছেন তার আমি বিরোধিতা করছি। এখানে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের ত্রিপুরায় ১৯৫৭ ইং থেকে Fire Brigade আরম্ভ হয়েছে এবং তারপর ধর্মনগর, উদয়পুর এবং সদরে এই তিনটি জায়গায় Fire Station খোলা হয়েছে। মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে অন্যান্য Sub-Division-এও খোলার চেষ্টা হচ্ছে। কিন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থায় তা সম্ভব হচ্ছে না। কেবল একটা Fire Service থাকলেই সেই এলাকার লোকের বাড়ীঘর পুড়বে না এমন কথা বলা যায় না। কারণ যে বাড়ীঘর পুড়ছে সেখানে Fire Service গাড়ী ঢুকাতে পারেনা রাস্তার অভাবে।

(Interruption)

Mr. Speaker, Sir, বিরোধী পক্ষের সদস্যরা আমাকে interrupt করছে।

Mr. Speaker :—I would request the Hon'ble Members dot to interrupt the Hon'ble Member.

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—তারপর এখন দেখা যাচ্ছে যে আমাদের ত্রিপুরায় সবরকম সুবিধে নেই। রাস্তাঘাটের অভাব আছে, জলের অভাব আছে।

(Interruption)

I draw the attention of the Hon'bie Speaker.

Mr. Speaker :—I wonlu request the Hon'ble Members not to interrupt him.

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—কেউ যদি একথা বলে যে Fire Brigade আগুন নেভাতে পারেনা আমি বলব তার মস্তিষ্ক খারাপ। সুতরাং আমার আশঙ্কা হচ্ছে যে বিরোধী দলের সদস্যরা হয়ত আবার fire নিয়ে কি খেলা খেলবেন। সুতরাং আমি সরকারকে সাবধান করে দেব যাতে সরকার এদিকে দৃষ্টি রাখেন। দেখা যাচ্ছে মাননীয় সদস্য উমেশবাবু বলেছেন Beloniaতে অবিলম্বেই Fire Service খোলা হবে। এখানেও Fire Service খোলা হত যদি না আমাদের ভারত অন্য রাষ্ট্র কর্তৃক আক্রান্ত হত। চৌহান নামক এক অফিসারকে Armyতে পাঠানো হয়েছে। যদি Armyতে গিয়ে থাকে তা'হলে বলব এটা ঠিকই হয়েছে কারণ আগে দেশ রক্ষা করতে হবে। তারপর বলেছেন

কোন Sub Inspectorকে নাকি promotion না দিয়ে আরেকজনকে দেওয়া হয়েছে। Competent Authority যদি এরচেয়ে আরেকজনকে more competent বলে মনে করেন তা'হলে তাকে promotion না দেওয়ার কোন কারণ থাকতে পারে না। অভয়নগরের ব্যাপারটা একটা machinery-এর ব্যাপার। সুতরাং machine বিকল হলে এরকম হতে পারে। সুতরাং আমি বলব আমাদের যে Demand আছে তা সমর্থনযোগ্য। এই বলে তাদের Cut Motion-এর বিরোধীতা করছি।

Mr. Speaker :—I would now call on Shri Aghore Deb Barma.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় Speaker Sir, Demand No. 13 সম্পর্কে একটু বক্তব্য রাখতে চেষ্টা করব। একটা জিনিস আমরা দেখছি যে স্বাধীনতা পাওয়ার পর এই দীর্ঘদিনের মধ্যেও আমরা অগ্নিকাণ্ড থেকে মানুষের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা করতে পারছি না। মানুষের প্রয়োজনের তুলনায় এই যে বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে এটা যথেষ্ঠ নয়। আজকে এই Houseএ আমার সঙ্গে সঙ্গে কুলাই বাজার অগ্নিকাণ্ডে সমস্ত ভস্মীভূত হয়ে গেছে বলে খবর পেয়েছি। আগেরবারও এই বাজার অগ্নিকাণ্ডের ফলে পুড়ে গিয়েছিল। হামেশাই ত্রিপুরারাজ্যে এই রকম দুর্ঘটনা ঘটছে। কাজেই ত্রিপুরারাজ্যে যে কয়টি Fire Service আমরা করতে পেরেছি তা প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয়। সেই দিক দিয়ে মফঃস্বল Townএ যাতে Fire Service খোলা হয় তারজন্য আমি এই House-এ প্রস্তাব রাখব। যে সমস্ত বড় বড় বাজার আছে যথা কুলাই, তেলিয়ামুড়া প্রভৃতি বাজারগুলিতে Fire Service না রাখতে পারলেও Pumping system করে জল তুলে জলের tank Pipe system করে যাতে হঠাৎ আগুন লাগলে সেখানে নির্ব্বাপনের ব্যবস্থা করা যায় তার ব্যবস্থা রাখা দরকার।

আমাদের কৃত্রিম উপায়েই হউক আর যেভাবেই হউক আগুন নেভানোর ব্যবস্থা রাখা দরকার। আর একটি কথা আমি Civil Supply সম্পর্কে বলব। এই Civil Supply Deptt যেন একটা লুটের বাজার। এই Deptt. মারফত যে লুটপাট হয় তার বহু নজীর আমার কাছে আছে। আমি বেশী ঘটনা এখানে বলতে চাইনা, কয়েকটি ঘটনার মাধ্যমে আমি এটা প্রমাণ করতে চেষ্টা করব। আমি একটা প্রমাণ আপনাদের সামনে উপস্থিত করতে চেষ্টা করছি। আমি একটা petition পড়ছি, তার মাধ্যমেই আপনারা বুঝতে পারবেন কিভাবে সরকার জনসাধারণের টাকা লুট করছেন। Petitionটি যে লেখা হয়েছে তার তারিখ হচ্ছে 24/3/64, To The Addl. District Magistrate, Food Section, Govt. of Tripura. ঘটনাটা এই যে, ধর্মনগরের জনৈক ভদ্রলোককে আজ প্রায় ৪ বৎসর ধরে চাউল carry করার agency দেওয়া হয়। তারপর আমি এখানে বলছি যে তাকে Govt. Godown থেকে দামছড়া, খেদাছড়া প্রভৃতি ration shop-এ carry করার জন্য appointment দেওয়া হয়। যখন ভদ্রলোককে এই order দেওয়া হয় তার ২ মাস পূর্ব্বেও ২'২৭ সের ১১'৫০ নঃ পঃ rate ছিল সেখানে তাকে ৩২'৫০ নঃ পঃ হিসবে দেওয়া হয়। Petitioner বলেছেন যে তার tender call করে; আলাপ-আলোচনা করেও তাকে দেওয়া হয়নি, ঐ higher rate-এ দেওয়া হয়। যেখানে ২৲ টাকা per ২'২৭ মণ সেখানে দেওয়া হয়েছে ৮'২৫ নয়া পয়সা আর যেখানে ১১'৫০ per quintal সেখানে ৩২'৫০ করে তাকে দেওয়া হল। তার একমাত্র কারণ হচ্ছে সেই carrying agent ভদ্রলোক নাকি Ex-Member শ্রীমি, বি, রায়ের বন্ধু।

কাজেই কত হাজার হাজার টাকা এ ৪ বৎসরে ক্ষতি হয়েছে আপনারা চিন্তা করে দেখুন, এ ৪ বৎসরে কি পরিমাণ public money লুট করা হয়েছে। এ অবস্থার মধ্যে আমরা চলেছি। বহু এরকম ঘটনা Civil Supply সম্পর্কে আছে। এ হচ্ছে তার একটা ঘটনা। যিনি petitioner তিনি Chief Commissioner, Chief Minister, Addl. District Magistrate-এর মারফতও দরখাস্ত করেছেন। তার নাম A. Roy, আপনারা তদন্ত করে দেখতে পারেন। কাজেই আপনারা চিন্তা করে দেখুন public money কিভাবে Ruling Party লুট করছেন—এ ঘটনাই তার প্রমাণ। আজকে অধিক বলার প্রয়োজন নেই। জনসাধারণের অর্থকে আপনারা Ruling Party লুট করছেন। আপনারা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কথা বলতে পারেন, কিন্তু বাজেট এভাবে যদি নিজেদের স্বার্থের জন্য, নিজেদের প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যয় করেন তা'হলে জনসাধারণ দিন দিন অবনতির দিকে চলবে, আপনাদের দালান পাকা হবে কিন্তু বাকী শতকরা ৯০ জন লোককেই যে উপবাস করে মরতে হবে তারজন্য আপনারা দায়ী।

Mr Speaker :—I would now call on Shri Sunil Chandra Dutta.

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যে দাবী পেশ করেছেন Demand No 13-এ তা আমি সমর্থন করছি এবং বিরোধী পক্ষের যে Cut Motion তার বিরোধীতা করছি। Fire Service in Tripura is insufficient-এর উপর বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিভিন্ন সদস্য বলেছেন, বাজেটে যে ব্যয়বরাদ্দ রাখা হয়েছে তা প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয়। ত্রিপুরা রাজ্যের ক্ষতির পরিমাণ বলতে গিয়ে বলেছেন যে গত ২৯শে তারিখে কৈলাসহরে অগ্নিকাণ্ডের খবর আজ ২ তারিখ পেয়ে শ্রীদীনেশ দেববর্মা ত্বরিতগতিতে সেখানে গেছেন। এ যে কি রকম ত্বরিতগতি হল তা আমি বুঝতে পারলাম না।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—Point of Order যার কথা এখানে বলা হয়েছে তিনি এখানে এই House-এ উপস্থিত নেই। কাজেই এভাবে তিনি একথা বলতে পারেন না।

Mr. Speaker :—The member who is not present in the House should not be referred to.

শ্রীসুনীল দত্ত :—শান্তিরবাজারের অগ্নিকাণ্ড সম্পর্কে বলতে গিয়ে মাননীয় সদস্য জনসাধারণ সম্পর্কে একটি উক্তি করেছেন যে, ধনী যারা তারা অগ্নিকাণ্ডের ফলে লাভবান হয় আর দরিদ্ররা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। এটা ঠিক নয়। অগ্নিকাণ্ডে বহু ধনী দোকানদারও সর্বস্বান্ত হয়েছে তার নজীর ত্রিপুরা রাজ্যে আছে। আজ কুলাই বাজার ভস্মীভূত হয়েছে বলে মাননীয় সদস্য চলে গেছেন। আমি জানি এরচেয়ে আরও দুটি বড় বাজার যেখানে শতকরা ৮০ থেকে ৯০ ভাগই উদ্বাস্তু দোকানদার এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের দোকানদারও আছে তা আগুনে ভস্মীভূত হয়ে গেছে। আজ দীর্ঘ কয়েক বৎসরেও তারা আবার পূর্ব্বের মত বসতে পারেনি। একটি হচ্ছে মুহুরছড়া, আরেকটি হচ্ছে শান্তিরবাজার। মাননীয় সদস্য আতিকুল ইসলাম সাহেব বলেছেন Ruling Party থেকে বলা হয় আমরা অনেক করেছি, অনেক কিছু করব তা অতি সত্যি কথা। যে ত্রিপুরা রাজ্যে পূর্ব্বে কোন Fire Service ছিল না, এখন তা হয়েছে, আরও হবে বলে আশা করি। কিন্তু সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্যে যেখানেই আগুন লাগুক না কেন, তা নির্ব্বাপন করা যাবে এটার বন্দোবস্ত এ অল্প সময়ের মধ্যে করা সম্ভব নয়।

একটা বৎসরেই সমগ্র ত্রিপুরায় আগুন নেভানোর ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। ফায়ার বিগ্রেডে ট্রেনিং নিয়ে আসছে এমন লোককেও নিযুক্ত করা হয়েছে একথাও বলা হয়েছে। সরকার যখন যাকে যে কাজে নিযুক্ত করা ভাল মনে করেন অথবা বিভাগীয় কর্ত্তপক্ষ যিনি থাকেন তিনি যাকে যে কাজ দেওয়া ভাল মনে করেন তাকে সেই কাজে নিযুক্ত করা হয়। এক ডিপার্টমেণ্ট থেকে অন্য ডিপার্টমেণ্টে বদলি করা হয়। তাছাড়া যে সময়ের কথা বলা হয়েছে আমাদের মাননীয় সদস্য বলেছেন যে, তখন দেশ রক্ষার প্রশ্নটাই বড় ছিল এবং বোধহয় সে কারণেই তাকে মিলিটারিতে নিযুক্ত করা হয়েছে। অন্য লোকটির কথা যা বলেছেন, তাঁর হয়তো রিকুইজিট কোয়ালিফিকেশন অন্যদিকে ছিল না। সিভিল সাপ্লাইজ সম্বন্ধে মাননীয় সদস্য বলেছেন যে কলিকাতা থেকে এখানে আবশ্যকীয় সমস্ত দ্রব্যের মূল্য অনেক বেশী। অবশ্য ডাল, তেল প্রভৃতির মূল্য কলকাতা হ'তে এখানে কিছু বেশী। কিন্তু মাননীয় সদস্য তার সামঞ্জস্যপূর্ণ কোন তালিকার কথা উল্লেখ করেননি, তিনি এ বিষয়ে ইচ্ছে করেই চুপ করে গেছেন। ত্রিপুরায় ফায়ার সার্ভিসের কিছুই করা হয়নি বা কিছুই করা হবে না একথা তারাই বলতে পারে যারা অগ্নিসংযোগ করে। এখানে কতগুলো দুর্বৃত্ত আছে,..ক্রিমিনেল আছে তারাই অগ্নিসংযোগ করে থাকে, তা না হ'লে শুধু বাজারগুলোতেই বা আগুন লাগবে কেন? তারা এই বাজারগুলোতে লুটপাটের উদ্দেশ্য নিয়েই অগ্নিসংযোগ করে থাকে। বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্যদের মধ্যে একজন সদস্য শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা একটা কাজের কথা বলেছেন যে, সর্ব্বদা সরকারের মুখাপেক্ষী না হয়ে জনসাধারণ যদি নিজেরাই আগুন নেভানোর কাজ করতে পারে তবে এ কাজ সহজসাধ্য হতে পারে। সত্য কথা, বাজারের দোকানদাররা যদি নিজেরা তাদের দোকানে বেশ কিছু জল রাখবার ব্যবস্থা করে বা দোকানে দু'একজন পাহারাদার রাখেন তবে বাজারগুলোতে এত বেশী আগুন লাগতে পারেনা এবং তাদের সম্পত্তিও নষ্ট হতে পারেনা। সরকারের সাথে এটুকু সহযোগিতা করলে আগুন নেভানোর কাজ সহজতর হয়ে উঠে এবং সমাজবিরোধীদের কার্য্যকলাপের দ্বারা তাদের এভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়না। এই বলে আমি মূল প্রস্তাবকে সমর্থন করে এবং ছাঁটাই প্রস্তাবের বিরোধীতা করে আমার বক্তৃতা শেষ করছি।

Mr. Speaker :—I would now call on Hon'ble Minister to give his reply in as brief as possible.

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :-মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি Demand No.13এ যে দাবী উত্থাপন করেছি Civil Supplies Deptt.এর দাবী এতে সন্নিবিষ্ট ছিল। তা আমি হয়ত উল্লেখ করিনি তা ঠিক। যাই হউক Fire Brigade Service-এর যে প্রয়োজন সে প্রয়োজন আমি স্বীকার করি। কিন্তু যে condition এর কথা বলা হয়েছে সে condition fulfil করতে হলে যে কি কি প্রয়োজন সে সম্বন্ধে হয়ত মাননীয় সদস্যের জানা নেই। প্রথমে মাননীয় সদস্য বলেছেন সমস্ত Sub-Division-এ ১৫।১৬ বৎসরে Fire Service করা হলোনা কেন। কিন্তু ১৫।১৬ বৎসর একটা বেশী সময় হতে পারেনা, not a long time. ত্রিপুরায় Fire Service introduce হয়েছে ১৯৫৭ সনে আর ১৯৬৩-৬৪ সনের মধ্যে একেবারে কিছুই হয় নাই বললে বাস্তবকে অস্বীকার করতে হয়। কিন্তু আমরা দেখি যথেষ্টই করা হয়েছে। ত্রিপুরার জনসাধারণ Fire Serviceএর সুযোগ সুবিধা ব্যাপক ভাবে পাচ্ছে। Fire Serviceএর দুজন কর্মীর কথা যা বলা হয়েছে তাতে যদি কোন favour-

itism বা অন্য কিছু থাকে তা আমরা নিশ্চয়ই খোঁজ করে দেখব। essential commodities বা নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম হু হু করে বেড়ে যাচ্ছে এ কথাই বলা হয়েছে কিন্তু মাননীয় সদস্য কলকাতার হারটা কত তা দেননি, দিতে পারেননি, সেটা দিতে পারলে একটা comparative statement দিতে পারতাম। তবে ত্রিপুরার ভৌগলিক অবস্থা এবং transport difficulties যা আছে তা আপনারা জানেন। এসব essential commodities এর উপরে carring costও দিতে হয়। তাতে দাম যে কিছু বাড়তে পারে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই এবং ফলে কোন জিনিসের দাম কলকাতার হার থেকে যে কিছু বেশী হয় তা ঠিক। আর এখানে Civil Suppliesএর Carrying Contractorদের বিষয়ে যে আলোচনা মাননীয় সদস্য শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা করেছেন আমরা সে বিষয়ে সন্দেহ করব। তবে এসব বিষয়ে প্রথমে tender নেওয়া হয় এবং যার lowest tender হয় তাকেই work দেওয়া হয়। এ বিষয়ে তিনি অনুগ্রহ করে একটা নাম বলেছেন, আমি নিশ্চয়ই enquiry করব।

আমি মূল যে Demand উত্থাপন করেছি সেটার সমর্থন জানাচ্ছি এবং তা সমর্থন করবার জন্য মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ জানাই। এ Demand এর উপরে যে ছাটাই প্রস্তাব আনা হয়েছে তা যুক্তিসঙ্গত বলে মনে করিনা। আমি আশা কার আমার যে মূল প্রস্তাব আছে তা মাননীয় সদস্যগণ সমর্থন করবেন।

Mr. Speaker :— The Discussion on Demand No. 13 is closed, I shall now put the Motion to vote. First I put to vote the cut motion raised by Sri Bulu Kuki "that Fire Services in Tripura are insufficient", As many as are of that opinion will please say "Ayes"("Ayes"). As many as are of contrary opinion will please say "Noes" ("Noes") Noes have it, Noes have it. I shall now put to vote the main motion. The question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister that a sum no exceeding Rs. 4,80,300/- (inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Arropriation (vote on account) Bill 1964) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1965 in respect of Demand No. 13—Miscellaneous Departments- As many as are of that opinion will please say 'Ayes'; (Congress members—"Ayes"), as many as are of contrary opinion will please say "Noes". (none—noes"). Ayes have it. The Motion is passed.

The cut motion is lost.

As the business of the House for to-day is exhausted, the House stands adjourned till II A. M to-morrow the 3rd April, 1964.